THE RAMAYUNU

A POEM

IN FIVE VOLUMES,

Translated from the original Sangskrit,

BY KIRTEE BASS.

VOL. V.

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS.

1802.

বাল্মীকিকৃত

রামায়ন

মহাকাব্য

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।—

সপ্তম কাণ্ড।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০৩।

রামায়ণ ।—

শ্রীরাম চন্দ্রায় নমঃ ।—

অথ উত্তর কাণ্ড মডি লিখ্যতে ।—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং । রাজেন্দ্রং সত্যসিন্ধুং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং ।—

দক্ষিণে লক্ষ্মণো যস্য বামে তু জানকী শুভা পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমং ।

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ।

আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠ নগরী
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শারঙ্গ ধারী।
নীলোৎপল তনু প্রভু কোটি কলেবর
শ্যাম পীতাম্বর তনু নব জলধর।
আজানু লম্বিত ভুজ গলে হেমহার
কণ্ঠদেশে লম্বিত মনি মুকুতার হার।
মকরকুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে
মনঃ কুণ্ডল যেন চঞ্চল কপোলে।
নিশিকর উপরে যেন নীল কলেবর
নীল গিরি উপরে যেন পূর্ণ সুধাকর।
জলধর শ্যাম তনু দেখিতে সুরঙ্গ
কুমকুম রচিত কোটি কামতরঙ্গ।
আজানু লম্বিত বাহু নাভিত গভীর
জিনিয়া রবির বিন্দু সুঠাম শরীর।
শ্রীবৎস গলে শোভে অতি মনোহর
গগন উপরে যেন শোভে শশধর।
চরণে নূপুর বাজে রুনুঝুনু ধ্বনি
নীল মেঘের উপরে শোভে চন্দ্র চূড়ামনি।

অঙ্গদসহিত রাম বন্ধু মন্ত্রীগন
ভরত শত্রুঘ্ন আর যত মুনিগন।
নারদ আদি গান করে সনকপ্রভৃতি
সুগ্রীব বিভীষন আর হনুমানসংহতি।
শ্যাম সুন্দর তনু অতি মনোহর
রামের নাম শুনি প্রেমে পড়ে গাছ পাত্থর।
ত্রিভুবনে উপমা নাই রামের উপমা
আপনি ব্রহ্মা চারি মুখে দিতে নারে সীমা।
হেন রাম দেখি মুনি আনন্দিত চিত
তুমি নারায়ন রাম সংসারে পূজিত।
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভুকে করে আরাধিন
কস্তুরী চন্দন প্রভু শরীরে লেপন।
চারিভিতে স্তুতি করে অনেক পারিষদ
সনক সনাতন আর বাল্মীকি নারদ।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগন
কুবের বরুন যম উনপঞ্চাশ পবন।

গরুড়ে বসিয়া প্রভু আছেন নারায়ন
বিশ্বরূপ রামেরে দেখিল মুনিগন।
মুনি সকলের ছিল যতেক বাসনা
সেই রূপে রামেরে দেখিল সর্ব্ব জনা।
বৈকুণ্ঠের সম্পদ রাম দশরথের ঘরে
রাবনবধের হেতু জন্মিল সংসারে।
সেই রূপ সভে দেখিল চক্রপানি
বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পাইল সকল মুনি।
আপনার মুর্ত্তি রাম জানেন আপনি
প্রভু অবতার রাম জানেন সকল মুনি।
মুনি সব এত দেখেন না জানেন শ্রীরামে
মুনি সব দেখিয়া রাম উঠিল সম্ভ্রমে।
পুটাঞ্জুলি করিয়া রাম দিল অর্দ্ঘ্য জল
যোড়হাতে মুনির স্থানে জিজ্ঞাসে কুশল।
মুনিগন বলেন রাম তোমার কুশল চিন্তি
রাক্ষসের ঠাঁই তুমি বড় পাইলে দুর্গতি।
তুমি আর লক্ষ্মন বীর সীতা ঠাকুরানী
রাক্ষসপুর হৈতে আইলে বড় ভাগ্য মানি।

বিজয় দুরন্ত বল বীরে ব্রহ্মার বরে
সংসারে রাক্ষসমায়ায় কোন জন তরে।
দুর্জ্জয় বীর ইন্দ্রজিত ত্রিভুবনে আনি
হেন ইন্দ্রজিত মারিলে অপূর্ব্ব কাহিনী।
খর দূষন মারিলে ত্রিশিরা কবন্ধ
মারীচ রাক্ষস মারিলে মায়ার প্রবন্ধ।
দেবান্তক নরান্তক অতিকা মহাবীর
কুম্ভ নিকুম্ভ মারিলে দুর্জ্জয় শরীর।
কুম্ভকর্ন মারিলে তুমি বড়ই বিসম
যার নামে ডরে পলায় আপনি সমন।
সংসারে রাবনের কেহ না বীরে সমরন
তাহারে মারিয়া করিলে দেবের পরিত্রান।
এত সব বীর মারিলে তাহা নাই গনি
ইন্দ্রজিত মারিলে রাম তাহাত বাখানি।
বিসম মায়া বীরে সে যুঝে অন্তরীক্ষে
সহস্র চক্ষে ইন্দ্র যুঝে তাহা নাই দেখে।
ইন্দ্র বান্ধি নিয়াছিল লঙ্কার ভিতরে
ব্রহ্মা মাগিয়া নিল আপনি পুরন্দরে।

হেন ইন্দ্রজিতের হাতে মারিয়া আইলে ঘর
এই সব কথা শুনি রাম বিস্ময় অন্তর।
যে সব বীর মারি আমি যুদ্ধেতে অদ্ভুত
ইন্দ্রজিত মারিল লক্ষ্মণ এই সে অদ্ভুত।
রাম বলেন কি কহিব মুনি রাক্ষসের বিক্রম
এক২ সেনাপতি সাক্ষাতে যেন যম।
রাবনের সেনাপতি কারে নাহি চিনে
রনে প্রবেশ করিলে তারা যম ইন্দ্র জিনে।
রাবনের ভাইয়ের ডরে কেহ নহে স্থির
ত্রিভুবন জিনিয়া কুম্ভকর্নের শরীর।
মাতা কাটিলে না মরে কেহ না ধরে টান
হেন কুম্ভকর্ন এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান।
বড়২ বীর আছিল সে পাইয়াছিল বর
রাবন এড়িয়া বাখান তাহার কোঙর।
অগস্ত্য মুনি তেঁহো বৈশেন দক্ষিনে
রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে।
রাক্ষসের কথা কহেন অগস্ত্য মহামুনি
মুনির কথা শুনিতে রাম হৈল সবধানি।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি
উত্তর কাণ্ডে গাইয়া দিল প্রথম সিকলি।

অগস্ত্য বলেন রঘুনাথ কর অবধান
ইন্দ্রজিতার কথা আমি কহি তোমার স্থান।
ইন্দ্রজিতের কহি শুন পূর্ব্বের কথন
শুনিতে চমৎকার লাগে তাহার মরণ।
দ্বাদশ বৎসর যেই অনাহারে থাকে
স্ত্রীর মুখ বার বৎসর যে জন না দেখে।
ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ দুর্জ্জয়
হেন যজ্ঞ ভঙ্গ যেই করেত নিশ্চয়।
বিসম নিয়ম রাম যেবা জন করে
হেন জনের হাতে গোসাঞি ইন্দ্রজিত মরে।
মুনির কথা শুনিয়া রামের চমৎকার
মুনিরে জিজ্ঞাসেন রাম করি পরিহার।
আমি আর লক্ষ্মণ সীতা তিন ব্যক্তি
চৌদ্দ বৎসর ছিলাম একই সংহতি।

সীতার রক্ষক লক্ষ্মণ থাকিত সর্ব্বক্ষন
কেমনে স্ত্রীর মুখ না দেখে কখন।
লক্ষ্মণ ফল আনি দিত আমরা ছিলাম ঘরে
আপনি ফল আনিয়া থাকিত অনাহারে।
অগাস্ত্য বলেন শুন রাম আমার উত্তর
লক্ষ্মণে আনিয়া জিজ্ঞাসা করহ গোচর।
দূত পাঠাইয়া তবে আনিল লক্ষ্মণে
জিজ্ঞাসেন তাহারে আপন বিদ্যমানে।
রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই আমার দিব্বি লাগে
যে কথা জিজ্ঞাসি তাহা না ভাণ্ডিহ মোকে।
চৌদ্দ বৎসর এক ঠাঁই ছিলাম তিন জন
সীতার মুখ কখন তুমি না দেখ লক্ষ্মণ।
স্বরূপ করিয়া কহ ভাই না ভাণ্ডিহ মোরে
বার বৎসর তুমি না কি ছিলা অনাহারে।
রামেরকথা শুনি তখন বলেন লক্ষ্মণ
মস্তক তুলি সীতার মুখ না করি নিরীক্ষন।
গলার নাহিক দেখি হার আর কেয়ুর
সবেমাত্র দেখিয়াছি চরনের নুপুর।

যদি আজ্ঞা করিতে তুমি প্রভু গুনমনি
তব অগোচরে কেমনে খাইব আহার পানি।
বনে ফল খাইয়া আমি তোমা দোঁহার মনে
তেকারনে জিজ্ঞাসা না কর দুই জনে।
সীতা ঠাকুরাণী তাহাতে তুমিত প্রধান
সেবক হইয়া কেমতে খাইব আগুয়ান।
তোমার সেবা করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি জানি
বার বৎসর আমি নাই খাই অন্ন পানি।
পূর্ব্ব কথা বুঝি প্রভু পাসরিলে মনে
বিশ্বামিত্রের মন্ত্র পাইয়াছিলাম দুই জনে।
শূল নামে মন্ত্র দিল বিশ্বামিত্র মুনি
বার বৎসর ভোক শোক কিছুই না জানি।
ইন্দ্রজিতের মরনকথা বিশ্বামিত্র জানে
তেঁই ইন্দ্রজিত পড়িল মোর বাণে।
এতেক বলিল যদি বীর লক্ষ্মন
লক্ষ্মন কোলে করিয়া করেন ক্রন্দন।
এত দুঃখ আমি ভাই দিয়াছি বনবাসে
অনাহারে বার বৎসর ছিলে উপবাসে।

রামের কাছেতে আছে পৃথিবীর মুনি
রাম বলেন অগাস্ত্য তুমি অন্তর্য্যামিনি।
ত্রিভুবনে যত কর্ম্ম তোমার নহে অগোচর
কেমতে জন্মিল গোসাঁই রাবন লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার পৌত্র বলি সবর্ব লোকে ঘোষে
হেন রাবন কেন জন্মিল রাক্ষস ঔরসে।
অগাস্ত্য বলে রঘুনাথ কর অবধান
যেমতে হইল সৃষ্টি কহি তব স্থান।
সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা আগে করিলেন পানি
পানি সৃজিয়া তবে সৃজিল পরাণী।
প্রানী সব বলে ব্রহ্মা কর সন্নিধান
কোন কার্য্য করিব মোরা কহ উপাদান।
ব্রহ্মা বলে পানি রাখিতে করিলাম উৎপত্তি
পানি রাখিবে সভে তোমরা প্রানশকতি।
জীব বলে পানি না খাইব তিন২ হবে ভক্ষ
জীবনে পানি খাইব যে তিন অন্দক্ষ।
হেতু নামে রাক্ষস হইল রাক্ষসবীর্য্যে
দেব দানব ত্রিভুবন তাহে সভে পুজে।

বিদ্যুৎকেশরী নামে রাক্ষস অধিকারী
সংস্কার নামে কন্যা পুসবে সুন্দরী।
স্ত্রী হইয়া মন্দার পর্ব্বতে করে কেলি
কেলি করিতে পুত্র হইল পর্ব্বতে নিয়া ফেলি।
পুত্র ফেলিয়া কেলি করে পরমসানন্দে
ভোকে ব্যাকুল ছাওয়াল শোকে কান্দে।
ছোট ছাওয়াল ফেলাইল হইতে গগন
পার্ব্বতী শঙ্কর যান বলদ বাহন।
এমন ছাওয়াল ফেলে মা বাপ দারুণ
বলদ বান্ধিয়া দুই জন রহিল তৎক্ষণ।
বিষম অলঙ্ঘ্য করি রাক্ষস দুর্জ্জয়
দেখিয়া যেন ত্রিভুবনে পায় মহাভয়।
এতেক কহিয়া বিশ্বকর্ম্মা হইল চিন্তিত
পূর্ব্বকথা তার মনে পড়ে আচম্বিত।
গরুড় পবনে যুদ্ধ হইল যেই কালে
সুমেরুর এক শৃঙ্গ পড়িল সেই জলে।

সাগরের ভিতর আছে ত্রিকূট শেখর
সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্গি পড়েছে তাহার ওপর।
ত্রিকূট পর্ব্বত সেই পর্ব্বতের চূড়া
শতেক যোজন ওভে সত্তরি যোজন আড়া।
তাতে গিয়া বিশ্বকর্ম্মা ওস্তুরিল লঙ্কা
দেব দানব গন্ধর্ব্ব দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
অতি ওচ্চ প্রাচীর সে সোনায় গঠন
ওভে সত্তরি যোজন ঠেকেছে গগন।
লঙ্কার গঠন দেখিয়া সব রাক্ষস পীরিতি
লঙ্কা পাইয়া রাক্ষস করিল বসতি।
অনেক কাল লঙ্কায় রাক্ষস আছয়ে নিভৃতে
দেবতার শক্তি তাহা না পারে লঙ্ঘিতে।
লঙ্কায় রাক্ষস বৈসে সব দেবে চমৎকার
আমা সভার স্বর্গে আর নাহিক নিস্তার।
এত কথা কহেন অগস্ত্য রঘুনাথের স্থানে
এ কথা শুনিয়া রাম তারে বলে মনে২।
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহকহ বলি রাম করিল প্রকাশ।

গরুড় পবনে বিবাদ হৈল কিকারনে
সুমেরুর শৃঙ্গ তাঁয় ভাঙ্গিল কেমনে।
তিন জনের যুদ্ধ জিনিল কোন জন
সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্গিল কহ কিকারণ।
অগস্ত্য বলেন রঘুনাথ কর অবধান
গরুড় পবনে যুদ্ধ কহি তব স্থান।
সন্তাপন নামে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে
তিন কোটি ধন থুইয়া চলে স্বর্গপুরে।
সনক সনাতন দুই পুত্র পরমসুন্দর
বিশ্বাবসু প্রসাদ তার দুই সহোদর।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের স্থানে ধন রাখিলেন বাপে
কনিষ্ঠ পুত্র দুঃখিত ধনের পরিতাপে।
ধনের তাপে কনিষ্ঠ ভাই বড়ই ভাবিত
জ্যেষ্ঠে বলে ধন দেহ যে হয় উচিত।
জ্যেষ্ঠ বলে ভাগ তোরে না দিল বাপ ধন
আমারে ধনের দাওয়া কর কিকারণ।
না পাইয়া গেল ধন বশিষ্ঠের ঠাঁই
বাপের ধনের ভাগ না দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই।

কত বিন ভাগ পাইল বলহ এখন
সেই দাওয়া করিয়া আমি লইব বাপের বিন।
বশিষ্ঠ বলেন ব্যবস্থা শুনহ আমার
পাঁচ ভাগের দুই ভাগ উচিত তোমার।
আমার ব্যবস্থা যেবা শুনিবা বচনে
বাপের বিন দুই ভাগ দেহত এখানে।
বশিষ্ঠ বলিল এখন ভাগ না দেহ কেনে
আমি গিয়াছিলাম ভাই বশিষ্ঠের স্থানে।
জ্যেষ্ঠ বলে কনিষ্ঠে ভাই হেন করিলে কেনে
জাতি নাশ করিলে আমার বশিষ্ঠের স্থানে।
বারেং নিষেধিলাম না হইলে ধৈর্য্য
যাহরে চণ্ডাল ভাই হও গিয়া গজ।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের শাপ এড়াইতে ন্যারে
তৎক্ষনে গজ হইল দশ যোজন শরীরে।
কনিষ্ঠ বলেন জ্যেষ্ঠ ভাই এই বড় গরব
মুই শাপ দিনু তোরে হও গিয়া কচ্ছপ।
দুই জন্তু হৈল ভাই দুই জনের শাপে
এতেক প্রমাদ হয় সেই ধনের তাপে।

কচ্ছপ জলে সাঁতাইল গজ গেল বনে
মাটিতে পড়িয়া রহিল বাপের মত দীনে।
দীন খাইতে না পায় দীন যায়েত বিপাকে
যত্ন করিয়া যেই দীন মাটির ভিতর রাখে।
বশিষ্ঠের শাপে দীন কার না পায় রক্ষা
গজ কচ্ছপ দেখ রাম দীনের পরিক্ষা।
দীন থাকিতে ব্যায় না করে যেই জন
যথাকার দীন তথা যায় অকারণ।
যত্ন করিয়া যেবা জন রাখেন অর্থ
সেই দীনের কারণে তার হয়েত অনর্থ।
দীনের কথা শুন রঘুনাথ কহি তব স্থানে
গজ কচ্ছপের কথা কহি শুন সাবধানে।
জলের ভিতর কচ্ছপ থাকে সরোবরে
বিধাতানির্ব্বন্ধ গজ গেল তার তীরে।
দুই পুহরের রৌদ্রে গজ তৃষ্ণায় আকুল
সরোবর দেখি তাহে খাইতে গেল জল।

গজ দেখিয়া কচ্ছপের যে মনে পড়ে
ধনের তাপে কচ্ছপ তার শুণ্ড চাপি ধরে।
গজ টানে বনে কচ্ছপ টানে পানি
কচ্ছপ গজে দুই জনে করে টানাটানি।
কেহ কারে টালিতে নারে দোঁহে সমসর
গজ কচ্ছপ টানাটানি দ্বাদশ বৎসর।
বিনতানন্দন গরুড় ওঠে অন্তরীক্ষে
অন্তরীক্ষে থাকি সেই সব কৌতুক দেখে।
বার বৎসর টানাটানি হইল বিস্তর
বাম পায়ে ছুঁইয়া নিল গজ আর কচ্ছপ।
গজ কচ্ছপ লইয়া যে ওঠিল গগনে
মনে করে কোথা লইয়া করিব ভক্ষণে।
শ্যাম বর্ণে বট গাছ শতেক যোজন ডাল
আশি যোজন শিকড় তার লাগেছে পাতাল।
চারিগোটা ডাল তার চারিটা পর্ব্বত
চারি ডালে যোড়ে তার চারি যোজনের পথ।
বাল্মীকি আদি তপ করে গাছের তলে
গজ কচ্ছপ লৈইয়া গরুড় বসিল সেই ডালে।

পৃথিবী সহিতে নারে গরুড়ের ভর
তিন জনের ভরে ডাল করে মড়মড়।
ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িলে মুনি সব মরে
ডাহিন পায়ের নখে গরুড় ডাল চাপি ধরে।
মুনি সব এড়াইল থাকিল গাছের তলে
উর্দ্ধা করিয়া ওঠে গগনমণ্ডলে।
ভাঙ্গা ডাল আছাড়িয়া ফেলে চণ্ডালের দেশে
ডালের চাপনে মরে চণ্ডাল স্ত্রী পুরুষে।
অনেক পাপে হইয়া ছিল চণ্ডালের জন্ম
গরুড়ের হাতে পাপ হইল বিমোচন।
গজ কচ্ছপ লইয়া যায় ব্রহ্মার বিদ্যমান
কোথা লইয়া যাইব ইহা কহ সন্নিধান।
ব্রহ্মার মনে চিন্তা বড় কে সহিবে ভার
গজ কচ্ছপ লইয়া যাও সুমেরু উপর।
তোমার ভর সহিতে নারে পৃথিবী উপরে
সুমেরু বিনা তোমার ভর কে সহিতে পারে।
ব্রহ্মার আজ্ঞা পাইয়া গরুড় চলিল ত্বরিতে
গজ কচ্ছপ লইয়া গেল সুমেরু পর্ব্বতে।

আপন ইচ্ছায় গজ কচ্ছপ করেন ভক্ষণ
হেনকালে তথা গেল দেবতা পবন।
পবন বলে গরুড় পক্ষী তুমি কেন হেথা
মোর ঠাঁই পড়িলে ছিঁড়িব তব মাথা।
যাবৎ গরুড় তোর না করি অপমান
প্রাণ লইয়া পলাহ তবে বাঁচ মোর স্থান।
গরুড় বলে পবন তুই কত বড় বলী
যে যারে জিনিতে পারে এই তার পুরী।
গরুড়ের বচনে পবনের কোপ বাড়ে
পর্ব্বতের সনে তোরে ওড়াইব ঝড়ে।
গরুড় বলে পবন কত বলবড়াই করি
সুমেরু পর্ব্বত নাড়িতে কার শক্তি পারি।
সপ্ত স্বর্গ ঘুড়িয়াছে পর্ব্বতের চূড়া
সপ্ত পাতাল ভেদিয়াছে পর্ব্বতের গোড়া।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যত পর্ব্বত উপরে স্থিতি
হেন পর্ব্বত নাড়িতে পারে কাহার শকতি।
দুই পাক্ষে পর্ব্বত ঢাকে বিনতানন্দন
বাড়াইয়া কৈল পাক্ষা তিন লক্ষ যোজন।

গরুড়ের পাঁক্ষা যেন বজ্রের সোষর
সাত দিন শিলাবৃষ্টি পাক্ষার ওপর।
মেঘের গর্জ্জন যেন পর্ব্বতে কম্পনা
পর্ব্বতের তিলেক না নড়ে এক কোনা।
সৃষ্টি প্রুলয় কালে যেন মহা অন্ধকার
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কেহ না দেখে নিস্তার।
ব্রহ্মার ঠাঁই দেবগন করিল স্মরন
আচম্বিতে সৃষ্টি নাশ হয় কিকারন।
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বড়ই কষ্ট্রেশে
হেন সৃষ্টি নষ্ট করে যুক্তি নাহি আইসে।
ব্রহ্মার বচন কিছু না শুনে পবন
প্রুলয় না হয় যাবৎ তাবৎ করিব রন।
পবনের ঠাঁই ব্রহ্মা শুনি নিষ্ঠুর ওত্তর
পবন এড়িয়া গেল গরুড়গোচর।
ব্রহ্মা বলেন গরুড় তুমি সৃষ্টি কর রক্ষা
একদিগের ছাড়িয়া তুমি দেহ এক পাক্ষা।
ব্রহ্মার বচন শুনি গরুড়ের হইল হাস
তোমার বাক্যে নব পাক্ষা পবন পাবে আশ।

ব্রহ্মা বলেন যে যেমন সকল আমি জানি
কোটি কল্প হইলে যুদ্ধ নারিবে তোমায় জিনি।
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া গরুড় পক্ষী হাসে
ব্রহ্মার বোলে পাক্ষা এড়িদিল এক পাশে।
গরুড় পাক্ষা এড়িদিল পর্ব্বতখান নড়ে
ঝড়ে উড়াইয়া পবন তার শৃঙ্গ পাড়ে।
ত্রিকুট পর্ব্বত আছে সমুদ্রভিতরে
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে।
লঙ্কা নামে পুরী তাহা করিল বিশ্বকর্ম্ম
সেই হইতে হইল লঙ্কাপুরির জন্ম।
পবন না পারে যারে গরুড় দুর্জ্জয়
রাক্ষসের ঠাঁই গরুড় হইল পরাজয়।
মাল্যবান তারা তিন ভাই রাজ্য করে
দেবতা গন্ধর্ব্ব সব পলায় যার ডরে।
আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমি মহেশ্বর
কুবের বরুণ যম আমি পুরন্দর।
মাল্যবান তিন ভাই করে অহঙ্কার
দেব দানব জিনিয়া লইল রাজ্যভার।

স্বর্গ জাতি চতুর্দ্দিগে পলায় দেবগন
মহাদেবের ঠাঁই গিয়া লইল শরন।
রাক্ষসক্ষয় কর গোসাঞি দেব মহেশ্বর
রাক্ষস মারিয়া দূচাও সভাকার ডর।
দেবের বচন শুনিয়া বলে মহেশ্বর
কেমতে মারিব তারে ব্রহ্মার আছে বর।
দেবগন সভাকে উপদেশ কহি শুন
রাক্ষসক্ষয় করিতে পারেন দেব নারায়ন।
উপদেশ পাইয়া চলিল দেবগন
গোচরিল গিয়া সভে বিষ্ণুর চরন।
রাক্ষসক্ষয় কর গোসাঞি শুন নারায়ন
তবে স্বর্গপুরী রক্ষা পায় দেবগন।
বিষ্ণু বলেন সুকেশ পুত্র আমি ভালে জানি
ব্রহ্মার বর পাইয়া সে ত্রিভুবন জিনি।
সবংশে মারিব যদি তোমাসভায় হিংসে
স্বর্গবাস কর তোমরা পরমহরিষে।
দেবগনের যুক্তি এই মাল্যবান শুনে
তিন ভাই যুক্তি করে হইয়া অনুমানে।

আমাসভার বধহেতু বিষ্ণু অঙ্গীকার
হিরণ্যকশিপু মারি তার বাড়েছে অহঙ্কার।
তিন ভাই যুদ্ধ করিব তাহার সনে
কোথায় মারিব বিষ্ণু আমি সাবধানে।
ঘোড়া হাতী রথ সব করিব সাজনে
যুঝিবারে সাজে বেটা বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
বার্ত্তা পাইয়া গরুড় বাহনে চলিল শ্রীহরি
বিষ্ণু দেখিয়া রাক্ষস ঘন বান এড়ি।
পর্ব্বতের ওপরে যেন হয়ে বরিষণ
বিষ্ণু এড়েন অস্ত্র তখন ঘনেঘন।
রাক্ষসের ঠাট তখন পলায় অপার
রুষিল রাক্ষস যুঝিতে হইল আগুসার।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড় ওপরে
বাড়ির ঘায় কাতর হইল খগেশ্বরে।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন মাতায় গদার বাড়ি
ঘায়ে কাতর হইয়া গরুড় বিষ্ণু লইয়া ওড়ি।
গরুড়ত্রাস দেখিয়া রাক্ষস দেয় টিটকারী
নেওটিয়া চক্র বান এড়িল শ্রীহরি।

চক্র বানে তামসভার মাতা গেল কাটি
মাল্যবান সুমালি ধায় নাহি পায় বাট।
ত্রাস দুচিল গরুড়ের বিষ্ণু করে পৃষ্ঠে
দেখো এখন নারায়ন অনেক কটক কাটে।
মাল্যবান বলে হের শুনহ শ্রীহরি
কাতর হইয়া পলায় যে তারে নাহি মারি।
বিষ্ণু ডাকিয়া বলেন শুন মাল্যবান
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতাবিদ্যমান।
রাক্ষস মারিয়া দুচাইব দেবতার ডর
রন সহিতে না পার সান্ধাও পাতালভিতর।
পাতালে গেলে আমি না মারি পরানে
সুখে স্বর্গে বসতি করুক দেবগনে।
মাল্যবান বলে বিষ্ণু জিনিবে হেন বলে
রাক্ষসের সনে যুদ্ধে কেন মরিতে আইলে।
এই আমি রহিলাম ডাকে মাল্যবান
যত শক্তি পার বিষ্ণু তত শক্তি হান।

বিষ্ণু শক্তি মারিলেন রাক্ষসের বুকে ফুটে
তাঠি খাইয়া মোহ পাইয়া তত্ক্ষনে ওঠে।
জিনিতে না পারি রাক্ষস ভাবে মনেমনে
প্রান লইয়া পলায় যত রাক্ষসগনে।
লঙ্কায় না গেল রাক্ষস বিষ্ণুর ডরে
সকল রাক্ষস প্রবেশে পাতালভিতরে।
বিষ্ণুর ডরে পলায় যত রাক্ষসগন
লঙ্কা পাইয়া কুবেরের কৌতুক হইল মন।
আগেতে লঙ্কায় রাজা হইল সুমালি
তাহার পাছে কুবের করে ঠাকুরালি।
চৌদ্দ যুগ লঙ্কায় রাজ্য করেত রাবন
তাহার পাছে রাজা তুমি করেছ বিভীষন।
রাবন বধিলা তুমি বড়ই সময়
রাবন হইতে রাক্ষস ছিলত দুর্জ্জয়।
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহকহ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
লঙ্কা ছাড়িয়া কুবের গেল কিকারন
কহকহ দেখি শুনি পুরান কথন।

কুবেরের ভাই রাবন সবব লোকে ঘোষে
হেন রাবন কেন জন্মিল রাক্ষস ওরসে।
অগাস্ত্য বলেন রঘুনাথ অবধান কর
তপ করিতে গেল সেই সুমেরু শেখর।
কেলি করিতে গেল তথা অনেক সুন্দরী
তৃনবিন্দু নামে মুনিরে উপহাস করি।
তৃনবিন্দু মুনির শাপ নাহি শুনে কানে
কৌতুকে বেড়ায় তারা মুনির তপোবনে।
মুনি শাপ দিল তাহা না শুনে সত্বরে
আপদ দেখিয়া কন্যা সব গেল ঘরে।
ক্ষি বৎসর জ্ঞান মুনি না করে সম্ভ্রমে
তৃনবিন্দু মুনি গেল অগাস্ত্য আশ্রমে।
তোমার শাপে কন্যা মোর হইয়াছে অপমান
আপনি করহ বিবাহ করি কন্যা দান।
অবিবাহিতা কন্যাগর্ভ শুনিতে উপহাস
তুমি বিবাহ কর নহে হয় জাতিনাশ।
বিবাহ করি তুষ্ট হইল সেই কন্যার গুনে
বর দিয়া কন্যারে চলিল ততক্ষনে।

আমার শাপে তুমি গর্ভ ধরিয়াছ ওদরে
এই গর্ভে জন্মিবেন উত্তম কুমারে।
বিশ্বশ্রবা বলি পুত্র প্রসবিল সুন্দরী
মহামুনি হইল সেই নানা গুনশালী।
ভরদ্বাজ মুনির কন্যা নাম তার শোভা
সেই কন্যা বিবাহ করে মুনি বিশ্বশ্রবা।
বিশ্বশ্রবার পুত্র হইল নাম বৈশ্রবণ
তপস্যা বৈ কুবেরের আর নাহি মন।
ধার তরে তপ করেন সহস্র বৎসর
অনাহারে রহিল যে পবনে করি ভর।
তিন সহস্র বৎসর তপ করিল অনাহারে
আঁতে হাড়ে লাগিয়াছে অস্থি চর্ম্মসারে।
আপনি আসিয়া কুবেরেরে দিল বর
এক পাল লোক কুবের ধনের ঈশ্বর।
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের হইল সমান
পুষ্পক রথ কুবেরেরে দিল দান।
ব্রহ্মার বরে রথখান অক্ষয় অব্যয়
যত ভাঙ্গে তত হয় নাহি অপচয়।

ব্রহ্মার বরে কুবের হইল অজয় অমর
একপাল লোক আর ধনের ঈশ্বর।
সংসারের দুর্লভ বর ব্রহ্মা দিল দান
সবেমাত্র নাহি দিল বসিবারে স্থান।
বাপ হইয়া তুমি করহ মোরে স্তুতি
তোমার যোগ্য কোনখানে করিব বসতি।
বিশ্রবা বলে—শুন ধনের অধিকারী
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান আছে কনকলঙ্কাপুরী।
রাক্ষসের রাজ্য সে লঙ্কার ভিতরে
বিষ্ণুর সনে যুদ্ধ করি রাক্ষস সব মরে।
আর যত রাক্ষস সভাই গেল পাতালে
সেই লঙ্কায় গিয়া তুমি কর ঠাকুরালে।
বাপের আজ্ঞা পাইয়া কুবেরের পরমপীরিতি
লঙ্কাপুরী পাইয়া এখন করেন বসতি।
যেমতে লঙ্কাপুরী নিলেক রাবণ
রাবণের জন্ম কহি তাহে দেহ মন।

পুষ্পক রথে কুবের বেড়ায় অন্তরীক্ষে
পাতালে থাকি তাহা সুমালি রাক্ষস দেখে।
আপনার ভাল রাক্ষস মনেমনে গণে
নিকশা নামে কন্যা ডাক দিয়া আনে ॥
পুত্রবর দিবেক বিশ্বশ্রবা মহর্ষি
বেশ করিয়া যাহ তুমি পরমরূপসী ॥
তোমারে দেখিয়া মুনি হইবেন উল্লাস
বিনয় বচনে তুষিবে মন অভিলাষ।
তাহার বীর্য্যে তোমার হইবেক উদরে
আপন বলে লঙ্কা জিনিয়া লইবে কুবেরে।
রাক্ষসের রাজ্য সে কনকলঙ্কাপুরী
হেন রাজ্য কুবের নিল সহিবারে নারি।
বাপের আজ্ঞা পাইয়া গেল বিশ্বশ্রবার স্থানে
যোড়হাত করিয়া কন্যা রহিল সন্নিধানে।
যেখানে বিশ্বশ্রবা করে যজ্ঞের আহুতি
কন্যা দেখিয়া বলে তুই কোন জাতি।
কোথা হইতে আসিয়াছ আমার বসতি
কি নাম কোথায় থাক কহত যুবতী।

কন্যা বলে মুনি মোরে করিলে জিজ্ঞাসা
সুমালির কন্যা আমি নাম নিকশা।
সুমালির কন্যা হই জাতি যে রাক্ষসী
বাপের আজ্ঞা পাইয়া আইনু তোমা অভিলষী।
মুনি বলে পুত্র ওহ্নহে তুমি বড় ওভারোল
বিসময় তিন পুত্র হইবেক শুন মোর বল।
বিকৃতি মূর্ত্তি ধরিবেক বিকৃতি আকার
চিরঞ্জীবি না হইবে হইবে সংহার।
পুনাম হইয়া বলে মুনি না আইসে যুক্তি
তোমার হইয়া মরিবেক রহিবে অখ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ আপনি আসি হইবে ওপনিত
তাহা ওপেক্ষিতে তোমার না হয় ওচিত।
দ্বিতীয়ে হইবে পুত্র কহিতে অনুচিত
মহাধার্ম্মিক সেই বিচারে পণ্ডিত।
আমার ওচিত পুত্র তার নাম বিভীষণ
চারি যুগে অমর হবে ধর্ম্মের কারণ।
হরষিত হইল রাক্ষসী শুনিয়া বচনে
গর্ব্ভ ধরিল তখন মুনিপরশনে।

এক মাস দুই মাস তিন মাস হয়
চারি পাঁচ মাস গেল দশ মাস বয়।
শুভক্ষণে নিকশা পুত্র প্রসবিল
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবন আগেতে নাম হইল।
কুড়ি চক্ষু কুড়ি হাত দশ বদন
উল্কাপাত নির্ঘাত রক্ত বরিষণ।
জন্মিবামাত্র রাবণ শব্দ নির্ঘন
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপয়ে ত্রিভুবন।
তবে কুম্ভকর্ণ জন্মিল মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
ভূমেতে পড়িল আছে তিন যোজন পরিসর।
সাত যোজন হইল দীর্ঘে লাগিল আকাশে
দেখিয়া দেবগণে লাগিল তরাসে।
দুর্জ্জয় শরীর সভে হাসেন কৌতুকে
দুই হাত সাপটিয়া ভরে নিয়া মুখে।
তবে কন্যা জন্মিল নাম শূর্পনখা
বিভারাত্রে খাইল তাহার হইল দুর্মুখা।
শূর্পনখা জন্মিল দেবের সিংহনাদ
এই রাণ্ডী পাড়িবেক রাবণের প্রমাদ।

আর পুত্র জন্মিল ধার্ম্মিক বিভীষণ
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
এক কন্যা তিন পুত্র হইল দুর্জ্জয়
তিন শত বৎসর আছে বাপের আলয়।
তিন পুত্র কন্যা আছেন বাপের বাড়ী
বাপ সম্ভাষিতে কুবের আইল রথে চড়ি।
কুবের আসিয়া বাপের চরণ বন্দিল
আশীর্ব্বাদ করি তবে বসিতে বলিল।
বাপে পোয়ে আছে মৌন মধুর সম্ভাষণে
হেনকালে নিকশা বুঝায় রাবণে।
কুবের ঠাকুরাল করে এক বাপের তেজে
সেই বাপের পুত্র তুমি লোকে নাই পূজে।
নানা রত্ন ধন কুবেরের বড় সুখী
সেই বাপের পুত্র তুমি জন্ম গেল দুঃখী।
রাবণ বলে মাতা তুমি না কর বিসাদে
কুবের জিনিয়া লঙ্কা করিব বাপের প্রসাদে।
গোকর্ণ নামেতে বন আছে পৃথিবীভিতরে
তপ করিতে যায় রাবণ তিন সহোদরে।

অনেক দুঃখে তপ করে সেই বনেতে রাবণ
রাক্ষস হইয়া তপ করে অনেজন।
কুম্ভকর্ন তপ করে অতি বড় দুষ্কর
হেট মাতায় করে তপ দুই পা ওপর।
ব্রহ্মকুণ্ডেতে অগ্নি জ্বালিল সম্মুখে
বরিষা কালে কুম্ভকর্ন আসনেতে থাকে।
শরৎ কালে থাকে সে রাত্রি জাগরনে
গ্রীষ্ম কালে অগ্নি জ্বালি করয়ে সেবনে।
অগ্নির জ্বালায় পোড়ে যেন সূর্য্যের আতসে
শীত কালে জলের মধ্যে থাকে এক পাশে।
এইমতে তপ করে দশ সহস্র বৎসর
বিভীষন এক পায়ে করি রহে ভর।
দশ হাজার বৎসর তপ করে অনাহারে
আঁতে বাড়ে লাগিয়াছে অস্থি চর্ম্মসারে।
দশ হাজার বৎসর তপ করে লঙ্কেশ্বর
দশ মাতা কাটিয়া দেয় অগ্নির ওপর।
নয় মাতা কাটিয়াছে দশ সহস্র বৎসর
আর মাতা কাটিতে ব্রহ্মা দিতে আইল বর।

বর মাগ রাবন দুঃখ না পাইহ আর
দৃঢ় করিয়া মাগ বর কৈনু অঙ্গীকার।
রাবন বলে তুমি যদি দিবে মোরে বর
তোমার বরে হব আমি সবংশে অমর।
ব্রহ্মা বলেন রাবন তুমি মাগ আর বর
অমর হইতে রাবন বড় হইবে দুষ্কর।
রাবনের কথা শুনি ব্রহ্মার হইল হাস
তুমি অমর হৈলে আমার সৃষ্টি হবে নাশ।
ব্রহ্মা বলেন রাবন তুমি মাগ আর বর
অমর বর দিতে নারিব শুন সমাচার।
রাবন বলে দেব দানব পিশাচ আর যক্ষ
ইহার হাতে না মরিব আমার সব ভক্ষ্য।
ব্রহ্মা বলে যে বাক্য বাহির হইল মুণ্ডে
মোর বরে কাটা মাতা দশ লাগে মুণ্ডে।
দেব দানব গন্ধর্ব্বে তোমার নাহি ডর
সবংশে মারিবে তোমায় নর আর বানর।
রাবন এড়িয়া ব্রহ্মা গেল বিভীষনের পাশে
বর মাগ বিভীষন যত মনে আইসে।

বিভীষণ বলে ধর্ম্ম ছাড়িয়া আর বর কহি
বিষ্ণুভক্তি পাই আমি এই বর চাহি।
বিষ্ণুর চরণে যেন হয় দৃঢ় ভক্তি
এই বর দেহ গোসাঞি আর নহে যুক্তি।
ব্রহ্মা বলেন তুষ্ট হইলাম তোমার বচনে
অক্ষয় অমর হও তুমি আমার বচনে।
আমার ব্রহ্ম অস্ত্র জানহ ভালমতে
বিভীষণ এড়ি গেল কুম্ভকর্ণের ভিতে।
সকল দেবতা বলে ব্রহ্মা পাড়িল প্রমাদ
বিনি বরে সহিতে নারি কুম্ভকর্ণের বিবাদ।
একে দুর্জ্জয় শরীর দেখিতে ভয়ঙ্কর
দেবের নিস্তার নাহি কুম্ভকর্ণ পায় বর।
দেবগণের বচনে ব্রহ্মা করেন যুকতি
ডাক দিয়া আনিল তথা দেবী সরস্বতী।
আমার স্থানে বর যখন মাগিবে কুম্ভকর্ণ
তুমি বলিহ নিদ্রা যাই হইয়া অচেতন।
দেবগণ বলে ব্রহ্মা সৃজিলে আপনি
জল মুলে কাট গাছ অপযশবাণী।

দেবের পরিত্রাণ হউক তোমার প্রসাদে
কুম্ভকর্ণ বর পাইলে হইবে প্রমাদে।
এতেক যদি ব্রহ্মা কহিল বিশেষ
সরস্বতী তার কণ্ঠে হইল প্রবেশ।
ব্রহ্মা বলেন কুম্ভকর্ণ ঝাট মাগ বর
সরস্বতী বলে নিদ্রা যাই নিরন্তর।
সরস্বতী ছাড়িয়া গেলে ব্রহ্মা হইল সুখী
রাত্রি দিন নিদ্রা যায় নাহি মেলে আঁখি।
সরস্বতী চলি গেল স্বর্গভুবনে
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ হয়ে অচেতনে।
রাবণ বলে কুম্ভকর্ণ সম্বন্ধে তোমার নাতি
এমত বর দিতে তোমায় না হয় উচিতি।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যাবে না হইবে আন
নিদ্রা জাগরণে ব্রহ্মা কর সম্বিধান।
মাতায় হাত দিয়া কান্দে রাজেন্দ্র রাবণ
রাবণের ক্রন্দন শুনি ব্রহ্মা বলে ততক্ষণ।

ছয় মাস নিদ্রা গেলে এক দিন জাগরণ
একথা করিবে যুদ্ধ অদ্ভুত তক্ষণ।
হরিষ হইল রাবণ শুনি ব্রহ্মার বাণী
কুম্ভকর্ণ অচেতন রাক্ষসে ধরি আনি।
বিশ্রবার ঘরেতে আইল তিন জন
রাবণ বর পাইয়া আইল কাঁপে ত্রিভুবন।
একথা শুনিয়া সুমালি হৈল হরষিত
পাতাল থাকিয়া রাক্ষস উঠে আচম্বিত।
সুমালি রাক্ষস উঠে লইয়া পরিবার
প্রহস্ত আকম্পন উঠে মারীচ মহোদর।
নিজ পরিবার লইয়া উঠে মাল্যবান
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূম্র খরস্নান।
মাল্য রাক্ষসের ছিল পুত্র চারি জনে
ধার্ম্মিক চারি জন তারে নিল বিভীষণ।
রাবণের কোল দিয়া বলেন সুমালি
তোমার প্রসাদে হইলাম সম্পাদে আগুলি।
যে কালে তোমার বাপে কন্যা দিলাম দান
তোমার নাতি হৈলে হবে সভার পরিত্রাণ।

দেবগণের ডরে রাক্ষস সান্ধাইল পাতাল
হেন দেবতার উপরে তোমার অধিকার।
কুবেরে জিনিয়া লঙ্কায় কর ঠাকুরাল
তবে আমারদের হয় সকল নির্জঞ্জাল।
তোমার নাম শুনিয়া দেবগণ ডরে কাঁপে
কুবের লঙ্কা ছাড়িয়া দিবে তোমার প্রতাপে।
রাবণ বলে মাতামহ বলিলে কোন বাণী
জ্যেষ্ঠ ভাই মৈত্রতুল্য সর্ব্ব শাস্ত্রে গণি।
জ্যেষ্ঠ সহ বিবাদে না যাইবেক পুরে
হেন বাক্য কেন বল সভার ভিতরে।
সকলে মেলিয়া যুক্তি করিল অনুমান
পুনঃ উঠিয়া বলে রাবণবিদ্যমান।
কুবেরের গৌরব রাখ জ্ঞাতি অসুখী
ত্রিভুবনে ভ্রাতৃবিরোধ কোথায় না দেখি।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যত দৈত্যগণ
ভাই মারিয়া রাজ্য লইয়াছে কত জন।
যত জন ভাই মারিযাছে কহিব তব স্থানে
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধানে।

দৈত্য শম্ভু মারিয়াছে তার জ্যেষ্ঠ ভাই
মারিলেক পুরন্দর বৈমাত্রেয় ভাই।
কনিষ্ঠ মারিয়া রাজ্য হইল দণ্ডধর
কত জন মারিয়াছে ভাই সহোদর।
গরুড়ের ভাই সর্প সর্ব্ব লোকে জানি
হেন সর্প পাইলে গরুড় ভক্ষেন্ত আপনি।
গুরু বলিয়া গৌরব রাখ জ্ঞাতিমনোদুঃখ
কুবের ঠাকুরাল করে তোমার কোন সুখ।
পূর্ব্বের মায়ের তরে দিয়াছ আশ্বাস
কুবের জিনিয়া লব লঙ্কা তপের প্রকাশ।
সে সব কথা তুমি পাসরিলে কি কারণ
ইহাই শুনিয়া কুবেরের ঠাঁই দূত পাঠাইল রাবণ।
রাবণের দূত গিয়া নোয়াইল মাতা
যোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা।
রাক্ষসের রাজ্য লঙ্কা সংসারে বিদিত
হেনরাজ্য আছ তুমি নহেত উচিত।
ভাইয়ের গোচরে রথে করহ সম্মান
রাবণে লঙ্কা দিয়া চল অন্য স্থান।

মাতামহের রাজ্য তেঁই দায় ধরি
কোন সাহসে তুমি আছ লঙ্কাপুরী ।
এতেক শুনিয়া কুবের দূতের বচন
বাপের ঠাঁই গিয়া কুবের কৈল নিবেদন ।
রাবণ পাঠাইল চর আমাবিদ্যমানে
রাবণে লঙ্কা দিয়া তুমি চল অন্য স্থানে ।
বিশ্রবা বলে শুন ধনের অধিকারী
বিষম রাক্ষস সত্তে আমি কি বলিতে পারি ।
ব্রহ্মার বরে রাবণ না মানে বাপ ভাই
আপন দোষে মরিবে তুমি যাহ অন্য ঠাঁই ।
কৈলাশ পর্ব্বতে যাহ গঙ্গা ভাগীরথী
তোমার যোগ্য স্থান বটে বৈস গিয়া তথি ।
বাপের আজ্ঞা পাইয়া কুবের হরষিত
রাবণের দূত পাঠায় করিয়া পীরিত ।
লঙ্কায় রাজ্য করুণ তাহে নাহি কাঁটা
তাহার আমার স্থানে নাহি ভাই বাঁটা ।

ত্রিশ কোটি যক্ষ কুবেরের ধন বহে
রাবণের লঙ্কা দিয়া কৈলাশেতে রহে।
লঙ্কা পাইয়া রাবণ পরমপীরিতি
রাবণ আসিয়া তথা কৈল অবস্থিতি।
লঙ্কায় রাক্ষস মেলি রাবণে কৈল রাজা
দেব দানব গন্ধর্ব্ব সভাই করে পূজা।
রাবণ কুম্ভকর্ণ রাক্ষস বিভীষণ
যেনমতে বিবাহ করিল তিন জন।
মৃগ মারিতে গেল রাবণ গহন কাননে
ময়দানবের সনে দেখা হইল বনে।
আপন কথা কহে দানব রাজা শুনে
আমার কন্যা গিয়াছেন দেবতাআরধনে।
পরমসুন্দরী কন্যা থুইব কোন স্থানে
আচম্বিতে উপনিত হইল দশাননে।
রাজশ্রী আছে তোমার শুন মহাশয়
কোন কুলে জন্ম তোমার দেহ পরিচয়।
রাবণ বলে আমি বিশ্বশ্রবার নন্দন
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন।

দানব বলে আমি বিশ্রবায় ভাল জানি
আমার কন্যা তুমি বিবাহ করহ আপনি।
কন্যাদান করে দানব পরমকৌতুকী
শক্তি নামে শেলগাছ দিলেন জৌতুকে।
কন্যাদান করিয়া দানব হরষিত মনে
বিরোচন রাজার কন্যা উজ্জ্বলা যৌবনে।
কুম্ভকর্ণ বিবাহ করিল যেন চন্দ্রকলা
রূপের তুলনা নাহি সংসার উজ্জলা।
কন্যাদান দিল রাজা তিন যোজন
কুম্ভকর্ণ বীর উচ্চ সাত যোজন।
যেমত বীর তেমত কন্যা শোভে দুই জনে
কুম্ভকর্ণের বিবাহ হইল সেই তপোবনে।
সরংশরবা নামে গন্ধর্বকুমারী
বিভীষণ বিবাহ করিল পরমসুন্দরী।
মৃগয়া করিতে বিবাহ করিল তপোবনে
বিবাহ করি তিন জন আইল ভবনে।
মন্দোদরির পুত্র হইল নামে মেঘনাদ
দেখিয়া দেবতাগণের হইল বিসাদ।

মেঘের গর্জ্জনে গার্জ্জে লঙ্কার ভিতর
দেব দানব ত্রিভুবন কাঁপে যার ডরে।
রাত্রি দিন কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন
ত্রিশ যোজন ঘর বান্ধিয়া দিলত রাবণ।
দশ যোজন পুরীখান আড়ে পরিসর
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর।
ত্রিশ কোটি রাক্ষস দিল দ্বারখান রাখে
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার সুখে।
এইমত সুখে আছে রাক্ষসগণ
চৌদ্দ যুগ লঙ্কায় রাজ্য করেত রাবণ।
অগস্তের কথাশুনি রঘুনাথের হাস
কহ২ করিয়া রাম করিল প্রকাশ।
কোথায়২ দিগ্বিজয় করিল রাবণ
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন।
অগস্ত্য বলে রঘুনাথ কর অবধান
রাবণের দিগ্বিজয় কহি তব স্থান।
চৌত্রিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি
তিরাশি কোটি রাবনের ঘোড়াআর হাতী।

খাদ্যভাণ্ডে হয় তার তিন অক্ষৌহিনী
সত্তরি কোটি সেনা দেখিয়া কাঁপয়ে মেদিনী।
ব্রহ্মার বরে হইয়াছে বড়ই প্রতাপ
রাবণের অহঙ্কারে ভুবনের কাঁপ।
রথেতে চড়িয়া রাবণ বেড়ায় স্থানে২
স্বর্গবাসে যাহা পায় তাহা লুটি আনে।
দেবকন্যা যত পায় স্বর্গবিদ্যাধরী
পরস্ত্রী লঙ্কায় আনি করে নানা কেলি।
কুবেরের তরে সব দেবতারা বলে
তোমার ভাই হইয়া দুরাচার কর্ম্ম করে।
কুবের বলে তারে আমি কি করিতে পারি
আমারে দূর করিয়া নিলেক লঙ্কাপুরী।
দূত পাঠাইয়া দিল থুইল প্রবোধে
আর রাবণ জিনি মোরে নাহি করে ক্রোধে।
দূত আনাইয়া কুবের পাঠাইল সত্বর
এই সব কথা কহ রাবণগোচর।
রাবণ সম্মুখে দূত নোয়াইল মাথা
যোড়হাতে কহে তবে কুবেরের কথা।

চোদ্দ বৎসর তপ করিল অনাহারে
আঁতে বাড়ে লাগিল অস্থি চর্ম্মসারে।
ব্রহ্মা আদি আসিয়া কুবেরে দিল বর
একপাল লোক আর ধনের ঈশ্বর।
দেবের বরে কুবের এমন নাহি জানে
কোন তপ করিয়া তুমি হিংস দেবগণে।
তোমারে বুঝাইতে কুবের পাঠাইল মোরে
দেবের হিংসা আর না লঙ্ঘিবে দেবেরে।
এত শুনি রাবণ দূতের মুখের কথা
কুপিল রাবণ বলে কাটিব তোর মাতা।
দেবের বড়াই কুবের শুনায় আমারে
দূত কাটিয়া সাজ কুবের মারিবারে।
দিগ্বিজয় করিতে রাবণ সাজে তৎক্ষণে
আগে কুবের মারিয়া মারিব দেবগণে।
ছত্রিশ কোটি রাবণের সেনাপতি
সাজিয়া চলিল সভে রাবণসংহতি।
রাবণের রথ লইয়া যোগায় সারথি
নানা বর্ণে মণি মানিক নির্ম্মাইল তথি।

সুমেরু পর্ব্বত হইতে পাতগোটা আনে
রথের চারি কোনে দিন চারিটা খোপনে।
কনকরচিত রথ সুতার সঞ্চার
চারি ভিতে সোনার বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর।
সোনার মনুষ্যের মুণ্ড চিহ্ন রথধ্বজে
চারিভিতে সোনার ঝারা রত্নঘণ্টা বাজে।
কনকরচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।
পর্ব্বতীয়া ঘোড়ার নাকে সোনার বিশুকি
সের অক্ষৌহিনী পাইক যুঝার ধানুকী।
তিন কোটি হাতি চলে অবুর্ত তাজি ঘোড়া
সাত অক্ষৌহিনী চলে জাঠি ঝকড়া।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী
রাবণের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিনী।
এক শত দগড় ঢামসা তিন শত কাহল
এক কোটি ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ রসাল।
ভেউড় ঝাঝরি বাজে লক্ষ দুই কাড়া
কংশ করতাল বাজে ছয় কোটি পড়া।

তিন লক্ষ বাদ্য বাজে দগড় দামামা
দণ্ড মহরি বাজে এক শত বীনা।
সারি২ ডম্ফ বাজে মৃদঙ্গ কোটি২
দুই সহস্র দগড়েতে ঘন পড়ে কাটি।
তিন লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরশান
পাঁচ শত ঘন বাজে শঙ্খ সিন্ধুযান।
চারি শত দড়মসা বাজে দোষরি মোহরি
ভর লক্ষ সানাই বাজে ঝাঝরি ২।
ঢেমচা খমচা বাজে চারি হাজার
এক কোটি বাজে ভেরি খাড় ডঙ্কমাল।
শরমণ্ডলা বাজে মাঝে২ কাঁশি
জডার দ্বিগুণ বাজে মধু স্বরে বাঁশি।
বরগা নিশান বাজে শুনিতে অতিনাদ
পাঁচ শত ডম্বুর বাজে আর কপিনাস।
বাদ্যের কলোরব শব্দ গেটিন আকাশে
স্বর্গ ছাড়ি দেবগণ পলান ত্রাসে।
ঢাক ঢোলশব্দেতে কাঁপিছে মেদিনী
সুন্দর২ নাদে বাজিছে সদাই কিঙ্কিনী।

তবল নিশান বাদ্য হইল গণ্ডগোল
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে উঠিল কলরোল।
রাবনের সাজনে কাঁপিছে দেবগন
ত্রিভুবন শাসিতে চলিল দশানন।
চক্ষুর নিমেষে রাবন লঙ্কা হইল পার
কৈলাশ পর্ব্বত যথা কুবের মহাবল।
কুবেরের ঠাঁই লোক কহেত সত্বর
তোমার এখানে সাজিয়া আইল লঙ্কেশ্বর।
তোমার দত কাটিল না রাখিল প্রবোধে
তোমারে সাজিয়া আইসে অতি বড় ক্রোধে।
সত্তুরি কোটি ঠাট কুবের পাঠাইল রোষে
মহাযুদ্ধ হৈল যক্ষ আর রাক্ষসে।
রাবন রাজা করে তখন বান বরিষন
পলাইল যক্ষ সকল সহিতে নারে রন।
শেলবিন্দু নামে রাবনের সেনাপতি
যুঝিবারে আজ্ঞা দিল তাসভার প্রতি।

বিষ্ণুচক্র যেন তার চক্র এক বীর
চক্র অস্ত্র যক্ষেরে করে মহামার।
রাবন রাজা অস্ত্র ফেলায় চারিভিতে
পলাইল যক্ষ সব না পারে সহিতে।
রাবনের শব্দ শুনিয়া পলায় ওভরডে
আকাশের ভিতর রহিল দ্বার আড়ে।
কুপিল রাবন রাজা রনে মহাবলী
দ্বার ঠেলিয়া ফেলায় করিয়া কোলাকোলি।
পাতরের দ্বারখান ওপাড়িল এক টানে
দুই হাতে তুলিয়া রাবনের মাতায় হানে।
রক্তে রাঙ্গা হইয়া পড়ে রাজাত রাবন
ভাগ্যে প্রান রহিল ব্রহ্মার বরের কারন।
সেই পাতরখান রাবন দ্বারির মাতায় মারে
পাতরের চাপানে দ্বারপাল মরে।
দ্বারী যদি মরিল এথা কুবের চিন্তিত
মুনিভদ্র সেনাপতি ডাকিল আচম্বিত।
মুনিভদ্র নাম তার প্রবীন সেনাপতি
আজিকার যুদ্ধে তুমি রলাহ আরতি।

বীরের ভিতরে বীর তুমি বলে মহাবলী
সংগ্রাম জিনিতে পার আমি জানি ভালি।
তোমার সম্মুকে বীর হইয়া যুঝিবে কোন জন
সংগ্রাম জিনিয়া আজি জিনত রাবন।
যতেক আছিল কুবেরের সেনাপতি
অটাইশ লক্ষ সেনাপতি চলিল সংহতি।
মুনিভদ্র আসিয়া করে বান বরিষন
বিদ্যুতসমান বীর কাঁপে ত্রিভুবন।
রাবনেরে দেখিয়া তিলেক নাই চিন্তে
রাবন মারিতে যক্ষ গদা লইল হাতে।
গদাবাড়ি মুনিভদ্র মারিল নির্ঘ্রাস
দশ মুণ্ড গেল রাবন পাইল তরাস।
ধনুকে যুড়িল বান রাজাত রাবন
কালান্তক যমযেন কম্পিল ভুবন।
কুড়ি হাতে চাপিয়া ধরি বধিল জীবন
কুবেরের পাইক ভগ্ন করে নিবেদন।
মুনিভদ্র পড়িল রনে কুবের চিন্তিত
আপনি আইল কুবের পাত্র মিত্রসহিত।

ডাক দিয়া বলে শুন ভাইরে রাবণ
তোমার উচিত নহে হেনকর্ম্ম কর কিকারণ।
দূত পাঠাইলাম না থাকিলে প্রবোধে
কটক আমার মারিলে কোন অপরাধে।
অনেক তপ করিলে ভাই অমি ধর্ম্মসার
অমর হইতে নারিলে ভাই কোন অহঙ্কার।
অমর হইলাম আমি তপের প্রসাদে
অমর হইতে নারিলে ভাই বড়াই কর কিসে।
যথা তথা যুদ্ধ কর অবশ্য মরণ
মরণকালে স্মরণ কর আমার বচন।
ধার্ম্মিক লোক যে বাড়ে ধর্ম্মের তরে
ধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ হইলে সবংশেতে মরে।
অমর হইয়া তমি রাখিতে নারিবে প্রাণ
সবে দেখি রামের ঠাঁই তোমার মরণ।
তোমাসম্ভাষিয়া ভাই কোন প্রয়োজন
যাহা ভাল বাস তাহা করহ রাবণ।
এতেক বলিল যদি কুবের যক্ষরাজ
রাবণের সেনাপতি সভে পাইল লাজ।

কুবুদ্ধি পাইল রাবন দৈবে পাষণ্ডি
কুবেরের মুণ্ডে মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
রক্তে রাঙ্গা হইল কুবের পড়ে ভুমিতলে
ঝড়ে গাছ পড়ে যেন ডালে আর মুলে.
কুবেরেরে লইয়া সভে গেল অনুচরে
কুবের ধরিয়া লইল বাড়ির ভিতরে।
পুষ্পক রথ বন্দি করিল ভাণ্ডার সব লুটি
অন্তঃপুরে চলি গেল দেখিল পরিপাটি।
স্ত্রীগন দেখিল যদি আইল অন্তঃপুরী
উর্দ্ধমুখে পলায় সভে দিয়া রড়ারড়ি।
নারী সব পলাইল সংহতি অনুচর
লুটিয়া পুড়িয়া সব করে ছারখার।
কুবের জিনিয়া গেল মহাদেবের পুরী
মহাদেব সম্ভাষিতে গেল ত্বরাত্বরি।
কার্ত্তিকের জন্মস্থান সোনার শরবন
রথ ঠেকিয়া তাহে রহেত রাবন।

বনেতে ঠেকিয়া রথ নহে আগুসার
পাত্র মিত্র লইয়া রাবন যুক্তি করিল সার।
মারীচ রাক্ষস কহে গিয়া রাবনের কানে
কুবেরের রথখান রাক্ষস নাহি মানে।
রথ চালায় রথে চড়িয়া রথ নাহি নড়ে
মহাদেবের রথ আইল তখন রথ নড়ে।
না চালাইস রথ এই কৈলাশ শেখর
গৌরী লইয়া কেলি করিছে মহেশ্বর।
এথা দেব দানব গন্ধর্ব্ব নাহি আইসে
হেন পর্ব্বতে আইস কেমত সাহসে।
কুপিল রাবন রাজা দূতের বচনে
রথে হইতে নামিয়া আইল মহাদের স্থানে।
নন্দি নামে দ্বারী ছিল রাবন রাজা দেখে
হাতে জাঠা করিয়া নন্দি দ্বারখান রাখে।
বানরের মুখ দেখিয়া নন্দি নামে দ্বারী
বানরমুখ দেখিয়া রাবন দেয় টিটকারি।
নন্দি বলে মহাদেবের আমি দ্বারী বলি
আমার সনে রাবন তোর নহে ঠাকুরালি।

আমার মুখ দেখিয়া হর পঞ্চানন
এই বানর তোমার করিবে স নাশ।
নন্দি বলে তোরে মারিয়া কোন প্রয়োজন
আপন দোষে সবংশে মরিবি দশানন।
নন্দি শাপ দিল রাবন তাহা নাহি শুনে
কুড়ি হাতে সাপটিয়া কৈলাশখান টানে।
কৈলাশ ধরিয়া রাবন দিল নাড়া
আর সত্তরি যোজন নড়ে কৈলাশের গোড়া
পর্ব্বত টলমল করে দেবতা কাঁপে ডরে
পর্ব্বত সকল গেল মহাদেবের আড়ে।
পর্ব্বত বলে মহাদেব কর পরিত্রান
কোন মহাবীর আসি পর্ব্বতে দিল টান।
রাবনের বল দেখিয়া মহাদেবের হাস
বামপায়ের নখে চাপেন পর্ব্বত কৈলাশ।
হাতব্যথা করিতে রাবন চীৎকার ছাড়ে
রাবনের ডাকে স্বর্গ মর্ত্ত টলমল করে।
পুষ্পক রথ যুক্ত হইল মহদেবের বরে
সেই রথে চড়িয়া রাবন দিগ্বিজয় করে।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের তন্ম শুভক্ষণ
উত্তর কাণ্ডে গাইল গীত রামায়ণ।

অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহ২ করিয়া রাম করেন প্রকাশ।
কৈলাশ এড়িয়া কোথা গেলত রাবণ
কহ দেখি শুনি মুনি পুরান কথন।
অগস্ত্য বলে রাবনের কথা কহি শুন
পাত্র মিত্রসহিত রাম হইয়া সাবধান।
আপনি দেবী হইয়াছেন অধিষ্ঠাতা
সূর্য্যের তেজ কন্যা যেন দেবমাতা।
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী জিনি সাক্ষাৎ দেবতা
বিধাতানির্ম্মাণ কন্যা মন্দহাস্য কথা।
অতিথিব্যবহারে কন্যা দিল আসন পানি
কামে পীড়িত হইয়া জিজ্ঞাসে কাহিনী।
রূপ যৌবন ধর না কর ভোগ বিলাস
কোন কার্য্যে কঠোর তপ করহ উপবাস।

কাহার পত্নী তুমি কাহার কিয়ারী
কোন কাযে কঠোর তপ করলো সুন্দরী।
কন্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর
যাহালাগিয়া তপ করি শুন লঙ্কেশ্বর।
কুশধ্বজ পিতা আমার পিতামহ বৃহস্পতি
কুশধ্বজের কন্যা আমি নাম বেদবতী।
বেদ পড়িতে আমার বাপের মুখে উৎপত্তি
অযোনি সম্ভবা নাম থুইল বেদবতী।
আমাকে হইল বাপের অনেক পীরিতি
উত্তম স্থানে দিব বলি মনে কৈল যুক্তি।
বিষ্ণু বর করিয়া বাপ আমা দিতে চাহে
আমারে বিবাহ করিতে দেব দানব পথ বহে।
বিবাহ না দিলেক বাপ করিয়াছে সার
শম্ভু নামে দৈত্যের ঠাঁই বাপ গেল মার।
মাতা অনুমৃতা হইল বাপ মাতা নাহি
আজন্ম তপস্যা করি কপ গুন নাহি চাহি।
বাপের ঠাঁই শুনিয়াছি সিদ্ধ অভিলাষ
তপ করিয়া আমি যাব বিষ্ণুর পাশ।

কন্যার কথা শুনিয়া রাবন রাজা হাসে
রথে হইতে নামিয়া গেলেন কন্যার পাশে।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ সর্ব্ব গুন ধরে
বুড়া বর ইচ্ছা কেন করহ নিগুনে।
রাবন বলে কোথা বিষ্ণু কোথা নারায়ন
নাগালি পাইলে তার বধিব জীবন।
কন্যা বলে হেনবাক্য মুখে নাহি আনি
চৌদ্দ ভুবনে জয়ী কৃষ্ণ কার প্রানে জিনি।
কন্যার কথা শুনিয়া রাবন ধরে তার চুলে
চুলে ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাবন মহাবলে।
শৃঙ্গার করিয়া চুল ছাড়িল রাবন
কন্যা বলে জাতি নাশ করিলি কিকারন।
অগ্নি প্রবেশ করিব আমি তোর দরশনে
ব্রহ্মা পরশিয়া আমি ত্যজিব জীবনে।
ব্রহ্মার বর পাইয়াছ বলে কেহ জিনিতে নারি
অল্প প্রাণী স্ত্রী আমি কি করিতে পারি।
তপের মনে ভস্ম করিলে তপ হয় নাশ
রাবন মনে ভাবে এখন আপন বিনাশ।

অগ্নিকুণ্ড মাজে কন্যা জ্বলন্ত অগ্নিরাশি
অগ্নি প্রবেশ করিতে যায় কন্যাত কপসী।
অগ্নিরে সাক্ষাৎ করি কৈল বহু সেবা
ওত্তম কুলে জন্ম করাহ অযোনি সম্ভবা।
বিষ্ণু স্বামী হয়েন যেন জন্ম জন্মান্তরে
মোর লাগিয়া রাবন যেন সবংশেতে মরে।
রাবনলাগিয়া মরি আমি সর্ব্ব লোক দুঃখী
মোর লাগি রাবন মরিবে সর্ব্বলোক স্বাক্ষী।
অগ্নি প্রবেশ করে কন্যা রাবনবধের তরে
পুষ্প বৃষ্টি আকাশেতে দেবগন করে।
জনক রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা
বিষ্ণু অবতারে রাম তোমার পত্নী পতিব্রতা।
পতিব্রতার শাপ কভু নহে অন্যমত
সীতালাগি মরিল রাবন সংসারে বিদিত।
ত্রেতা যুগে রঘুনাথ তুমি তার পতি
অবিচারে কর্ম্ম করিলে সর্ব্ব লোকে খ্যাতি।
অহঙ্কারে রাবন রাজা সবংশেতে মজে
অধর্ম্মী হইলে সুখ নাহি কোন রাজ্যে।

অগাস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
বেদবতী হরিয়া রাবণ কোথা কারে গেল
কহ শুনি মুনিবর পুরান সকল।
অগস্ত্য বলেন রাবণ রাজা কারে নাহি মানে
শাপ গালি যত দেয় কিছুই না শুনে।
যত২ রাজা আছে পৃথিবীমণ্ডলে
সকল রাজা জিনিয়া বেড়ায় জয়২ বলে॥
মরুত রাজা যজ্ঞ করে বনে মহাবনী
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বনি।
যজ্ঞের ভাগ লইতে আইল দেবগণ
রথে চড়ি সেইখানে গেলত রাবণ।
ত্রাস পাইল দেবগণ রাবণেরে দেখি
সর্পযেন মাতা নোয়ায় দেখি গরুড় পাক্ষী।
রাবণ দেখিয়া ত্রাসে কাঁপে দেবগণ
পশুরূপ হইয়া সভে হইল অদর্শন।
ইন্দ্র ময়ুর কুবের হইল কাঁকলাশ
যম কাকরূপ হইল বরুণ হইল হাঁস।

যজ্ঞ করে মরুত রাজা বেড়িয়াছে লোকে
সংগ্রাম দেহ বলিয়া রাবন রাজা ডাকে।
মরুত রাজা বলে আমি তোমারে না চিনি
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি।
রাবন রাজা বলে আমি ভুবনে বিদিত
রাবন রাজা নাম মোর সংসারে পূজিত।
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ভাই ধনের অধিকারী
পুষ্পক রথ নিলাম আমি কনকলঙ্কাপুরী।
আপন বড়াই করে রাবন সভার ভিতরে
রাবনের বড়াই দেখি মরুত কোপে জ্বলে।
জ্যেষ্ঠ ভাইকে মারি কাটি কহিস আপনি
হেনকথা শুনে লোক অপূর্ব কাহিনী।
ধার্মিকের অপমান অধার্মিক বলে
ধার্মিক লোক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে।
ব্রহ্মার বর পাইয়া তোর কারে নাহি ডর
মানুষ হইয়া তোরে পাঠাইব যমঘর।

ধনুক হাতে করিয়া যায় যুঝিবার মনে
হাত পসারিয়া রাখে সমস্ত ব্রাহ্মনে।
মহেশের যজ্ঞে রাজা রাবনে কোপ নাহি করি
মার কাট করিলে এখন সবং শেতে মরি।
যজ্ঞ পূর্ন নহিলে রাজা অতি বড় দোষ
পরাজয় মান রাজা হওক সন্তোষ।
পুরোহিতের বোলে রাজা কোপ করে দূর
পাপিষ্ঠ রাবন রাজা বড়ই নিষ্ঠুর।
পরাজয় মানিল মরুত বসিল যজ্ঞস্থানে
যজ্ঞের ব্রাহ্মন সব ডাক দিয়া আনে।
দশ বিশ ব্রাহ্মন রাবন সাপটিয়া ধরে
অনেক ব্রাহ্মন সব ধরিয়া২ ফেলে।
সংগ্রাম জয় করিয়া রাবন চলিল
পক্ষী হইতে বাহির দেবগন হইল।
পক্ষী হইতে দেবতা পাইল পরিত্রান
পক্ষীগনকে দেবগন করেন কল্যান।
ইন্দ্র বলেন ময়ূর তোমারে দিলাম বর
সহস্র চক্ষু হওক তোমার পেজের ওপর।

পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল নীল আকার
ইন্দ্রের বরে সহস্র লোচন হইল তার।
আকাশের মেঘ যখন করিবে গর্জ্জন
প্রেমে বিরিয়া তুমি করিবে নাচন।
কাঁকলাশেরে বর তখন দিলেন ধনেশ্বর
সোনার বর্ণ হওক তোমার কলেবর।
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ গেতে
সোনাহেন গা হইল মুকুট বিরে মুণ্ডে।
বরুণ বলে হংস তোমারে দিলাম বর
চন্দ্রহেন হওক তোমার কলেবর।
লোকপালময় আমি জলের পতি
জলে চরিতে তোমার হইবে প্রীতি।
যম বলে কাক আমি তোমারে দিলাম বর
আমার বরে নাহি তোমার মরণের ডর।
রোগ পীড়া তোমার কিছু করিতে নারে
তবেসে তোমার মৃত্যু মানুষেতে মারে।
যাহার বন্ধু বান্ধবে তোমার যোগাবে আহার
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার।

যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া যে যোগাবে পক্ষেরে আহার
ইহা বলি দেবতা সব গেল স্বর্গদ্বার।
মরুত রাজা যজ্ঞ করিল সংসারে বিদিত
উত্তর কাণ্ড রচিল কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত।

মরুতের যজ্ঞকথা শুনিতে চমৎকার
যত সোনার চিত্র পর্ব্বত আকার।
সোনার পাত্রে ভুক্তি নিত্য করেন বর্জ্জন
সেই সোনা ভরিয়াছে তিন লক্ষ যোজন।
কুবেরের ধন জিনি মরুতের ধন
মরুতসমান নাহি এ তিন ভুবন।
মরুত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে
এমন মহারাজা ছিল চন্দ্রের বংশে।
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাস
কহ২ বলি রাম করেন প্রকাশ।
মরুত জিনিয়া আর কোথা গেল রাবণ
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন।

মুনি বলেন বীরের কথা যথা রাবন শুনে
পৃথিবির যত রাজা তাহারে রাবণ জিনে।
সংগ্রাম চাহিয়া বেড়ায় দেহ মোরে রণ
পরাজয় যে মানে তারে না মারে রাবণ।
পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার
রাবনের ঠাঁই তার নাহিক নিস্তার।
পুরন্দর আপন মুখে মাগে পরাজয়
পরাজয় মানিলে তবে যুদ্ধ নাহি হয়।
রাবন রাজা জিনিলেক পৃথিবীমণ্ডলে
অযোধ্যা জিনিতে যায় অহং বলে।
অনারণ্য নামে ছিল অযোধ্যার রাজা
বার্ত্তা পাঠাইয়া তারে সাজে রাবণ রাজা।
তোমার পূর্ব্বপুরুষ অনারণ্য নাম
অযোধ্যায় রাবন রাজা চাহেত সংগ্রাম।
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাহি
তোমার রাজা পলাইয়া গেল সেই কহি।

শুনি কুপিল অনারণ্য করে অহঙ্কার
কটকেতে মিশামিশি হইল মহামার।
বুড়া বয়েসে রাজার চক্ষে মাংস ঢাকে
চক্ষের ভ্রূ তুলিয়া বান্ধি রাজা সব দেখে।
অনেক কাল চিরজীবী রাজা পৃথিবীভিতরে
রাজার বয়েস হইল বাইশ হাজার বৎসরে।
সৈন্য সামন্ত রাজার আইল হস্তী ঘোড়া
চৌরাশি কোটি রাজার আঠি ঝকড়া।
দুই কটক সৈন্য রাজার মহাবল
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল মহারোল।
অনারণ্য রাজা করে বান বরিষণ
রাবনের সেনাপতি পলায় আগুয়ান।
সেনাপতির ভঙ্গ দেখি রাবন ফাঁফর
অনারণ্যের সঙ্গে যুঝে ক্রোধে লঙ্কেশ্বর।
রাবন রাজা করে তখন বান বরিষণ
রনে পড়িল বুড়া রাজা হইল অচেতন।
আপনা সারিয়া করে বান বরিষণ
বানে জর্জ্জর রাবন হইল খানখান।

রাবনের গায়ে বাহিয়া রক্ত পড়ে ধীরে
গঙ্গার ধারা বহে যেন পর্ব্বত শেখরে।
কেহ কারে জিনিতে নারে কেহ না পায় আস
দুই রাজা বান বরিষে হইল প্রকাশ।
রাবন রাজা বান এড়ে শূন্য হইল তুন
রাবন হইতে বুড়ার বান আছে দ্বিগুন।
যাবৎ আর বান লইয়া যোগায় সারথি
তাবৎ রাবন মনেং করেন যুকতি।
অনারন্যের বুকে মারিলেক চাপড়
রথে হইতে গুলিয়া রাজা করে ধড়ফড়।
মরনকালে বুড়া রাজা করে ছটফট
ধাইয়া রাবন গেল বুড়ার নিকট।
রাজভোগে বুড়া কভু নাহি জানে রন
আমার সনে যুঝিলে অবশ্য মরন।
ত্রিভুবন জিনিয়া বেড়াই আপনার তেজে
অবশ্য মরন যে আমার সনে যুঝে।
অনারন্য বলে রাবন না কর অহঙ্কার
কখন হারি কখন জিনি রনের ব্যবহার।

বড়াই করে তবু রাজা মরনের কালে
শাপ গালি দেয় যেন ততক্ষনে ফলে।
অনেক যুদ্ধ করিয়া তুষিলাম দেবগনে
অনেক রত্ন দানেতে তুষিলাম ব্রাহ্মনে।
রাজা হইয়া প্রজার করিলাম পালন
তিন লক্ষ ব্রাহ্মণ নিত্য করাইতাম ভোজন।
এ সব পুন্য সভাই জানে ভালেভালে
তোমার বধের পুরুষ যেন জন্মে মোর কুলে।
এত বলি মরিল রাজা গেল স্বর্গবাসে
মোর বংশের পুরুষে তোমায় করিবে বিনাশে।
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গভুবন
দিগ্বিজয় করিয়া এখন বেড়ায় রাবণ।
তোমার পূর্ব্বপুরুষ অযোধ্যানগর জিনে
হেন রাবণ গ্রাম পড়িল তোমার বানে।
উত্তর কাণ্ড গীত গাইল কীর্ত্তিবাস
পূর্ব্বপুরুষের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।

পূর্ব্বপুরুষের কথা শুনি রামের হইল হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
রাম বলেন তখন রাজা বলে ছিল টুটা
তেকারনে মারিয়া বেড়ায় রাবন বেটা।
বীরশূন্য পৃথিবী ছিল সেই কালে
তেকারনে রাবন রাজা মারি কাটি বুলে।
সে সব কালের রাজা যুদ্ধ অস্ত্র নাহি জানে
রাবনের পরাজয় নাহি তেকারনে।
মুনি বলে রাবন রাজা নানা মায়া ধরে
সভারে রাক্ষসের মায়া কোন জন তরে।
মায়ারন দেখা রন অনেক অন্তর
তেকারনে পরাজয় না পায় লঙ্কেশ্বর।
মানুষ হইয়া যাহার বিষ্ণু অধিষ্ঠান
তাহার ঠাঁই রাবন রাজা পায় অপমান।
কার্ত্তিক বীর্য্যে অর্জ্জুন রাজা হইল চন্দ্রবংশে
সহস্র হাত ধরে রাজা জন্ম বিষ্ণু অংশে।
নানা মূর্ত্তি ধরিয়া রাজা সংসার রাখে
যাহার নামে হারা ধন পাইত সম্মুখে।

মানুষ হইয়া নানা রঙ্গে যুবতী লইয়া জলে
কেলি করে অর্জ্জুন রাজা নর্ম্মদার কূলে।
মহেশ্বরী নগরে অর্জ্জুন রাজার ঘর
তথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর।
লঙ্কার রাবন আমি সংগ্রাম চাহি
তোর অর্জ্জুন রাজা পলাইয়া গেল কই।
রাক্ষসকটক চাপ দেখিতে ভয়ঙ্কর
অর্জ্জুন রাজার বলে তার কারে নাহি ডর।
লোক বলে কিবা চাহ শূন্য নগর
কেলি করে জলে রাজা নর্ম্মদার কূল।
নর্ম্মদায় যায় রাবণ অর্জ্জুন উদ্দেশে
পথে যাইতে বিন্দু পর্ব্বতে দেখিল হরিষে।
নানা ফল ফুল দেখে অতি মনোহর
নানা পক্ষী কেলি করে শোভে সরোবর।
ময়ূর নৃত্য করে তায় ভ্রমরঝঙ্কার
নানা হংস কেলি করে শুনিতে সুস্বর।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব স্বর্গবিদ্যাধরী
দেবকন্যা লইয়া দেবতা করে কেলি।

রাবণে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে
কেলি ছাড়িয়া পলায় পর্ব্বত উপরে।
ওভরতে দেবগণ পলাইল ত্রাসে
দেবতা পলায় দেখি রাবণ রাজা হাসে।
নির্ম্মল জল নদির পর্ব্বতের উপর বয়
নানা বর্ণে লোক সব কৌতুকেতে রয়।
বিন্দু পর্ব্বত এড়ি গেল নর্ম্মদার কুলে
জলে কেলি করে তথা সিংহ সার্দ্দুলে।
শুক সারণ আদি করি যত রাক্ষসগণ
রথে হইতে সেইখানে উলিল রাবণ।
দুই প্রহরের রৌদ্রে পোড়েত পৃথিবী
রাবণ দেখিয়া মন্দ তেজ হইল রবি।
দুই কুলে বালি চিকহেন দেখি
অনেক জন্তু কেলি করে অনেক পাক্ষী।
নর্ম্মদার জল সেই অতি সুশীতল
ধিরে২ বাত বহে অতি মনোহর।
সকল সৈন্যে উলিয়া রাবণ যায় জলে
গাঁর রক্ত পাখালে যত পাইল রণস্থলে।

ডুবাডুবি সাঁতারে রাবন নর্মদার জলে
স্নান করিয়া রাবন উঠিল নদির কুলে।
দেবের দেব মহাদেব ত্রিভুবনের রাজা
নানা উপহারে রাবন তার করে পূজা।
সোনার শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চনের মেখলা
রাবন পুজে তারে দেবার্চ্চার বেলা।
শত সুবর্নের পাত্র লাগে দেবার্চ্চার সজ্জে
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য চারিভিতে বাজে।
শিবলিঙ্গ স্নান করায় সেই নদির জলে
কলসি ভরিয়া চন্দন অর্ঘ্যের উপর ঢালে।
মন্ত্র জপ করে রাবন লইয়া জপমালা
মৌন না ভাঙ্গে রাজার দেবার্চ্চার বেলা।
কুড়ি হাত পসারিয়া নাচে ভঙ্গে বিভঙ্গে
দণ্ড প্রনাম করে রাবন কাঞ্চনশিবলিঙ্গে।
বার বৎসরের লইয়া সব যুবতী
অর্জ্জুনের সঙ্গে খেলে হরষিত মতি।
নদির মাঝে হাত পসারে অতি দীর্ঘল
হাতে অঙ্গুলি বান্ধি রাখে নদির জল।

কাঁকালি পানি ছিল তায় হইল পাথার
শত২ যবতী তাহে এড়িল সাঁতর।
হাত সম্বরিয়া রাজা এড়িয়া দিল পানি
আকুল হইয়া ডাকে সকল রমনী।
হাতে জাঙ্গাল বান্ধে রাজা রানী সব ভাসে
দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে।
তাহার উপর হাত দেয় কাতেকাতে
ভাটি পানি উজান বহে কুল ভাঙ্গে স্রোতে।
দেবার্চ্চা করে রাবন নর্ম্মদার কুলে
উজান স্রোতে ফল ফুল ভাসাইল জলে।
আপনি গীত গায় রাবন আপনি নাচে
বার্ত্তা নিতে রাবন রাজা শুক সারনে পাঁচে।
মৌন না ভাঙ্গে রাবন হাতে দিল তুড়ি
পানির বার্ত্তা জানিতে শুক সারন নড়ি।
বার্ত্তা নিচ্চা জানিয়া শুকসারন কয়
তোমার তরে ভেটিতে অর্জ্জুন রাজা চায়।

সুন্দর অর্জ্জুন রাজা যেন দেবমূর্ত্তি
সহস্র হস্তে কেলি করে সহস্র যুবতী।
নদীমাঝে সহস্র হস্ত পসারে দীর্ঘল
সহস্র হস্তেতে রাজা বান্ধে নদির জল।
সহস্র হাতে জাঙ্গাল বান্ধিয়া রাখে পানি
ভাটাজল ওজান বয় অপূর্ব্ব কাহিনী।
সহস্র হাতে জাঙ্গাল বাঁধিয়া রাখে নদী
তেকারণে ভাসে তোমার ফল ফুলের গাদী।
যে অর্জ্জুন রাজায় চাহিয়া দেখেং বুলি
হেন অর্জ্জুন রাজা নায় আওদড় চুলি।
অর্জ্জুনের বার্ত্তা পাইয়া চলে লঙ্কেশ্বর
দুই ক্রোশ গিয়া দেখে অর্জ্জুন স্ত্রীর ভিতর
অর্জ্জুনের পাত্রের ঠাঁই পুছেত রাবণ
তোমার রাজা কহ গিয়া মম আগমন।
স্ত্রী লইয়া তোর রাজা সুখে এখন নায়
বল গিয়া রাজারে রাবণ সংগ্রাম চায়।
এত যদি রাবণ রাজা পাত্রের তরে বলে
কাঁপিল অর্জ্জুনের পাত্র রাবণের বোলে।

স্ত্রী লইয়া আমার রাজা সুখে কেলি করে
হেন সময় কোন জন বলে যুঝিবারে।
রণের সময় না জানিস রাক্ষস নিশাচর
অর্জুনের ঠাঁই পড়িলে যাবে যমঘর।
স্ত্রী লইয়া রাজা করে হাস পরিহাস
তোর বাক্যে কেন আমি যাব রাজার পাশ।
কুড়িখান হাতে তোর এত অহঙ্কার
এক সহস্র হাতে অর্জুন করে অবতার।
বীরহেন দেখিস তুই আপনার তরে
মারিয়া কাটিয়া বেড়াইস হুঙ্কার রবে।
অর্জুন রাজা পাইলে তোরে মারিবে আছাড়
দশ মুণ্ড ভাঙ্গিয়া তোর চুর করিবে হাড়।
দেব দানব জিনিয়া বেড়াইস যেন সর্প
তেঁই সে কারণে তোর বাড়িয়াছে দর্প।
অর্জুন রাজারে তুই করিস অহঙ্কার
মানুষ হইয়া দেব অধিষ্ঠান রাজাত আমার।
রাক্ষস কুলে বটিস তুই নানা মায়াবির
হোর দেখ রাজা আমার মায়ার সাগর।

আকাশে থাকি যুঝিবেক কেহ নাহি দেখি
মেঘ হইয়া জল বরিষে ওড়িলে হয় পাক্ষি।
সোজার তরে সোজা হয় বাঁকার তরে বাঁক
তার ঠাঁই পাড়লে দেখাবে যমলোক।
অর্জুনে না জানিস রাবণ আলি মরিবারে
প্রান রক্ষা করিয়া তুই ঝাট যাহ ঘরে।
আমার সনে যুদ্ধ করিয়া পাইস অব্যাহতি
তবে গিয়া ঘাটাইস অর্জুন নৃপতি।
কুপিল রাবন রাজা দেখিতে ভয়ঙ্কর
রাক্ষস মানুষে যুদ্ধ বাজিল বিস্তর।
শুক সারন মারীচ রাক্ষস মহাবীর
রাক্ষসের মায়ারনে মানুষ নহে স্থির।
রাক্ষসের রনে মানুষকটক পড়ে
অর্জুনের ঠাঁই গিয়া ধাইয়া কহে রড়ে।
তোমার সৈন্য মারিয়া পাড়ে রাজাত রাবণ
অগ্নিহেন কোপে জ্বলে শুনিয়া অর্জুন।
যুঝিবারে অর্জুন নড়িল মহাবীর
ডরেতে রাজার স্ত্রী সব কেহ নহে স্থির।

স্ত্রীলোকের কলোরব শুনি গম্ভীর
অভয় দান দিয়া রাজা সভারে করে স্থির।
পাত্রের সনে অন্তঃপুরে পাঠাইল স্ত্রীগণ
কাঞ্চনগদা হাতে করিয়া ধাইল অর্জ্জুন।
গম্ভীর গর্জ্জনে আইসে যেন পর্ব্বত আকার
গদার বাড়িতে রাক্ষসেরে করে মহামার।
দুর্জ্জয় শরীর রাজার অতি ভয়ঙ্কর
তিন শত যোজন যুড়িয়া আছে পরিসর।
ছয় শত যোজন শরীর উভেতে দীর্ঘল
সহস্র হাতে ধরে রাজা হাজার পর্ব্বত।
অর্জুন দেখিয়া কুপিল প্রহস্ত মহাবল
অর্জুনের মাতায় মারে লোহার মুষল।
ঝনঝনা পড়ে যেন মুষল ঠিকুর
অর্জুনের গদায় ঠেকিয়া মুষল হইল চুর।
সহস্র হাতে গদা অর্জুন ধরে এক চাপে
প্রহস্তের মাতার উপর মারিলেক কোপে।

মোহ গেল প্রহস্ত বীর সংগ্রামভিতর
প্রহস্ত কাতর দেখিয়া ক্রোধে লঙ্কেশ্বর।
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাজা রাবণ
সহস্র হাতে অস্ত্র লোফে অর্জ্জুন রাজন।
দুই পর্ব্বতে ঠেকাঠেকি শুনি ঠনঠনি
ত্রিভুবন জল স্থল কাঁপেতে মেদিনী।
দুই হস্তির যুদ্ধ যেন দন্তে হানাহানি
দুই সূর্য্যের তেজ যেন উঠিল অগিনি।
দুই সিংহে রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ
দুই বীর রণ করে নাহিক অবসাদ।
দুই জনে বাণ বরিষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিছে জর্জ্জর।
কেহ কারে জিনিতে নারে সোসর দুই জন
দেবতা অসুরে যেন পূর্ব্বে হৈল রণ।
মুষলের বাড়ি রাবণ মারিল নিষ্ঠুর
অর্জুনের বুকে ঠেকিয়া মুষল হৈল চুর
সহস্র হাতে গদা ধরে অর্জুন নৃপতি
রাবনের বুকে মারে প্রানশক্তি।

মোহ গেল রাবণ রাজা গদার আঘাতে
ধনুক বাণ এড়িয়া রাবণ লাগিল কাঁপিতে।
লাফ দিয়া অর্জ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বর
গারুড় ছুঁইয়া যেন নিলেক অজাগর।
সহস্র হাতে ধরিয়া থুইল কক্ষতলি
পাতালে যেন নারায়ণ বান্ধিলেক বলি।
সর্পরাজ বাসুকী যেন বেড়িলেক সুন্দর
সহস্র হস্তেতে অর্জুন বান্ধিল লঙ্কেশ্বর।
সাধু২ আকাশে ডাকিছে দেবগণ
অর্জ্জুনের ওপরে করে পুষ্প বরিষণ।
হস্তী মারিয়া সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ
মৃগ মারিয়া ব্যাধ যেন পাসরে অবসাদ।
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে।
কত হাতে ধরিয়া আছে রাজাও রাবণে
আর কত হাতে খেদাড়ে রাক্ষসগণে।
মারীচ খর দূষণ প্রহস্ত মহাবল
অর্জ্জুনেরে স্তুতি করে রাক্ষস সকল।

রাক্ষসের কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের হাস
কক্ষতলে চাপিয়া গেল ভিতর আওয়াস ।
রাজা হইয়া অর্জ্জুন দুয়ে বাটি বয়
রাবণে বন্ধি করিলেক সর্ব্ব লোকে চায় ।
অর্জুনেরে ডাক দিয়া বলে দেবগন
অনেক কাল বন্ধি করিয়া রাখহ রাবণ ।
অর্জুনেরে দেবগন করেন বাখান
তোমার প্রসাদে দেবগন পাইল পরিত্রান ।
কৌতুকে দেবগন করে হুলাহুলি
রাবন লইয়া আওয়াসে সাঁন্ধাইল মহাবলী ।
এমত সময় বন্ধিশালে গেলত তৎপর
হাতে গলায় বান্ধে রাবন মহাবল ।
কুড়ি হাত মুড়িলেক আর দশ গলা
লোহার সিকলে বান্ধিলেক রাবণের গলা ।
বন্ধনের টানে রাবণ হইল কাতর
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুন পাতর ।
পাতর তুলিয়া দিল সত্তর যোজন
পাশ উল্টিতে নারে রাজাত রাবণ ।

রাবণ রাজা বন্দি করি থুইল কারাগারে
কেলি করিতে গেল রাজা আপন অন্তঃপুরে।
সহস্র হাতে ধরিলেক সহস্র যুবতী
স্ত্রী লইয়া কেলি করে অর্জ্জুন নৃপতি।
অর্জ্জুনের নাম করিলে পাপবিমোচন
অর্জ্জুনের নামে পাই হারাইলে ধন।
বিষ্ণু অবতার রাজা বলেমহাবলী
কীর্ত্তিবাস রচিল অর্জুন রাজার কেলি।

রাবণ রাজা বন্দি করিয়া থুইল অর্জুন
ঘরে২ বার্ত্তা কহে যত দেবগণ।
পৌলস্ত্য মহামুনি স্বর্গলোকে বৈসে
নাতির বার্ত্তা শুনি মুনি মর্ত্তালোকে আইসে।
দশ দিগ আলো করে মুনির গায়ের জ্যোতি
আওয়াসে পাইল বার্ত্তা অর্জুন নৃপতি।
পাত্র মিত্র বেষ্টিত রাজা আইল সত্বরে
পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাজা মুনি নমস্করে।

সহস্র হাতে করে রাজা পাঁচ শত পুটাঞ্জুলি
ভূমেতে পড়িয়া রাজা মুনি নমস্করি।
অমরাবতি ছাড়িয়া কেন হেথায় আগমন
মোর ঠাঁই আছে গোসাঞি কোন প্রয়োজন।
আজি হইতে বংশ মোর হইল নির্ম্মল
আজি হইতে রাজ্য মোর হইল উজ্জ্বল।
দেবগণ বন্দে গিয়া যাহার চরণ
মানুষ হইয়া দেখিলাম তোমার চরণ।
পুত্র পৌত্র আছে গোসাঞি তোমাবিদ্যমান
কোন কার্য্য করিব মুনি কর সম্বিধান।
মুনি বলেন রাজা তোমার সফল জীবন
তোমার সম কৃষ্ণপ্রিয় আছে কোন জন।
তোর যশ ঘুষিবে রাজা এ তিন ভুবনে
আমার গৌরব রাখ এতত রাবনে।
রাবন রাজা হয় আমার সম্বন্ধেতে নাতি
নাতি দান দিলে হয় আমার পীরিতি।।
বন্দি করিয়া নাতি মোর থুইয়াছ বন্দিশালে
হাত পা বান্ধিয়াছ লোহার শিকলে।

আমার গৌরব রাখ করহ সম্মান
ক্রোধ ছাড়িয়া মোরে নাতি দেহ দান।
এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন
পাত্রেরে বলিল ঝাট আনহ রাবন।
দুই পাত্র রাবনের কাছে গেল দিয়া রড়
দশ গলায় বান্ধিয়াছে লোহার নিগড়।
কুড়ি হাতে রাবনের বন্ধন যোড়ে
রাজার বোলে পাত্র রাবনের বন্ধি ছাড়ে।
পায়ের তার দুচাইল দাঁড়ুকা নিগড়
বুকের দুচাইল তার জগদল পাতর।
কুড়ি হাত মুড়িয়া বান্ধিয়া ছিল চাযে
বন্ধন মুক্ত করিয়া তুলিল রাবনে।
রাবন আনিয়া দিল মুনিবিদ্যমানে
মাতা তুলি না চাহে রাবন অপমানে।
স্নান করাইয়া পরাইল উত্তম বসন
দিব্য অলঙ্কার দিল রাজ আভরন।
সুগন্ধি চন্দন পষ্প দিলত ভূষণ
রত্নভূষিত করিয়া মুনিরে দিল দান।

মুনির বচনে তথা হইয় অগ্নি স্বাক্ষি
অর্জ্জুনে রাবনে তখন করাইল মিত্তালি।
মুনি স্বর্গ গেল রাবন গেল লঙ্কা
ব্রহ্মার বরে রাবনের কারে নাহি শঙ্কা।
অর্জুনের বাখান করিল বিস্তর
প্রত্যক্ষ হইয়া বিষ্ণু আপনি দিল বর।
আপনি বর তারে দিল নারায়ন
অর্জুন রূপে আপনি হইব তোমার নন্দন।
তোমার অর্জুন সহস্র হাত ধরে
হেন অর্জুনের ভরে কেহ জিনিতে নারে।
বলাবল নাহি তথা নাহি ডাকা চুরি
রাজ্যে কোটাল নাহি আপনি প্রহরী।
হারাইলে ধন পাই অর্জুনস্মরনে
চন্দ্রবংশে রাজা নাহি হয় তার গুনে।
বিষ্ণু অংশ ধরে রাজা বিষ্ণুর পাইয়া বরে
হেন অর্জুন রাজা পরশুরাম মারে।
জলের বিম্ব যেন শরীরের নাহি আস্থা
অর্জুন রাজা নষ্ট হয় অন্যে কিবা কথা।

কীর্ত্তি থুইয়া গেল রাজা ঘোষেত সংসার
কীর্ত্তিবাস রচিল অর্জ্জুন অবতার।

মুনির বচন শুনিয়া রামের হইল হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
এথা হইতে আর কোথা গেলত রাবণ
কহ২ শুনি গোসাঞি অপূর্ব্ব কথন।
মুনি বলে রাবণ রাজা বীর চাহিয়া বুলে
বালির বার্ত্তা পাইয়া গেল কিষ্কিন্ধ্যানগরে।
ত্রিভুবন জিনিয়া বেড়ায় নাহি অবসাদ
বালির দ্বারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর
তার ঠাঁই পুছে বার্ত্তা রাজা লঙ্কেশ্বর।
লঙ্কেশ্বর রাবণ আমি সংগ্রাম চাহি
তোরে বলি তোর রাজা পলাইয়া গেল কই।

বানর বলে দুর্জ্জয় হইলি ব্রহ্মার বরে
প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাহ নিজ ঘরে।
বালির সনে তোর যখন হয় দরশন
দশ মুণ্ড চুর করিবে বধিবে জীবন।
বলদর্প করিয়া যে যুঝিবারে আসি
হের দেখ তা সভার হাড় রাশিং।
সন্ধ্যা করিতে গিয়াছে বালি সাগর দক্ষিণ
খানিক থাক দেখিস এখন বালি রাজন।
যদিবা রাবণ থাক মরিবার তরে
বালি রাজা দেখ গিয়া দক্ষিণসাগরে।
কুপিল রাবণ রাজা তারে পাড়ে গালি
দক্ষিণসাগরে যায় যথা সন্ধ্যা করে বালি।
বালির বিক্রমের কথা শুন নিশাচর
দুর্জ্জয় শরীর বালি বিক্রমের সাগর।
প্রভাত কালের সূর্য্য যখন উদয়
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে বালি মহাশয়।
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্ব্বতশেখর
দুই হাত পাতিয়া লুফে বালি বানর।

পর্ব্বত উপাড়িয়া আকাশের উপর ফেলি
আপনার বাহুর তেজে নিত্য লুফে বালি।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী বালি চক্ষুর নিমেষে যায়
আছুক অন্যের কায পবন লাগি নাহি পায়।
অমর হইয়াছ হেন কর অহঙ্কার
বালির ঠাঁই পড়িলে যাবে যমের দ্বার।
কুপিল রাবণ রাজা দুয়ারির তরে
উত্তরিল গিয়া তখন দক্ষিণসাগরে।
সুমেরু পর্ব্বত যেন সাগরের কূলে
সূর্য্যের কিরণ যেন [illegible] জ্বলে।
[illegible] দেখিল
উ [illegible] প্রণাম।
দূরে [illegible] দেখিলে যে বালি
[illegible] সিংহ মহাবলী।
নিঃশ [illegible] পাছে ধায়ত রাবণ
সিংহ [illegible] যেন ক্ষুদ্র পশুগণ।
সিংহে [illegible] হইয়া যেন শশকের গমন
রাবণ দেখিয়া বালি হাসে মনেমন।

আমারে ধরিতে রাবণ রাজা আইসে
রাবণ দেখিয়া তখন বালি রাজা হাসে।
বালি বলে রাবণ রাজা মরিবে নিশ্চয়
মরিবার আসে আইসে প্রাণে নাই ভয়।
ব্রহ্মার বরে রাবণের হইয়াছে অহঙ্কার
আজি রাবণ রাজা তোরে করিব সংহার।
কেমনে সারিয়া যাবে বুঝিব অহঙ্কার
আমার ঠাঁই নাই আজি তোমার নিস্তার।
মরিবার আশে আইসে অবশ্য তারে মারি
রণ চাহি বেড়ায় যে সেই জন বৈরি।
আমায় জিনিতে আইস তুমি মরিবার আশে
হেন সাধ কর বেটা সারিয়া যাবে দেশে।
নির্জ্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বরে
লেজে বান্ধিয়া ডুবাইব চারি সাগরে।
লেজে বান্ধিব আজি রাজা দশানন
কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবন।
সর্প যেন দেখিয়া পলায় বনিতানন্দন
রাবণ দেখিয়া বালি অধিক করে ধ্যান।

পাচু দিয়া রাবণ রাজা ধরিল কাঁকালি
লেজে বান্ধিয়া রাবণেরে গগণে উঠিল বালি।
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়
সাপ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড়।
গোরা বানর রাক্ষস চায় চারিভিতে
মেঘ যেন ধাইয়া যায় সূর্য্য আচ্ছাদিতে।
বালির সনে পর্ব্বত বহে সকল বীর
রাক্ষস ধাইতে নারে রক্ত মাংসের শরীর।
অতি শীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে
লাগ না পায় রাক্ষস অবসাদে ভাগে।
পূর্ব্বসাগরে গেল বালি চারি শত যোজন
পূর্ব্বসাগরে সন্ধ্যা করে ইন্দ্রের নন্দন।
পূর্ব্বসাগরে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে
লেজেতে রাবণ নড়ে সর্ব্ব লোকে হাসে।
লেজের বন্ধনেতে রাবণ মূর্চ্ছিত
ঝলকে২ মুখে উঠে শোণিত।

লেজের সহিত রাবণে থুইল কক্ষতলি
উত্তরসাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি।
উত্তরসাগরে সন্ধ্যা করি উঠিল গগন
লেজের বন্ধনে রাবণে দেখে সর্ব্ব জন।
রাবণের দুর্গতি দেখি হাসে সর্ব্ব জনে
পশ্চিমসাগরে বালি গেল ত্বরিত গমনে।
লেজেতে বান্ধিয়া ডুবায় রাজা লঙ্কেশ্বরে
পানি পিয়া রাবণ হইয়াছে ফাঁফর।
আকট বিকট করে পাইয়া তরাসে
পানির ভিতরে রাবণ বালি আকাশে।
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে ধ্যান নাই নড়ে
রাবণ লইয়া রাজা কিষ্কিন্ধ্যায় নড়ে।
দেশে গিয়া বালি রাজা রাবণেরে এড়ে
হাসিয়া বলে কোথা থাকি আইলে এথারে।
লঙ্কার রাবণ আমি বীর পরিক্ষী
তোমাহেন বীর আমি কোথাও না দেখি।
বরুণ পবন আর তুমি যে বানর
চারি জন দেখিলাম আমি এক সোসর।

চারি সাগরে সন্ধ্যা কর পৃথিবীর অন্ত
তোমার আমার যেন পশুর বৃত্তান্ত।
আমাহেন বীর তুমি বান্ধিলে লেঙ্গুড়ে
চারি সাগরে সন্ধ্যা কর বায়ূর নাহি নড়ে।
বলে টুটা পাইলে আমি আসাড়িয়া মারি
আমা হইতে অধিক পাইলে মিতা করি।
আজি হইতে তুমি মোর ভাই সহোদর
মোর লঙ্কাপুরী তোমার ভোগের ভিতর।
দুই জনে মিতালি করিল অগ্নি করি সাক্ষী
দুই জনে প্রীতি হইল হইয়া বড় সুখী।
হেন দুই বীর পড়িল তোমার বাণে
বিষ্ণু অবতার তুমি দেব নারায়ণে।
মুনির কথা শুনিয়া রামের হইল হাস
উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

কহ২ বলিয়া রাম করেন প্রকাশ
আর কিছু কহত পুরাণ ইতিহাস।

বালির ঠাঁই হারিয়া আর কোথা গেল রাবণ
কহ২ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।
মুনি বলে যুদ্ধ চাহিয়া বেড়ায় রাবণ
নারদের সনে হইল পথে দরশন।
দিগ্বিজয় করি রাবণ বেড়ায় চড়িয়া রথে
মেঘ আড়ে থাকি নারদ সম্ভাষে পথে।
ব্রহ্মার বর পাইলা রাবণ অনেক তপে
দেব দানব স্থির নহে তোমার প্রতাপে।
রোগ শোকে লোক সব জরায় পীড়িত
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ আনন্দিত।
অবশ্য মরণপথ কেহ নাহি দেখি
বন্ধু বান্ধবের শোকে সর্ব্ব লোক দুঃখী।
যমের মুখে পড়িয়াছে সকল সংসার
যম এড়িয়া মানুষ যার কেমত ব্যবহার।
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয়
যম মারিয়া লোকেরে করাও নির্ভয়।
দৈত্য মারিয়া বিষ্ণু লোকে কৈল সুখী
লোকের হিতে সাপ খায় গরুড় পাক্ষী।

ব্রহ্মার বর পাইয়া তুমি জিনিলে ত্রিভুবন
তোমার রনেতে স্থির নহে দেবগন।
যম মারিয়া ঘুচাও তুমি লোকের তরাস
যম থাকিতে মনুষ্য মরে লোকে উপহাস।
যম মারিয়া লোকের করহ প্রতিকার
যম জিনিবারে রাবন করিল আগুসার।
মুনির কথা শুনিয়া বলিছে রাবন
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন।
আগে মর্ত্ত্য জিনিব পাছেত পাতাল
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্ট লোকপাল।
ছোট জিনিয়া বড় জিনি রনের পরিপাটি
বড় জিনে ছোট জিনিব পৌরুষে হবে ঘাটি।
মুনি বলে যম থাকিতে আর নাহি জিনি
তোমা হইতে ঘুচিবে লোকের মরনকাহিনী।
কৃত্তিবাস দর্শনে রাবন দশ মুখে হাসে
চতুর্দ্দিগে কেয়াফুল যেন ফোটে ভাদ্র মাসে।
ত্রিভুবন জিনিব মুই কৌতুকের তরে
তোমার আজ্ঞায় যাই যম জিনিবারে।

মুনির বচনে রাবণ চলিল দক্ষিণে
রাবণ গেল নারদ মুনি ভাবে মনেং।
হেন জন নহে যে যমের নহে বশ
যম জিনিতে যায় রাবণ বড়ই সাহস।
ধাতা বিধাতা ইন্দ্র যম সভার ইশ্বর
ত্রিভুবনের বৃত্তান্ত যাহার গোচর।
ব্রহ্মা'র বর পাইয়া দুর্জ্জয় রাবণ
যম রাবণে যুদ্ধ হবে জিনিবে কোন জন।
দুই জনের কে জিনিবে নিশ্চয় করিতে নারি
যুদ্ধ দেখিতে নারদ চলিল যমপুরী।
সুস্থ থাকিতে বিসম্বাদ ঠেকায় নারদ
নারদ যাহারে ঠেকায় সঙ্কারে আপদ।
শনির দৃষ্টি হইলে যেন পড়ে সর্ব্ব লোকে
রাবণ ঠেকাইয়া গেল যমের সম্মুখে।
রাবণ নাহি যাইতে মুনির আগমন
যেখানে করেন যম ধর্ম্মের বিচার।
নারদ দেখিয়া যম উঠিল সম্ভ্রমে
পাদ্য অর্ঘ্য নমস্কার দিল ততক্ষণে।

অমরাবতী ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন
মোর নাঁহি আছে তোমার কোন প্রয়োজন।
নারদ বলে যম তুমি আছিলে নিশ্চিন্তে
তোমায় মারিতে আইসে রাবন যুঝিবার মতে।
দণ্ড হস্তে যুঝিও তুমি দুর্জ্জয় রাবন
দেখিবারে আইলাম দুই জনের রন।
নারদের বচনে যম চাহে অনেক দূর
রাক্ষসকটকের চাপ দেখিতে প্রচুর।
পুষ্পক রথে চড়িয়া আইসে রাবন
রাক্ষসকটক সাম্ভাইল যমের ভুবন।
আগে থানা সাম্ভাইল যমের পূর্ব্বদ্বার
লোক জন দেখি তথা ধর্ম্ম অবতার।
দেব পিতৃভক্ত যে বলেছে সত্য বচন
তাহার সম্পদ দেখি বলিছে রাবন।
গোদান করিয়া যেই তুষিয়াছে ব্রাহ্মন
ঘৃত দুগ্ধে দেখে তার অপূর্ব্ব ভোজন।
দুঃখী লোক দেখিয়া যে করেছে অন্ন দান
সুবর্নের থালে সে করে অমৃত পান।

বস্ত্র হীনে বস্ত্র দিলেক তৃষ্ণায় দিয়াছে পানি
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানি।
ব্রাহ্মণের তরে যেবা ভূমি দান করি
যমপুরীতে দেখে তারে ভূমের অধিকারী।
সর্ব্ব লোক তুষিল যে বলিয়া প্রিয় বাণী
তার সুখ দেখিয়া রাবণ বিস্তর বাখানি।
অতিথি পাইয়া যেবা দিয়াছে বাসাঘর
সোনার আওয়াস তার দেখে লঙ্কেশ্বর।
সুবর্ণ দান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মণ
সোনার খাটে শয়ন তার দেখেত রাবণ।
ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে এক মনে
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে।
পাত্র পাইয়া যে করিয়াছে কন্যা দান
সভা হৈতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান।
বিষ্ণুর কীর্ত্তন যে করিয়াছে নিরন্তর
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ লঙ্কেশ্বর।
চতুর্ভুজ যম তারে করেন স্তবন
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তারে দিলেন আসন।

বৈকুণ্ঠে না যায় সে যায় স্বর্গবাস
দিব্য শরীর ধরিয়া তারে দিলেন প্রকাশ।
চতুর্ভুজ রূপে তারে সম্ভাষ করিল
নানাবিধ প্রকারেতে স্তবন করিল।
পুণ্যের তেজে লোক এত সুখ করে
আপনা ভাবিয়া রাবণ মনে পুড়িয়া মরে।
দেখিয়া লোকের সুখ হরিষ লঙ্কেশ্বর
পূর্ব্বদ্বার এড়িয়া গেল পশ্চিমদুয়ার।
অনেক তপ পুণ্য করিয়াছে যেই জন
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ রাবণ।
উত্তরদ্বার রাবণ রাজা করিল গমন
রাজা সব করিয়াছে পৃথিবী পালন।
আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেবা রাজা
পুত্রহেন পালিয়াছে যেবা লোক প্রজা।
পরহিংসা পরদার না করে যেবা জন
হাতী ঘোড়া রথ তার দেখেত রাবণ।

পূর্ব্ব পশ্চিম আর দ্বার উত্তর
তিন দ্বারে ধার্ম্মিক লোক দেখেত বিস্তর।
যমের দক্ষিণদ্বার ঘোর অন্ধকার
রাত্রি দিন নাহি তথা সব একাকার।
যতযত পাপী লোক দক্ষিণদ্বারে থাকে
এক ঠাঁই রহে লোক কেহ নাহি দেখে।
চৌরাশি সহস্র কুণ্ড দক্ষিণদুয়ারে
নরকে ডুবয়ে সব যমদূতে মারে।
যমের প্রহারে লোক হইয়াছে কাতর
কলোরব শুনিয়া তথা গেল লঙ্কেশ্বর।
দক্ষিণদ্বারে প্রবেশ করিল রাজন
প্রথম প্রহার তথা দেখেত রাবন।
যতেক পাপ করিয়াছে যত২ জন
যমদুতে প্রহার করে বড়ই দারুণ।
যে যত পরদার করেছে কৌতুকে
তিনি২ কুম্ভীপাকে ডুবেন নরকে।
তপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির ওথাল
তাহাতে ধরিয়া ফেলে গায়ের যায় ছাল।

গুরু পরিবর্ত্ত যে হরিয়াছে ব্রাহ্মণী
তাহার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী।
লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটাং
চারিভিতে ডাঙ্গস মারে তায় লোহার কাঁটা।
সর্ব্বাঙ্গ সেঁচনে তাহার পচে মাংস
অর্ব্বুদেং পোকা গলি যায় অংশ।
হাতে গলায় বান্ধে তার দিয়া চামের দড়ি
মাতার ওপরে তুলি মারে লোহার বাড়ি।
মাতা কাটিয়া গায় রক্ত পড়ে ধারে
পরিত্রাহি ডাকে কেহ দারুন প্রহারে।
লোহার বাড়িতে মাতা চিরে রক্ত পড়ে স্রোতে
বিসম প্রহার তারে করে যমদূতে।
নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সব ডুবে
বিষ্ঠা খাইয়া পাপী ফাফরিয়া মরে।
গৃধিনী শুকিনি মাংস টানে চারি ভিতে
সাঁড়াসি দিয়া চক্ষু ওপাড়ে যমের দূতে।
হস্ত পদ নাশিকা কর্ন আর চক্ষু
জিহ্বাতে লোহার বড়িষি মারে অসহ্য।

পাপ পুন্যের ভাগী সব ইন্দ্রিয়গন
বিসময় প্রহার ভুঞ্জে যমের তাড়ন।
পর স্ত্রীরে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন
তাহার বিসময় শুন যমের তাড়ন।
লোহার স্ত্রী এক আনে যমের দুতে
অগ্নিতে দিয়া তাহা তাতায় ভালমতে।
অগ্নি লোহা জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল
পাপী সব তাহাতে ধরিয়া দিচে কোল।
গার মাংস পোড়ে পরিত্রাহি ডাকে পাপী
তাহা দেখিয়া রাবন মুদিল দুই আঁখি।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুন প্রহারে
মহাজ্বালায় পোড়ে পাপী ধড়ফড় করে।
পরদার করিয়াছে রাবন নিরন্তর
বিসময় প্রহার করে যমের কিঙ্কর।
পরস্ত্রী নিরীক্ষন যে করে এক চিত্তে
দুই চক্ষু তাহার ওপাড়ে যমদুতে।
বিসময় যমের দুত করেত তাড়না
পরের স্ত্রী হরে যে তার এতেক যন্ত্রনা।

পর স্ত্রী লইয়া যেবা করেছে রমণ
ষাঠি হাজার বৎসর নরক ভোগে সেই জন।
তাহাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার
কোটি কল্প বৎসরে নরক নহেত উদ্ধার।
রন করিয়া যে লোক লইলেক পরাণ
করাতে চিরিয়া তারে করে খান২।
বিপরীত রক্তে ডালুয়া তার পোঁষে
পানি চাহিতে যমদূতে অধিক মারে রোষে।
ব্রাহ্মণ দেবতার বস্ত্র হরিয়াছে যে জন
তাহার প্রহারের কথা শুনহ কারণ।
হাত পা বান্ধে তার দিয়া চামের দড়ি
মাতার উপরে মারে তাম্বিলের বাড়ি।
বুকে শূল মারে কেহ চক্ষু টানিয়া ধরে
পরিত্রাহি ডাকে লোক দারুণ প্রহারে।
দেবতা স্থাপিয়া যে না করে পূজন
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন।

হাত পা বান্ধিয়া ফেলে দিয়া চাঁয়ের দড়ি
পাপী সভার ওপরে মারে দোঁহাতিয়া বাড়ি।
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধিয়া ফেলে অগ্নির ভিতর
বিষম প্রহার ভুঞ্জে শত সহস্র বৎসর।
পরের বিত্ত যে জন করিল ডাকা চুরি
তিন প্রমান করিয়া তারে ক্ষুরের ধারে চিরি।
পরহিংসা পর বল করেছে যে জন
তাহার প্রহারের কথা বড়ই বিষম।
সভার মধ্যে যে জন করে ঠকনাবুদ্ধী
তাহার গায়ে বড়িষি বিন্ধে মাতে মারে বাড়ি
লোকের তরে শাপ দেয় বলে মিথ্যা বাণী
তাহার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী।
তপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা টানিয়া কাড়ি
মাতার ওপর মারে ডাঙ্গসের বাড়ি।
গুরু পরিবর্ত হয়ে যে করে স্থাপ্য অপচয়
নরকে ডুবাইয়া তারে যমদূতে লয়।
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই
মুগ্ধরায় বুক চিরে ডাকে পরিত্রাহি

পরহিংসা করে বলে অসত্য বচন
বিষম প্রহার করে যমের তাড়ন।
অপাত্রে কন্যা দান দিয়া লয় কৌড়ি
তাহার মাতায় দেখে মাংসের চুপড়ি।
মাংস লহ২ বলি ঘন ডাক ছাড়ে
মাংসের কসানি তার বুক বাহিয়া পড়ে।
সভার ভিতর যে মিথ্যা দিয়াছে স্বাক্ষী
তাহার জিহ্বা ওপাড়ে দিয়া তপ্ত সাঁড়াসি।
তাহার পূর্ব্বপুরুষ ভুঞ্জে সেই পাপ
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ।
অতিথি পাইয়া যেবা না করে জিজ্ঞাসা
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা।
দান দিবার সময় যে হয় তার হন্তা
তাহার বুকে দেয় যম জগদল জাঁতা।
সীমা হরিয়াছে যে পুড়িয়াছে পরের ঘর
বিষম প্রহার করে তারে যমের কিঙ্কর।
দুই জনে ন্যায় করিয়া স্বপক্ষ হইয়া বলে
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে ধরিয়া২ চুলে।

হারামেরে জিনায় যে হইয়া দুশঙ্ক
যমদূত প্রহার তাঁরে করিছে অসঙ্খ্য।
চুরি ডাকা করে যে না করে লোকের হিত
যমদূতে প্রহার তারে করিছে বিপরীত।
লোকে পীড়া দিয়া যেবা তুষিয়াছে ঈশ্বর
কুক্কুর জন্ম পায় সে শত সহস্র বৎসর।
লোকের রক্ষা করিয়া যে রাজা করে নাশ
শৃগাল যোনি হইয়া সে খায় মৃত মাস।
রাজার ভাল না চিন্তি যে লোকের চিন্তে হিত
প্রহার বিসম তারে না হয় গুচিত।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করিয়াছে যেই জন
বিসম যাতনা ভুঞ্জে যমের কারণ।
গুরুপত্নী গমনেতে যত পাপ হয়
বিসম তাড়না করে জীবন সংশয়।
মরনে মরন নাহি যন্ত্রণামাত্র সার
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোক না দেখে নিস্তার।
ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রাণী গমন বড়ই প্রমাদ
তাহা সভার পাপেতে দুর্দ্দশা হয় বাদ।

চণ্ডাল জনম হয় শূদ্রাণী গমনে
সকল কর্ম্ম নষ্ট হয় যার দরশনে।
অধার্ম্মিক হয় সেই বড় হয় দোষ
পাপের ভাগী লয় সে করিয়া সম্ভাষ।
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য যে করে শুদ্ধমতি
সকল কর্ম্ম নষ্ট হয় দেখিলে বৃষলীপতি।
পাতকী জন দেখিয়া যে জন সম্ভাষে
ধার্ম্মিকে অধর্ম্ম হয় সেই সব দোষে।
রাজা হইয়া প্রজাপ্রতি না করে পালন
পরলোকে নরক তার না যায় খণ্ডন।
পুত্রপালনে যদি রাজা পালে প্রজা
কোটিকল্প স্বর্গবাস ভুঞ্জে সেই রাজা।
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ
শুদ্ধমতি হইয়া সে না করে পূজন।
দেবস্ব হরে যেবা করে দুরাচার
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার।
হাতে করিয়া ঘৃত দেয় নৈবেদ্য উপরে
সেই ঘৃত ওঠে তার নখের ভিতরে।

অন্নের তাপে সে ঘৃত গুলাইয়া পড়ে
অন্নের সঙ্গে ঘৃত গেল শরীরভিতরে।
শাস্ত্রে আছে নৈবেদ্য ঘৃত দিয়ে করে পূজা
সেই পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঞ্জরের রাজা।
এই সকল কথা শুনি হইল চমৎকার
কেবল ব্রাহ্মণের কভু নাহিক নিস্তার।
শূদ্র হইয়া যেই হরিয়াছে ব্রাহ্মণী
তাহার বিষম রোল বড় ডাক শুনি।
লক্ষ২ সাঁড়াসি দিয়া গায়ের টানে মাস
সহস্র সন্ধানে খুলে যার গায়ের মাস।
তাঙ্গমের মাড়ি মারে হয় খান২
কোটি কল্প নরক ভুঞ্জে নাহিক এড়ান।
কর্ম্ম করিয়া যে জন না করে শোধিনে
তার পিতৃলোকের শুন যমের তাড়না।
বিদ্যতপ্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে
তথির উপরে ফেলে বরিয়া তার মুণ্ডে।
তপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির ওথাল
তথির উপর ফেলে গায়ের যায় ছাল।

অগ্নিতে সাঁড়াসি দিয়া তাতায় ভালমতে
সাঁড়াসি দিয়া গাত্রমাংস কাটে যমদূতে।
এই রূপে নরকভোগ করিবে অনেক কাল
বুদ্ধদ্মের পাকে তার নাহিক নিস্তার।
পরহিংসা করে যে সুজনেরে নিন্দে
চামদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে।
গলায় বড়িষি দিয়া কেহ করে টানাটানি
মাথা তুলিয়া তার মাতার ওপর হানি।
ছোট কাটা দিয়া তারে বড় কাঁয়টানয়
গলার গলগণ্ড তার বড়ই সংশয়।
পুরুষের দেখিল রাবণ এতেক যন্ত্রণা
ইহা হইতে বাইশ গুণ স্ত্রীলোকের যাতনা।
ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে যমের পরিতাপ।
লোকের যাতনা দেখি রাবণ রাজা চিন্তে
বন্দি মুক্ত করে এখন মারিয়া যমদূতে।
শূলের ঘায় রাবণ রাজা করে চুরমার
যমদূত মরিয়া করে বন্দির উদ্ধার।

যতেক পাপ করে লোক ভুঞ্জিলে সে তরি
পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলায় দিয়া দড়ি।
পাপের কারনে পাপী চক্ষে নাহি দেখে
পাপের দোষে আরবার পড়েত নরকে।
রাবন বলে বন্দি সব করিনু উদ্ধার
আরবার কেন তারে করেত প্রহার।
যমদুত বলে রাবন আমারে কেন গঞ্জে
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে।
ইহলোকে রাবন তুমি যত কর পাপ
পরলোকে এমন ভুঞ্জিবে পরিতাপ।
পরলোকে তোর সনে হেতা হৈবে দেখা
তখন তোমারে রাবন করিব ব্যবস্থা।
কুপিল রাবন রাজা দুতের বচনে
সন্ধান পুরিয়া বান যমদুতে হানে।
যমের কিঙ্কর যত নানা অস্ত্র ধরে
শেল জাটি মুদ্গর ফেলে রাবন উপরে।
যমদুত দেখিয়াত সভে ভয়ঙ্কর
রাবনের সনে যুদ্ধ করেত বিস্তর।

বড়২ শালগাছ ফেলে পাত্তর।
রথের চাকা ভাঙ্গে রাবন হইল ফাঁফর।
ব্রহ্মার বরে রথখান অক্ষয় অব্যয়
যত ভাঙ্গে তত হয় নাহি অপচয়।
নানা শিক্ষা জানে রাবন ব্রহ্মার কারন
বিচক্ষন শেলে রাবনকরিছে তাড়ন।
সর্ব্বাঙ্গ ভিতিল রাবনের আপন রক্তে
রাবনের গা বাহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর
রাবনের সনে রন করেত প্রচুর।
নীল হরিতাল বান যমদূতে মারে
মূর্চ্ছিত হইয়া রাবন রথ হইতে পড়ে।
ছটফট করে রাবন বানের ঘায়
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দূতপানে চায়।
থাকং করিয়া তারে গর্জ্জেত রাবন
পাশুপত বান রাবন এড়ে ততক্ষন।

এএএ

আলো করি আইসে বাণ যেন অগ্নি অবতার
যমদূত পুড়িয়া সব হইল সংহার।
পুড়িয়া মরিল যমদূত অগ্নির তেজে
রাবনের রথের ওপর জয়ঢাক বাজে।
রথের ওপর সিংহনাদ ছাড়েত রাবণ
রথে চড়িয়া বাহির হইল রবির নন্দন।
রাঙ্গা মুখ রথখান অষ্ট ঘোড়ায় বহে
ত্বরাতরি রথখান রাবনের আগে রহে।
যে মুর্ত্তিতে যমরাজা পৃথিবী সংহারে
সে মুর্ত্তিতে যমরাজা যুঝিতে আগুসরে।
কাল দণ্ড মহা অস্ত্র যমের প্রধান
যুঝিবার বেলা আসি হইল অধিষ্ঠান।
আজ্ঞা কর রাবণ করুক আমায় পরশন
বানের মুখেতে যম শুনেত বচন।
পরশনের কায থাকুক দরশনে মরি
আজ্ঞা কর আমি গিয়া লঙ্কেশ্বরে মারি।
যম বলে মৃত্যু দেখ সংগ্রাম সরস
ঘদ হস্তে মারিয়া পাড়ি রাবণ রাক্ষস।

যম বলে তোমার রণ কথেক থাকুক
মারিয়া পাঠাব রাবণ রাজা দেখ না কৌতুক।
কাল দণ্ডের মুখে ওঠে অগ্নি খরসান
যাহার দরশনে লোক হারায় পরান।
চারিভিতে অস্ত্র ঘার সর্পের আকার
কাল দণ্ড অস্ত্রে কার নাহিক নিস্তার।
হেনকাল দণ্ড যম তুলিয়া নিল হাতে
দণ্ডের গা হইতে সর্প বাহিরায় চারিভিতে।
অজাগর কাল সর্প শঙ্খিনী চিত্রিণী
মুখে বিষ অগ্নি তার মাথায় জ্বলে মণি।
সর্পের বিকট দশন ফুটিলেমাত্র মরি
দণ্ড দেখিয়া ত্রিভুবন কাঁপে থরহরি।
দণ্ডের মুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস
সর্ব্ব লোক দেখে রাবণ রাজার বিনাশ।
ডাক দিয়া যমের তরে করেন বাখান
রাবণ মারিলে দেবগণ পায় পরিত্রাণ।
আজি যদি যম তুমি মারহ রাবণ
তোমার প্রসাদে এড়াইবে দেবগণ।

সকল দেবতা ব্রহ্মা আছে অনুরোধে
যমের হাতে দণ্ড দেখি আইল সম্মুখে।
রাবনেরে বর দিলাম নাহি তোমার মনে
রাবনেরে মারিতে চাহ তোমার পরাণে।
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারন
হেনদণ্ড হস্তে রথ নহে ত্রিভুবন।
যাহার দরশনে মরি পরশনে কিবা কথা
হেনদণ্ড রাবনে মার মনে নাহি ব্যথা।
দণ্ড ব্যর্থ নাহি যাবে না মরিবে রাবন
আমার বচন শুন তুমি না করিহ রন।
অবশ্য মরিবে রাবন দণ্ড মারিলে মুণ্ডে
আমার বরে না মরিবে ব্যর্থ যাবে দণ্ডে।
দণ্ড রাখ রাবন রাখ আমার উত্তর
রাবনেরে জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর।
যম বলে তোমার বরে সভার ঠাকুরাল
তোমার বচন লঙ্ঘিলে যাবেক পাতাল।
যমরাজা কাল দণ্ড মৃত্যু তিন জন
তিন জনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।

যমরাজা কাল দণ্ড মৃত্যুর গন্ধে
পলায় রাক্ষসকটক চুল নাহি বান্ধে।
বড়২ রাক্ষস সব রাবনসোষর
তিন জনের মূর্ত্তি দেখি রাবন ফাঁপর।
তিন জনের বিক্রম সহিবে কার প্রানে
পলায় রাক্ষস সব স্থির নহে রনে।
পাত্র মিত্র পলায় সব এড়িয়া রাবনে
একেশ্বর রাবন রাজা রহিল গিয়া রনে।
যুঝিবার কায থাকুক দেখি যমরাজে
হেনবীর নাহি যে সমুখ হৈয়া যুঝে।
নির্ভয় রাবন রাজা হইয়াছে ব্রহ্মার বরে
যমের সমুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে।
দশ দিগ রাবন রাজা ছাইলেক বানে
রাবনের বানে যম কিছুই না জানে।
অাস্তি ঝকড়া শেল এড়ে রবির নন্দন
জর্জ্জর হইল রাবন তবু করে রন।
যমের রথ ছাইলেক রাবনের বানে
দশ বানে সারথি বধিল দশাননে।

সন্ধান পুরিয়া রাবণ ধনুকে যোড়ে শর
এক সহস্র বান এড়ে যমের উপর।
মৃত্যুর উপরে করে বান বরিষণ
বান ব্যর্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ।
অতি মত্ত রাবণ রাজা ব্রহ্মার বরে
মৃত্যুর উপর বান ফেলে শঙ্কা নাহি করে।
মৃত্যুর মৃত্যু নাহি কি করিবে রাবনে
অবোধ রাবণ রাজা যুঝে তার সনে।
বান খাইয়া মৃত্যু অধিক কোপে জ্বলে
যোড়হাত করিয়া মৃত্যু যমের আগে বলে।
মৃত্যু বলে যমরাজা কর অবধান
তোমার অস্ত্রের ভিতর আমি সে প্রধান।
মধুকৈটভ আদি করিয়া যত দৈত্যগণ
বালি বলি মান্ধাতা করিয়া ছিল হনন।
ব্রহ্মার বর আছে রাবনে কোন জন মারি
সম্মুখে যুঝে রাবণ কোনমতে তরি।
তোমার বচন গোসাঞি করি আমি দড়
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড়।

রথে হইতে যমরাজা হইল অদর্শন
বিরং বলিয়া রাবণ ডাকে ঘনেঘন।
যম হইয়া পলায় রাবণ রাজা হাসে
যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে।
যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ
যম জিনিনু বলি ডাকে দশানন।
কীর্ত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে চমৎকার
সর্ব্ব লোকে রামায়ণ হইল প্রচার।

রাম বলেন অগস্ত্য মুনি জিজ্ঞাসি কারণ
বিস্ময় শুনিলাম আমি যমের তাড়ন।
পাপির প্রহার শুনিয়া আমার চমৎকার
পাপ করিলে লোকের নাহি প্রতিকার।
মুনি বলেন রাম তুমি কর অবধান
তোমার অবতার রাম পাপির পরিত্রাণ।
যে জন শুনিবেক শুদ্ধ রামায়ণ
যমের সহিতে তার নাহি দরশন।

ইহা বই পাপির নাহিক পরিত্রাণ
রামনাম শুনে পাপী হৈয়া একমন।
চারি বেদে সহস্র নামে যত ফল হয়
এক নামের ফল ব্রহ্মা না পায় নিশ্চয়।
মুনির কথা শুনিয়া রামের হৈল হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
এথা হৈতে কোথা গেলত রাবণ
কহ২ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।
মুনি বলেন রাবণ জিনিল সকল দেশ
পাতাল জিনিতে রাবণ করিল প্রবেশ।
বাসুকির বিষের জ্বালায় ত্রিভুবন পোড়ে
বাসুকি জিনিতে পাতালভুবন চলে।
বাসুকি জিনিতে চলে অদ্ভুত সাতনি
তিরাশি কোটি লক্ষ আইল কাল সাপিনী।
এক২ নাগের বিষে জীব জন্তু পোড়ে
তিরাশি কোটি নাগিনী রাবণেরে বেড়ে।
চারিভিতে বেড়ে সর্প রাবণ ফাঁফর
রাবণ এড়িয়া সেনাপতি ওঠি দিল রড়।

বিসম যুদ্দর রাবন ফেলে চারিভিতে
পলায় নাগিনী সব না পারে সহিতে।
বাসুকিরে এড়িয়া সর্প পলাইল ওডরড়ে
বাসুকিরে রাক্ষস লইয়া রাবন বেড়ে।
বাসুকি করিল বিষবান অবতার
ব্রহ্মজাল বানে রাবন করেন সংহার।
বিষজাল মহাবিষ বাসুকিত এড়ে
বিষজাল বান রাবন সহিতে নারে।
ব্রহ্মার বরে রাবন রাজা জানে সন্ধি
মহাজাল বানে রাবন বাসুকি করিল বন্দি।
বাসুকি বন্দি করিয়া বাসুকির পুরী লোটে
বিচিত্র আওয়াস ঘর নাগপুর বটে।
এড়িয়া দিল বাসুকিরে মাগিল পরাজয়
ব্রহ্মার বর পাইয়া রাজা নাহি করে ভয়।
শত মাতা সহস্র মাতা যে নাগ ধরে
যার বিষাগ্নিতে স্থাবর জঙ্গম পোড়ে।
মুখে জ্বলে অগ্নি মাতায় জ্বলে মনি
হেন সব সর্প পাতালে গিয়া জিনি।

সর্পরাজার দেশ জিনিল নামে ভোগবতী
নিপাতের রাজ্যে রাবণ গেল শীঘ্রগতি।
নিপাতের রাজ্যে আর কারে নাহি ডর
ব্রহ্মার বর পাইয়া রাবণ হইয়াছে অমর।
ডাক দিয়া বলে রাবণ নিপাতের ঠাঁই
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাই।
নিপাতক রাজা সেই যমদরশন
হাতে অস্ত্র ধাইয়া আইল করিবারে রণ।
জাঠি ঝকড়া শেল অস্ত্র খরসান
খাঁড়া ডাঙ্গস আর বিচিত্র ধনুক বাণ।
নানা অস্ত্র লইয়া দুই জনে করে রণ
দুই জনের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন।
দুই হস্তির রণ যেন দন্তে হানাহানি
দুই সূর্য্যের তেজে যেন উঠিল অগ্নি।
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ
দুই জনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ।
দুই জনে অনেক যুঝে হইল মহামার
সকল পাতালপুরী হইল অন্ধকার।

কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন সোসর
দুই জনে যুদ্ধ করে মাসেক অন্তর।
এক মাস যুদ্ধ হৈল কেহ কারে নারে
দেবগণ লইয়া ব্রহ্মা আইল সত্বরে।
ব্রহ্মা বলে নিপাতক শুনহ বচন
তোমার প্রাণে জিনিতে নারিবে রাবণ।
নিপাতক এড়িয়া ব্রহ্মা গেল রাবণের স্থানে
এই কথা কহি রাবণ শুন সাবধানে।
আমার বচন শুন লঙ্কার অধিপতি
নিপাতক জিনিতে নারিবে তোমার শক্তি।
আমার বরে দুই জন হইয়াছ দুর্জ্জয়
দুই জনে প্রীতি করিয়া থাকহ নির্ভয়।
কোন জন লঙ্ঘিতে পারে ব্রহ্মার বচন
দুই জন প্রীতি করে এড়িয়া অস্ত্রগণ।
নানা ভোগে রাবণেরে করিল সম্মান
এক বৎসর রাবণ ছিল সেই স্থান।
লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জে পাইয়া আদর
বরুণেরে জিনিতে চলিল লঙ্কেশ্বর।

রত্ননির্ম্মিত পুরী দিগ আলো করে
সুরভী দেখিল রাবণ বরুণনগরে।
বরুণের নগরে দেখে সুরভী পালন
ক্ষীরের ধারা বহে অতি দীপ্তিমান।
যাহার ক্ষীরে ভরিয়াছে ক্ষীরোদ সাগর
হেনধেনু প্রদক্ষিণ করিল লঙ্কেশ্বর।
বরুণের আওয়াসে দেখে শুদ্ধ ধবল
দেখিতে সুরভী অতি বড়ই সুন্দর।
সুরভী দেখিয়া রাবণ হরিষ অন্তর
যাহা চাই তাহা পাই যেন কল্পতরুবর।
সুরভী দেখিয়া রাবণ হরষিত মন
প্রদক্ষিণ হৈয়া বন্দে সুরভির চরণ।
বরুণ জিনিয়া সে আসিব শীঘ্রগতি
যাইবার কালে তোমায় লইব সংহতি।
বরুণ জিনিতে রাবণ করিল পয়ান
হেনকালে সুরভী হইল অন্তর্দ্ধান।
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকেন রাবণ
কোথাকারে গেলা বরুণ আসিয়া দেহ রণ।

বরুনের পাত্র বলে বরুন নাহি ঘরে
কাহার ঠাঁই যুদ্ধ চাই শূন্য নগরে।
রাবন বলে কোথাকারে গিয়াছে বরুন
তথা গিয়া আজি আমি করিব মহারন।
বরুনের পুত্র সব দুর্জ্জয় মহাবীর
সৈন্য সামন্ত লইয়া হইল বাহির।
বরুনের পুত্র করে বান অবতার
রাবনের ঠাট কটক পলায় অপার।
ঠাট কটক ভঙ্গ দিল রাবন ফাঁফর
বরুনের পুত্রের সঙ্গে যুঝে একেশ্বর।
রাবন রাজা করে এমন বান বরিষন
তিন ভাই আকাশে উঠে সহিতে নারে রন।
দ্রোন পুষ্কর হিতম্ব মহাবীর
তিন ভাই আকাশেতে রথে হৈল স্থির।
বরুনের পুত্র রাবন আকাশেতে দেখে
রথেতে চড়িয়া রাবন যায় অন্তরীক্ষে।

রুক্ষনের পুত্র করে বান বরিষন
বানে ফুটিয়া রাবন হইল অচেতন।
বানে ফুটিয়া রাবন হইল কাতর
রাবন কাতর দেখিয়া কুপিল মহোদর।
মহোদরের বান যেন মদমত্ত হাতী
বানে বিন্ধিয়া পাড়ে তার রথের সারথি।
পড়িল সারথি তার বান খাইয়া বুকে
তিন ভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া করে বান বরিষন
বানে ফুটিয়া মহোদর হইল অচেতন।
অচেতন মহোদর দেখিয়া লঙ্কেশ্বর
সন্ধান পুরিয়া বান এড়িছে বিস্তর।
অন্তরীক্ষে রহিতে নারে তিন সহোদর।
ভূমেতে পড়িয়া দোঁহে ধুলায় ধূষর
দুই ভাইরে ধরিল গিয়া যত অনুচর
ধরিয়া আনিল তারে পুরির ভিতর।
রন জিনিয়ে রাবনের হরিষ অন্তর
বর্দ্ধনী চাহিয়া বুলে রাজা লঙ্কেশ্বর।

বরুণের পুত্র জিনিল বরুণেরে চাহে
প্রভাষ নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে।
ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর
গীত শুনিতে গিয়াছেন বরুণ জলেশ্বর।
এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আওয়াস
খাটের উপর পাইল বরুণের নাগপাশ।
নাগপাশ পাইয়া রাবণ সিংহনাদ ছাড়ে
বিদায় করিয়া রাবণ তথা হৈতে নড়ে।
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
এথা হৈতে আর কোথা গেলেন রাবণ
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন।
মুনি বলেন বলি রাজা পাতালপুরে বৈসে
বার্ত্তা পাইয়া রাবণ জিনিবারে আইসে।
পাতালে আওয়াস ঘর দেখে আচম্বিত
দেখিয়া রাবণ রাজা হৈল চমকিত।
সোনার প্রাচীর ঘর পর্ব্বতপ্রমাণ
বিষ্ণু করিল পুরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।

প্রহস্ত মায়া পাঠাইল বার্ত্তা জানিবারে
রাজার আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত গেল দ্বারে।
বলির দুয়ারে প্রভু আপনি নারায়ণ
শরীরের জ্যোতি কোটি সূর্য্যের কিরণ।
দ্বারে বসি আছেন প্রভু রত্নসিংহাসনে
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে ঘনেং।
বিস্মিত হইয়া প্রহস্ত আইল সত্বর
এক পুরুষ দেখিলাম শুন লঙ্কেশ্বর।
মহাপুরুষ তেজ হেরে অপূর্ব্ব দরশন
তাহার সমুখে তোমার হবে কোন জন।
শুনিয়া চলিল রাবণ পুরুষের পাশে
দ্বারে বসিয়াছে পুরুষ রাবণ দেখি হাসে।
সত্বরি যোজন পুরুষ আছে পরিসর
তিন শত যোজন পুরুষ ওভেতে দীর্ঘল।
ত্রিভুবন জিনিয়া দেখে বীর দুর্জ্জয়
একেক লোমাবলি এক সূর্য্যের ওদয়।
তিন পায় যুড়িয়াছে তিন সংসার
দেখিয়াত রাবণের লাগে চমৎকার।

সুন্দর পুরুষবর বিষ্ণুর বীরে অংশে
ত্রিভুবন মোহিত হয় পুরুষের বেশে।
রাবন বলে পুরুষ পলাইবে কোথাই
লঙ্কার রাবন আমি সংগ্রাম চাই।
রাবনের কথা শুনিয়া পুরুষের হাস
বলির সনে যুঝ গিয়া ভিতর আওয়াস।
বীরের ভিতর বীর আমি মুনির ভিতর মুনি
ত্রিভুবন সব আমি দিবস রজনী।
তোমার সনে যুদ্ধ আমার শুনিতে উপহাস
আমার সনে তোমার যুক্তি নাহি লেষ।
সমানে২ যুদ্ধ হয়েত উচিত
আমার সনে যুদ্ধ তোমার নহেত বিহিত।
তোমার তরে বলি আমি শুন রে রাবন
বলির ঠাঁই জিজ্ঞাসহ আমি যেই জন।
এতেক শুনিয়া তখন রাবন রাজা হাসে
ব[illegible] নিকটে গেল ভিতর আওয়াসে।

পাদ্য অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন
বলি বলে পাতালেতে আইলে কি কারণ।
রাবণ বলে বিষ্ণু তোমায় থুইল পাতালপুরে
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে।
বলি বলে হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে
ত্রিভুবন আছিলে বন্ধন নাহি খণ্ডে।
দুয়ারে যাহার সনে হইল দরশন
সেই পুরুষ সৃজিল এ তিন ভুবন।
যাহার উপরে কার নাহি অধিকার
সকল সৃজিয়া তিনি করেন সংহার।
রাবণ বলে যম মৃত্যু আর কাল দণ্ড
ইহা হইতে আর কোন জন আছেত প্রচণ্ড।
বলি বলে তাই কি করিবেক যমরাজ
ত্রিভুবনে কেহ নাহি পুরুষসমাঝ।
যম ইন্দ্র বরুণ যত আছে লোকপাল
পুরুষের প্রসাদেতে সভার ঠাকুরাল।
পুরুষের প্রসাদে দেব হইয়াছে অমর
তার বড় বীর নাহি ত্রৈলোক্যভিতর।

রাক্ষস আদি করিয়া যত২ বীর
পুরুষদরশনে তাই কেহ নহে স্থির।
সেই পুরুষবর আপনি নারায়ন
তোমার তরেতে কহি শুন রে রাবন।
সেই দেব নারায়ন তিনিই শ্রীহরি
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শারঙ্গ ধারী।
এতেক শুনিয়া রাবন হইল বাহির
পুরুষবর দেখা নাহি মদেখে শরীর।
রাবন বলে ত্রাসে পুরুষ হৈল অদর্শন
পাইলে এক চাপড়ে তার বধিব জীবন।
আরবার গেল রাবন পুরুষ উদ্দেশে
বলির কাছে গেল রাবন ভিতর আওয়াসে।
বলি বলে রাবনের বুঝিতে নারি মন
ঘন২ আওয়াসে আইসে কিসের কারন
পাত্র লইয়া বলি করে তার অনুমান
বিনি যুদ্ধে রাবনেরে দিব অপমান।
বলিরে বধিতে যায় রাবন আপনার মনে
আপনার বন্ধন বলি দিল তৎক্ষনে।

বন্ধনে পড়িল রাবন আপনার দোষে
রাবন পড়িল বন্ধি বলি রাজা হাসে।।
রাবন পড়িল বন্ধি কৌতুকী দেবগন
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষন।
যতেক দেবকন্যা তারা করে হুলাহুলি
বলির ওপর ফেলে পুষ্পের অঞ্জুলি।
ইন্দ্র আদি করিয়া যত দেব ঋষি
স্বর্গবাসে নাচিয়া বেড়ায় যত স্বর্গবাসী।
আজি হইতে দেবগন পাইল নিস্তার
দেখিয়া রাক্ষসগন করে হাহাকার।
এইমত বন্ধিশালে আছেন রাবন
কৌতুকে নাচিয়া বেড়ায় যত দেবগন।
সাত শত দাসী আছে বলি রাজার দাসী
দেখিতে মোহিত তারা পরমরূপসী।
উচ্ছিষ্ঠ অন্ন ব্যঞ্জন ভরিয়া সোনার থালে
পাখালিতে যায় তারা সরোবরের জলে।
রাবন বলে কন্যা সব শুনহ বচন
এক মুষ্টি অন্ন দিয়া রাক্ষহ পরান।

চেড়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বর
অন্ন তুলিয়া দিব যেনত অধর।
এতেক শুনিয়া চেড়ী অন্ন দিল তৎক্ষণে
মুখ পসারিয়া অন্ন খায়েত রাবনে॥
রাবন বলে শুন চেড়ী আমার বচন
বারেক আলিঙ্গন দিয়া রাক্ষহ জীবন।
এতেক বলিল যদি রাজা দশানন
ত্রাসে পলাইয়া যায় যত চেড়ীগন।
কুম্ভি বলে রাবন তুমি মহারাজ
চেড়ির ওচ্ছিষ্ট খাইতে নাহি বাস লাজ।
বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনেং
আপনার বন্ধন বলি নিল তৎক্ষনে।
লজ্জা পাইয়া রাবন হেট করে মাতা
হেট মাতা করিয়া রাবন পলাইল তথা।
যথাং বিষ্ণু আছেন আপনি অধিষ্ঠান
তথাং রাবন গিয়া পায় অপমান।
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের হৈল হাস
কহং বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।

এথা হৈতে আর কোথা গেলত রাবণ
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।
মুনি বলেন রাবণ আছে রথের উপর
দিব্য রথে চড়িয়া যায় এক পুরুষবর।
সোনার রথখান তার বহে রাজহংসে
সাত শত দেবকন্যা পুরুষের পাশে।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ বাজায় বাঁশি
স্ত্রীগণ বেষ্টিত দুর্জ্জয় পুরুষ স্বর্গবাসী।
রথের উপর যায় পুরুষ কৌতুকে
আপনার রথে থাকিয়া রাবণ দেখে।
রাবণ বলে পুরুষ বেটা পলাবে কোথাই
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাই।
তোমার স্ত্রী দেখিয়া আমি ধরিতে নারি প্রাণ
কতকগুলা স্ত্রী মোরে দিয়া যাও দান।
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন লঙ্কেশ্বর
অনেক দিন কঠোর তপ করিলাম বিস্তর।
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম অধিষ্ঠান
তোমাহেন কত রাজার লৈয়াছি পরাণ।

সমুখ রণে কেহ মোরে না করে পরাজয়
স্বর্গবাসে যাই আমি শুনরে বিস্ময়।
আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে
পূর্ব্বে আছিলাম আমি পর্ব্বমুনি নামে।
স্থানে বেষ্টিত আমি যাই স্বর্গবাসে
এমন সময় যুদ্ধ যুক্তি নাই আইসে।
রাবণ বলে তুমি আমার ধর্ম্মবাপ
পূর্ব্বে মোর বাপের সনে তোমার আলাপ।
দিগ্বিজয় করিয়া আমি ত্রিভুবন জিনি
কার সনে যুদ্ধ করি মনে অনুমানি।
এক দিন রহিতে নারি আমি বিনা রণে
যুক্তি বলহ তুমি যুঝি কার সনে।
পর্ব্বমুনি বলে আছে নৃপতি মান্ধাতা
তার সনে যুঝিহ সে সপ্তদ্বীপের কর্ত্তা।
উত্তরদিগে গেল সেই বুলনি বুলিতে
বাসা করিয়া থাক আজি এই পর্ব্বতে।
এই পর্ব্বতে তার সনে হবে দরশন
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিহ দুই জন।

এত বলি পূর্ব্বমুনি গেল স্বর্গবাসে
হেনকালে মান্ধাতা কটকসমেত আইসে।
মান্ধাতা দেখিয়া তবে কহিল রাবণ
মান্ধাতা রাবণে দোঁহে দড় বাজে রণ।
দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুই জন
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ।
দুই রাজা নানা অস্ত্র করে অবতার
দুই রাজার সেনা পলায় অপার।
হিরার টাঙ্গি মান্ধাতা পাক দিয়া এড়ে
টাঙ্গি খাইয়া রাবণ রথে হইতে পড়ে।
পড়িল রাবণ রাজা বেড়ে সেনাপতি
হরিষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নৃপতি।
চক্ষুর নিমেষে রাবণ পাইল সম্বিত
ধনুক পাতিয়া যুঝে মান্ধাতা চিন্তিত।
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজাত রাবণ
অগ্নিহেন জ্বলিয়া বাণ উঠিল গগন।
দেখিয়াত দেবগণের লাগে চমৎকার
বাণ খাইয়া মান্ধাতা পড়ে কটক হাহাকার।

সম্বিত পাইয়া ওঠে চক্ষুর নিমেষে
ওঠি সিংহনাদ ছাড়ে পরমহরিষে।
দুই রাজার সিংহনাদে পৃথিবী উলটে
দুই রাজা বান এড়ে দুই রাজা কাটে।
দুই রাজাতে বান এড়িছে বিস্তর
মহাশব্দ করে বান তূনের ভিতর।
কেহ কারে জিনিতে নারে নাহি পায় আশ
এক সমান যুদ্ধ করে দশ মাস।
মান্ধাতা বান এড়ে নামে পাশুপত
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্ব্বত।
সপ্ত স্বর্গ কাঁপে আর সপ্ত সাগর
বানের শব্দ শুনিয়া দেবের লাগে ডর।
সুহ্রা পাঠাইয়া দিল ভার্গব মহর্ষি
অবিলম্বে মহামুনি সেইখানে আসি।
অস্ত্র সম্বরণ কর শুনহ মান্ধাতা
সুহ্রা পাঠাইয়া দিলেন শুন তার কথা।

ব্রহ্মার বর আছে রাবনে আজি নাহি মরে
তোমার বানে রাবনের কিছু করিতে নারে।
তোমার বংশেতে যে পুরুষ জন্মিবেক শেষে
তার ঠাঁই রাবন রাজা মরিবে সবংশে।
তোমার বানে না মরিবে রাজাত রাবন
অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুই জন।
মুনির বচন রাজা না করিল আন
প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিজ স্থান।
মান্ধাতা রাবনে সমান গেল রনে
দোঁহে পরাজয় নহিল ব্রহ্মার কারনে।
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাস
কহ২ বলিয়া রাম করেন প্রকাশ।
মান্ধাতা জিনিয়া কোথা গেলত রাবন
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।
মুনি বলেন রাবন আছে রথের উপর
চন্দ্র উদয় করি উঠে গগনমণ্ডল।
চন্দ্রের উদয় দেখিয়া কম্পিল রাবন
মাত্রার উপর দিয়া বেটা করিল গমন।

আমার বাণে যেরূ মন্দার নাহি ধীরে টান
মাভার ওপর দিয়া বেটা করিয়াছে পয়ান।
চন্দ্রের ওদয় দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে
চন্দ্র জিনিতে রাবণ ওঠিল আকাশে।
দুই লক্ষ যোজনের পথ চন্দ্রের আলয়
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া ওঠে চন্দ্রের ওদয়।
প্রথম স্বর্গে ওঠিল রাজা লঙ্কেশ্বর
পর্ব্বত এড়িয়া ওঠে সহস্র যোজন ওপর।
দ্বিতীয় স্বর্গে ওঠিল গিয়া রাজাত রাবণ
পর্ব্বত এড়িয়া ওঠে সহস্র যোজন।
তৃতীয় স্বর্গে ওঠিল গিয়া রাবণ মহারথ
সেই স্বর্গে থাকিয়া ওঠে গঙ্গা ভাগীরথ।
নানা পক্ষী রাজহংস চরে গঙ্গাজলে
সকল কটকে রাবণ গঙ্গা স্নান করে।
গঙ্গাজলে রাবণ করে স্নান তর্পণ
সকল কটক রথে করিল গমন।
গৌরী শঙ্কর আছেন তাহার ওপর
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর।

গৌরীভক্ত যে জন পুজিয়াছে পার্ব্বতী
সেই স্বর্গে দেখে রাবণ তাহার বসতি।
তাহার উপর শিবলোক উঠিল রাবণ
যক্ষ পিশাচ দেখে মহাদেবের গণ।
তিন কোটি দেবতা ছিল মহাদেবের পাশে
রাবণ দেখিয়া তারা পলায় তরাসে।
তাহার উপর বৈকুণ্ঠ স্বর্গে উঠিল রাবণ
পুরী প্রদক্ষিণ করিয়া করিল গমন।
ব্রহ্মলোকে গেল সেই ব্রহ্মার নিজ স্থান
আছে দীর্ঘেতে দশ সহস্র প্রমাণ।
সহস্র স্বর্গ তাহাতে দেখি নিরমাণ
বিশ্বকর্ম্মার গঠন পুরী অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া উঠিল রাবণ
চন্দ্রের সহিতে তার হইল মিলন।
রাবণ দেখিয়া চন্দ্র বড় ক্রোধে রোষে
সহস্র গুণ বরিয়া চন্দ্র হিম বরিষে।
হিমবরিষণে কটকের হইল জাড়
জাড়েতে কটকের হাত পা পাইল আড়।

হাত পা আড় রাবন যুঝিতে নারে তাকে
তবুত রাবন রাজা রণ নাহি ছাড়ে।
প্রহস্ত বলে আড়ে অস্ত্র ধরিতে নারি হাতে
প্রাণ লইয়া চল যাই পলাইয়া এই পথে।
রাবণ কাতর হৈল যুঝিতে না পারে
তবুত রাবণ রাজা স্বর্গ নাহি ছাড়ে।
রাবণ বলে কৌতুক দেখ চন্দ্র আমি জিনি
চন্দ্র জিনিতে রাবন জ্বালিল অগিনি।
ব্রহ্মাগ্নি জ্বলে সেই বানের মুখের আগে
সেই বানের প্রতাপে কটকের জাড় ভাগে।
অগ্নিবান এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর
বান ফুটিয়া চন্দ্র হইল অর্জর।
বান খাইয়া চন্দ্র হৈল অচেতন
চেতন পাইয়া চন্দ্র উঠিল তৎক্ষন।
ডরতে পলায় চন্দ্র সহিতে নারে রণ
চীৎকার ছাড়িয়া পলায় তারাগন।

প্রান লইয়া পলায় চন্দ্র গনিয়া প্রমাদ
ব্রহ্মলোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিসাদ।
চন্দ্র ক্রন্দন করে ব্রহ্মার বাড়ে দুঃখ
ব্রহ্মলোক জাড়িয়া গেল রাবণসম্মুখ।
ব্রহ্মা বলেন শুন অবোধ রাবন
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কিকারন।
সর্ব্ব লোকেতে বন্দে দ্বীতিয়ার চন্দ্র
পৌর্নমাসির চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ।
সর্ব্ব লোকে হরষিত দিবস রজনী
চন্দ্রের সহিতে কেন কর হানাহানি।
কার মন্দ না করে চন্দ্র জগতের করে হিত
হেনচন্দ্র মারিতে তোমার না হয় ওচিত।
ব্রহ্মা বলে রাবণ তোর মন্ত্র কহি কানে
পরেরে মারিতে পাছে আপনি মর প্রানে।
দুই জনে যুদ্ধ হইলে মরে এক জন
এত দূরে ক্ষমা দেহ অবোধ রাবন।
ব্রহ্মার বচন লঙ্ঘিবে কোন জন
ব্রহ্মা প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।

অগাস্ত্যের কাথা শুনি রঘুনাথের হাঁস
কহং বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
চন্দ্র জিনিয়া কোথা গেলত রাবণ
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন।
দিগ্বিজয়ের কথা সকল কহে মুনি
রাবনের দিগ্বিজয় মুনির ঠাঁই শুনি।
জম্বুদ্বীপের পার গেল রাজা লঙ্কেশ্বর
কুশদ্বীপেতে দেখে ওত্তম পুরুষবর।
সুমেরু পর্ব্বত যেন শরীরের আকার
দেবের দেবতা যেন দেবতার সার।
বার যোজনের পথ আছে পরিসর
বার শত যোজন শরীর ওভেতে দীর্ঘল।
রাবণ বলে পুরুষ তুমি কোন জন
সংগ্রাম চাহিয়া বেড়াই দেহ মোরে রন।
পুরুষের কাছে গিয়া রাবন রাজা তর্জ্জে
অজাগর সর্প যেন পুরুষবর গর্জ্জে।
পুরুষ বলে আজি তোর ঘুচাইব বিসাদ
আর কত দিন তোর সহিব অপরাধ।

কুড়ি হাতে রাবন রাজা নানা অস্ত্র এড়ে
পুরুষের গায় ঠেকিয়া ওখড়িয়া পড়ে।
মানুষ নহে পুরুষ আপনি নারায়ন
বান ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবন।
দুই পর্বত যেন ওরু দুই খণ্ড
আপনি বিষ্ণু পুরুষের আজানু বাহুদণ্ড।
অষ্ট বসু আছে সেই পুরুষের শরীরে
সপ্ত সাগর আছে পুরুষের উদরে।
দশ দিগপাল আছে পুরুষের পাশে
ঊনপঞ্চাশ বায়ু লইয়া পবন বৈসে।
হৃদয়মধ্যে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি
নাভী কমলে বৈসে দেবীত পার্ব্বতী।
সন্ধ্যা গায়িত্রী পুরুষের ললাটে লিখন
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পাতন।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব আর বিদ্যাধর
তিন কোটি দেবকন্যা পুরুষের দোসর।
গ্রহ নক্ষত্র যোগ আর তিথি বার
গায়ের লোমাবলি দেবের অবতার।

বাসুকির বিষজ্বালে সংসার পোড়ে
হেন বাসুকি পুরুষের মস্তক উপরে।
জিহ্বায় সরস্বতী বৈসে কণ্ঠে বৈসে বাহু
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু দেখিয়া ডরাই।
রাবণেরে চারি হাতে ধরেন তৎক্ষণ
চারি হাতে ধরি আনে রাবণ অচেতন।
অচেতন হইয়া ভূমে লোটায় রাবণ
রাবণ মারিয়া গেল পাতালভুবন।
উলটিয়া চায় তখন রাজা লঙ্কেশ্বর
দেখিতে না পায় রাবণ হইল কাতর।
গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া শুক সারণেরে পুছে
আমারে মারিয়া পুরুষ গেল কার কাছে।
শুক সারণ বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বর
তোমারে মারিয়া গেল পাতালভিতর।
পাতালে প্রবেশে রাবণ পুরুষ উদ্দেশে
কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে।
সকল পাতালপুরী করিল নিরীক্ষণ
মায়ারূপে আছেন পুরুষ না চিনে রাবণ।

ত্রাস পাইয়া মনেং গনেও রাবন
রাবনেরে দেখা পুরুষ দিল তৎক্ষণ।
সোনার খাটে বৈসে পুরুষ হরিষ অন্তর
তিন কোটি দেবকন্যা পুরুষের দোষর।
দেবকন্যা লইয়া পুরুষ বসিয়াছে কুতুহলে
কামেতে পীড়িত রাবন ধরিতে যায় বলে।
কোপ দৃষ্টে পুরুষ রাবনপানে চাই
অগ্নিতে পুড়িয়া রাবন ধুলায় লোটাই।
উঠং বলিয়া পুরুষবর ডাকে
উঠিয়া রাবন রাজা গায়ের ধুলা ঝাড়ে।
রাবন বলে পুরুষ তুমি কোন অবতার
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার।
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন রে রাবন
তোরে পরিচয় দিয়া কোন প্রয়োজন।
যোড়হাতে বলে তখন রাজা লঙ্কেশ্বর
ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর।
তুমি হে আমারে মার তবেসে মরন
তোমা বৈ অন্যের ঠাঁই না মরে রাবন।

রাবনের কথা শুনিয়া পুরুষের হাস
আমার ঠাঁই রাবন তুমি হইবে বিনাশ।
পরিচয় না দিল পুরুষ রাবনের তরে
বিদায় হইয়া রাবন তথা হইতে নড়ে।
রাম বলে পুরুষ কেনে না দিল পরিচয়
সেই পুরুষ কোন জন কহ মহাশয়।
মুনি বলেন পুরুষ ত্রিভুবনের সার
তিন কোটি চতুর্ভুজ নিজ পরিবার।
এথা হৈতে আর কোথা গেলত রাবন
কহ দেখি শুনি মুনি পুরান কথন।
মুনি বলেন রঘুনাথ কর অবধান
রাবনের পূর্ব্বকথা কহি তব স্থান।
কৈলাশ পর্ব্বতে গেল বেলা অবসান
থানা করিয়া রাবন রহিল সেইস্থান।
দুই প্রহর রাত্রেতে জাগে দশানন
চন্দ্র উদয় করিয়া উঠিল গগন।
সুশীতল রাত্রি বহে অতি মনোহর
ধবল রজনী হৈল চন্দ্র সুন্দর।

মধুপানে রাবণ মত্ত স্ত্রী নাহি পাশে
হেনকালে রম্ভা গেল উপর আকাশে।
রম্ভা নামেতে কন্যা পরমসুন্দরী
কপালে তিলক তার শোভে সারি২।
রূপেতে আলো করিয়া যায় যেন চন্দ্রকলা
দেখিয়া রাবণ রাজা কামে হৈল ভোলা।
রম্ভা২ বলিয়া রাবণ ধরে হাতে
কোন নাগরের তরে তুমি যাহ এত রাতে।
কোন নাগরের তরে যাহ রাতারাতি
তারে এড়িয়া মোরে ভজ লো যুবতী।
শৃঙ্গার শাস্ত্র জানি আমি অষ্টাদশ বিধান
তুমি আমি কেলি করিব দুই জন।
লাজে হেট মাথা রম্ভা যোড় করে হাত
তুমি আমার শ্বশুর রাক্ষসের নাথ।
শ্বশুর হইয়া বধূর না ধরিও হাত
কেন বা আইলাম আমি হেন চোর পথ।
রাবণ বলে তুমি মোর কোন পুত্রের স্ত্রী
কোন সম্বন্ধে তুমি আমার বধুয়ারী।

রম্ভা বলে সম্বন্ধ যদি করিলা বিচার
আমাকে ছাড়িয়া দেহ কর পরিহার।
নলকুবের নামে কুবের কুমার
সতী স্ত্রী হই আমি রমণী তাঁহার।
কুবের জ্যেষ্ঠ ভাই তোমার অধিকারী
তাহার পুত্রের স্ত্রী তোমার বহুয়ারী।
তপের বেলা নলকুবের হয় ব্রাহ্মণ
তোমারে জিনিতে পারে যদি করে মন।
শ্বশুর হইয়া বহুর করহ পালন
আমার অপেক্ষায় আছে কুবেরনন্দন।
ধর্ম্মে মতি দেহ বাপা ছাড়হ পরিহাস
হাত ছাড়িয়া দেহ যাই পতির পাশ।
রম্ভার কথা শুনিয়া হাসিল রাবণ
এমন সময় পাইলে ছাড়ে কোন জন।
মনেতে ভাবিয়া রম্ভা দেখহ আপনি
ইন্দ্র রাজা হরিলেক গুরুর ব্রাহ্মণী।

উত্তর না দেয় রম্ভা বুঝিয়া তার মন
বলে ধরি শৃঙ্গার করে রাজা দশানন।
হাত পা আছাড়ে রম্ভা রাবনের কোলে
মুখেতে তর্জ্জন করে ত্রাস অন্তরে।
শৃঙ্গারের ওর নাহি দুই জন প্রবীন
কামে পীড়িত হইয়া রাবন রাখে সাত দিন।
রাবনের শৃঙ্গার সহিতে নারে কোন নারী
সবেমাত্র রম্ভা সহিল আর মন্দোদরী।
রাবনের শৃঙ্গারে তার বেশ হইল চুর
নলকুবেরের পায়ে ধরি কান্দিছে প্রচুর।
নলকুবের বলে তোর বেশ কেন আন
কার ঠাই পাইলা তুমি এত অপমান।
কান্দিতেং রম্ভা ঘনং পায়ে পড়ে
তোমার শাপে গোসাঞি সংসার পোড়ে।
তোমার তরে বেশ করিয়া আমি এক মনে
হেনকালে পথে লাগ পাইল রাবনে।
কোন ধর্ম্ম না চাহিল বলে চাপি ধরে
সাত দিন হইল তথা তবু নাহি ছাড়ে।

নলকুবের বলে তুমি যে অসতী স্ত্রী
সতী স্ত্রী হইলে তারে শাপে ভস্ম করি।
ধ্যানেতে জানিল রম্ভার নাহি দোষ
রাবনের চরিত্রেতে তার বাড়ে রোষ।
কুপিল নলকুবের জ্বলন্ত অগিনি
রাবনেরে শাপ দিতে হাতে নিল পানি।
আজি হইতে শাপ মোর হওক প্রচার
বলে ধরি রাবন যেন না করে শৃঙ্গার।
সেইক্ষনে মরিবেক যাবে দশ মাতা
নলকুবেরের শাপ না হয় অন্যথা।
রাবনেরে শাপ হইল হরিষ দেবগান
সীতার সতীত্ব রক্ষা পায় এইসে কারন।
নিদ্রা হইতে ওঠে রাবন শৃঙ্গার অবসাদে
নলকুবেরের শাপ শুনি বসিল বিসাদে।
শুনিয়া রাবন রাজা দুঃখ ভাবে চিত্তে
কেন আইলাম আমি হেন চোর পথে।
দারুন শাপ দিল মোরে কুবেরনন্দন
বলে ধরি শৃঙ্গার করিতে না পাব এখন।

আর যদি শাপ দিতে তাহা মনে লয়
দারুন শাপ দিল মোর পোড়েত হৃদয়।
এইসে রহিল মোর মনে অনুতাপ
ভাইপো হইয়া মোরে দিল দারুন শাপ।
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
এথা হৈতে আর কোথা গেলত রাবন
কহ দেখি শুনি মুনি পুরান কথন।
মুনি বলেন রাবন রাজা দেশে২ চলে
রথখান ওঠে গিয়া গগনমণ্ডলে।
তিন কোটি দৈত্য তথা কাল কুলপতি
রাবনেরে বেড়ে তারা সব সেনাপতি।
তিন কোটি দৈত্য তারা যমের দোষর
রাবনেরে বিন্ধি তারা করিল জর্জ্জর।
জিনিতে না পারে দৈত্যে চিন্তিত রাবন
অগ্নিবান ধনুকেতে যুড়িল তৎক্ষন।
অগ্নিবান এড়িল রাবন অগ্নি অবতার
অগ্নিবানে দৈত্য সব করিল সংহার।

এক বানে তিন কোটি দৈত্য করিল সংহার।
রাবন বলে লোট দৈত্যের ভাণ্ডার।
রাজার আজ্ঞা পাইয়া ভাণ্ডার দাঁদুড়ি
বাছিয়া২ লোটে তারা পরমসুন্দরী।
কন্যার রূপ দেখি রাবন কামে অচেতন
শাপের ডরে শৃঙ্গার না করে রাবন।
দেশের তরে চলে রাবন মহাকুতুহলে
রথখান তিতিল কন্যার চক্ষুর জলে।
কন্যার চক্ষুর জলে রথখান তিতে
শ্রাবন মাসের ধারা যেন বহে খর স্রোতে।
কন্যারে প্রবোধে রাবন প্রবোধ না মানে
সব কন্যাগন কান্দে রাবনবিদ্যমানে।
দারুন শাপ দিল মোরে কুবেরনন্দন
বলে ধরি শৃঙ্গার করিতে না পাই এখন।
পাপিষ্ঠ স্থানে স্ত্রী জাতি সৃজিল বিধাতা
অন্তরে পুড়িয়া মরে তব না কয় কথা।

মহোদর বলে শুন রাবণ মহারাজ
রথের উপর কন্যা আছে বাসে লাজ।
পুহস্ত মায়া রথে আছে তেঁই লজ্জা বাসে
সব কন্যা ভজিবেক তুমি গেলে দেশে।
লঙ্কায় আছে তোমার দশ সহস্র রানী
রূপে গুনে কুলে শীলে ত্রিভুবন জিনি।
এত স্ত্রী থাকিতে কেন করহ বিসাদ
তবে কেন রম্ভা হরি পাড়িলে পুমাদ।
মহোদরের বচনে রাবণ পড়ে লাজে
দেশের তরে চলিল রাবণ মহারাজে।
দিগ্বিজয় করিলেক বার শত বৎসর
আপন পুরে লঙ্কার দেশে গেল লঙ্কেশ্বর।
দৈত্যের কন্যা সব পরমসুন্দরী
সেই সব কন্যা লইয়া গেল অন্তঃপুরী।
যে কন্যার রাবন পায় শঙ্কিত বানী
অন্দরে লইয়া তারে করে পুধান রানী।
যে কন্যার রাবন না পায় অঙ্গীকার
অশোকবনে থুইয়া তারে করেত পুহার।

রাবনের প্রতাপেতে দুর্জয় লঙ্কাপুরী
দশ হাজার স্ত্রী লৈয়া সুখে করে কেলি।
শূর্পনখা নামে ছিল রাবনের ভগিনী
রাবনের কাছে কাঁদে চক্ষে পড়ে পানি।
শূর্পনখা বলে ভাই তুমি প্রানের বৈরি
সহোদর ভাই হইয়া বহিনী করিলে রাঁড়ী।
তিন কোটি দৈত্য মারিলে কার কুলে
আমার স্বামী মারিলে তাঁহার মিশালে।
পাত্র মিত্র আদি করি বিভীষন ভাই
সভে মেলিয়া বিবাহ দিল দৈত্যের ঠাঁই।
যে দিন বিবাহ সেই দিনে হৈলাম রাঁড়ী
সাগরে প্রবেশ করিয়া আমি প্রান ছাড়ি।
শূর্পনখার হাতে ধরি বলে মহারাজ
না জানিয়া কর্ম্ম করিলাম কত দেহ লাজ।
দুই ভাই আছে মোর খর দূষন
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসে তোমার করিবে পালন।
রাণী হইয়া থাক তুমি স্বতন্তর
স্বতন্তরের নামে রাণী হৈব অন্তর।

আর যত রাণ্ডী ঘরে যৌবনে বঞ্চে
কুবুদ্ধি পাইল রাবনের পলায় রাণ্ডী পাঁচে।
চলিল শূর্পনখা রাবনের আদেশে
সবংশে মরিল রাবন সেই রাণ্ডির দোষে।
সেই রাণ্ডির নাক কান কাটিল লক্ষ্মন
তাহা হইতে সবংশেতে মরিল রাবন।
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহ২ বলিয়া রায় করেন প্রকাশ।
দিগ্বিজয় করিয়া রাবন আইল ঘরে
কোন সময় রাবন জিনিল পুরন্দরে।
মেঘনাদ পুত্র তার সংসারে বিদিত
কোন সময় ইন্দ্র জিনিয়া হৈল ইন্দ্রজিত।
মুনি বলে রঘুনাথ কর অবধান
ইন্দ্র রাবনে যুদ্ধ কহি তব স্থান।
লঙ্কার ভিতরে আছে রাজা দশানন
হেনকালে রাবনেরে বলে বিভীষন।
দিগ্বিজয় করিয়া আন পরের নারী
মধুদৈত্য হরিয়া নিল কুম্ভ নিশাচরী।

প্রহস্ত মামার কন্যা মোর মামাত ভগ্নী
লঙ্কা হৈতে হরিয়া নিল কেহ নাহি জানি ।
শুনিয়া রাবন রাজা করেত বিসাদ
কোন কার্য্যে লঙ্কার ভিতর আছে মেঘনাদ ।
মেক মন্দার কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদের বাণে
এতেক প্রমাদ পাড়ে তার বিদ্যমানে ।
তুমি হেন ভাই আছ লঙ্কার ভিতর
এতেক প্রমাদ পড়ে তোমার গোচর ।
লঙ্কার ভিতর যদি জাগে কুম্ভকর্ণ
লঙ্কার ভিতর তবে আসিত কোন জন ।
এতেক বলিল যদি রাজা দশানন
যোড়হাত করিয়া বলে রাক্ষস বিভীষণ ।
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী
নজনসয়ি ব্রত করিয়া আমি উপবাসী ।
রাত্রি দিন কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন
সন্ধান পাইয়া এথা আইলো দৈতগন ।
বার বৎসর অনাহারে যজ্ঞস্থানে থাকে
বার বৎসর সেই স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে ।

পচানই লক্ষ করি যজ্ঞের নিয়ম
মহাপদ্ম শত কোটি যজ্ঞে করে হোম।
যজ্ঞে পূর্ণা দিবেক আজি হইয়াছে সময়
পূর্ণা দিলে ত্রিভুবন করিতে পারে জয়।
যজ্ঞের কথা শুনিয়া রাবনের চমৎকার
যজ্ঞ দেখিতে রাবন করিল আগুসার।
বিভীষনসঙ্গে তথা গেলত রাবন
অদ্ভুত দেখিল গিয়া মেঘের পত্তন।
রক্ত বস্ত্র ভারে২ রক্তচন্দন
রক্ত কুসুমমালা রক্ত বসন।
শরপত্র বোঝা২ তাম্রকলস
কালা ছাগল পালে২ আনিল রাক্ষস।
শরপত্র বিছাইয়া ছাইল মেদিনী
মন্ত্র পড়িয়া তাহে জ্বালিল অগিনি।
খরসান কাটারি দিয়া ছাগ কাটি
মন্ত্র পড়িয়া যজ্ঞে হুতে গুটি২।
রক্ত বসন মালা জ্বালাইয়া ঘৃতে
দশ হাজার ব্রাহ্মন যজ্ঞের চারিভিতে।

আতব তণ্ডুল যব ধান্য সৌটিং
ত্রিভুবনে নাহি এমন যজ্ঞের পরিপাটি।
রাবণ বলে রাক্ষস যজ্ঞ কর নাশ
হেন যজ্ঞ করে যে দেবতা পায় আস।
যজ্ঞের ভাগ লইতে আসিবে দেবগণ
দেবতার পূজা যজ্ঞে করে কিকারণ।
হেনকালে মেঘনাদ বাপের বিদ্যমান
মেঘনাদ বলে রাজা কহ অবধান।
অগ্নি পূজা করি আমি না পূজি অন্য জন
কোন সাহসে লঙ্কায় আসিবে দেবগণ।
অগ্নিবর পাইয়া আমি যুঝিব অন্তরীক্ষে
আমি মারে মারিব আমারে না দেখে।
এতেক শুনিয়া রাবণ হইল উল্লাষ
উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

দশ হাজার ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পুরোহিত
আহুতি দিয়া তারা কুলে চারিভিতে।

হেনকালে যজ্ঞে পূর্ণা দিল মেঘনাদ
অনেক অস্ত্র অগ্নি তারে দিলেন প্রসাদ।
প্রথম অগ্নি হইতে ওঠে বন্ধন নাগপাশ
যারে অস্ত্র এড়ে তার অবশ্য বিনাশ।
যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া সে যদি করে মনে
ত্রিভুবন জিনিতে পারে যদি যায় রণে।
এই বর দিয়া তারে অগ্নি গেল নিজ স্থান
মেঘনাদের তরে বাপ করিছে বাখান।
সাক্ষাতে দেখিলাম তোমার অস্ত্রের পরিক্ষা
ত্রিভুবন আইসে যদি কার নাহি রক্ষা।
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি হইয়া একেশ্বর
তোমারে লইয়া জিনিব গিয়া ইন্দ্রের নগর।
বহিনী নিলেক বেটা করিল অপমান
আগে গিয়া মধু দৈত্যের লইব পরান।
মথুরাপুরী জিনিব গিয়া মধু দৈত্যের বাড়ী
তবে সে জিনিব গিয়া ইন্দ্রের নগরী।
বার বৎসর অনাহারে বীর ছিল যজ্ঞস্থানে
বাপের আজ্ঞা পাইয়া চলে যুঝিবার মনে।

রথখান যোগায় তার রথের সারথি
নানা রত্ন মনি মানিক নির্ম্মাইল তথি।
কনকরচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।
সোনার রথখান দশ দিগ প্রকাশ
নানা অস্ত্র তোলে তাহে অনন্ত নাগপাশ।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিল সেই দিনে
ইন্দ্র জিনিতে যায় রাবনের সনে।।
নিদ্রা হইতে উঠিল ছয় মাসের অন্তর
ছয় মাসের উপবাসে হইয়াছে কাতর।
নিদ্রা হইতে উঠিয়া বীর চক্ষে দিল পানি
স্নান করি পরে বীর উত্তম পাটের ভুনি।
আগে মদ পিয়ে বীর সাত শত কলসি
পর্ব্বতপ্রমান খায় মাংস রাশিং।
হরিন শুকর মানুষ সাপটিয়া ধরে
শতং নিয়া বীর একবারে গিলে।

অর্দ্ধেক লঙ্কাপুরী সে করিল ভক্ষণ
যুঝিবারে চলিল বীর যে কুম্ভকর্ণ।
তাল খাজুর জিনিয়া গায়ের লোমাবলি
কর্ণের পত্তন যেন ছগালিয়া তুলি।
নাভী গভীর যেন পাটুয়া নায়েব ছরা
দুই সূর্য্য ওদয় যেন দুই চক্ষুর তারা।
ভুমিকম্প হইল যেন পৃথিবী নড়ে
পৃথিবী টলমল করে দুই পায়ের ভরে।
মহোদর মহাপাশ খর দুষণ
তালজঙ্ঘ সিংহবদন ঘোর দরশন।
প্রহস্ত আকম্পন আর ধূম্রাক্ষ বিকট
শোনিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রক্ত ওৎপল।
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন
রাজগৌরবে যারে বাড়ায় রাবণ।
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর
তার সমান বীর নাহি সংগ্রামভিতর।
দেবান্তক নরান্তক অতিকা মহাবীর
অক্ষয় কুমার চলে দুর্জ্জয় শরীর।

রাবনের রথ এখন যোগায় সারথি
নানা রত্ন মনি মানিক নির্ম্মাইল তথি।
ইন্দ্র জিনিতে রাবন করিল সাজনি
নিজ-ঠাট রাবনের সত্তরি অক্ষৌহিনী।
তিন কোটি বৃন্দ রথ রাবনের সাজনি
রাবনের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিনী।
সাগর পার হইয়া কটকের হৈল ত্বরা
চক্ষুর নিমেষে গেল নগর মথুরা।
মধু দৈত্যের বাড়ী গিয়া মথুরাপুরী বেড়ে
সুখে নিদ্রা যায় তথা দৈত্য মহাবলে।
নিদ্রায় অচেতন বীর মধুর উপরে
লবন কোলে কুম্ভনিশী আইল বাহিরে।
বহিনী দেখিয়া রাবন বলে দৈত্য কোথা
তোমারে আনিল বেটা কাটি তার মাতা।
সেই দিন থাকিতাম যদি লঙ্কার ভিতর
এক বানে পাঠাইতাম যমঘর।
রাবনের কথা শুনিয়া কুম্ভনিশী হাসে
তোমার ডরে স্বামী মোর পলাইল ত্রাসে।

তোমার বাণে দেব দানব কার নাহি রক্ষা
সহোদরা ভগ্নী রাণ্ডী করিলে শূর্পণখা।
তাহার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ
মোরে রাণ্ডী করি ভাই সাধিবে কি কায।
বলে ছলে আনুক তবু আমার পতি
তার বীর্য্যে পুত্র মোর হৈয়াছে সন্ততি।
শম্বুক নামে পুত্র মোর দেখ বিদ্যমান
কোপ ছাড় ভাই মোরে পতি দেহ দান।
রাবণ বলে আমি তারে না মারিব প্রাণে
ইন্দ্র জিনিতে যাই আসুক মোর সনে।
এত যদি কুম্ভিনশী ভাইয়ের আজ্ঞা পাইয়া
শুইয়াছিল দৈত্যরাজ তথা গেল ধাইয়া।
কুম্ভিনশী ধাইয়া যায় আগুদড় চুলী
নিদ্রা হৈতে উঠে তখন দৈত্য মহাবলি।
আচম্বিতে মথুরায় কিসের গণ্ডগোল
গড়ের বাহিরে শুনি কটকের রোল।
কুম্ভিনশী বলে দৈত্য না জান কারণ
তোমারে সাজিয়া আইল ভাই দশানন।

লঙ্কা থাকিয়া তুমি আমা আনিলে বলে
সেই কোপে আইল তোমা কাটিবারে।
দৈত্য বলে ঝাট আন মহাদেবের শূল
সবংশে রাবনে আজি করিব নির্ম্মূল।
দৈত্যকথা শুনিয়া কুম্ভনিশী বলে
রাবনের সনে বাদ্ধ মরিবার তরে।
তোমার কার্য্য থাকুক যারে না পারে বিধাতা
বিধাতা যারে নারে অন্যের কি কথা।
তোমার লাগি ভাইয়ের ঠাঁই পাইয়াছি আশ্বাস
যুঝিবার কার্য্য থাকুক করহ সম্ভাষ।
কুম্ভনিশির বার্ত্তা শুনিয়া মধু দৈত্যে
গলায় কাটারি বান্ধি গেল রাবন অগ্রেতে।
রাবন বলে দৈত্য বেটা পাড়িলি প্রমাদ
আমার বহিনী আন এত মনে সাধ।
পায়ে ধরি বহিনী মোর করিল ক্রন্দন
বহিনির ক্রন্দনে তোর রাখিলাম জীবন।

কত অস্ত্র আছে তোর হাতী আর ঘোড়া
কত অস্ত্র আছে তোর আটি ঝকড়া।
কটক লইয়া মোর সনে চলহ সোদর
অমরাবতী জিনিয়া মারিব পুরন্দর।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষমহ আমারে
এক রাত্রি বঞ্চ হেথা প্রীতের তরে।
রাবণ বলে কালি নিদ্রা যাবে কুম্ভকর্ণ
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন জন।
আজিকার রাত্রি গিয়া অমরাবতী লুটি
আসিবার বেলা বঞ্চিব তোমার বাটী।
আকাশেতে বেলা যখন দ্বিতীয় প্রহর
হেনকালে অমরাবতী বেড়িল লঙ্কেশ্বর।
বিষম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে
অমরাবতী বেড়িয়া রহিল চারি ভিতে।
দশ যোজন অমরাবতী আছে পরিসর
দীর্ঘে অমরাবতী ওপরে নাহি ওর।
চারি দ্বার গড়ের চারি যোজন
সত্তরি অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের ভিতর।

ঐরাবত ওইঃ২পুবা দ্বারি চারি দ্বারে
ত্রিভুবনের শক্তি নাহি গড় লঙ্ঘিবারে।
দ্বারে সোনার কপাট পর্ব্বতের গোড়া
সুন্দর খড়কা নড়ি পর্ব্বতের চুড়া।
সন্তরি বিহঙ্গের পক্ষ আছে অন্তঃপুরী
শচী আদি করিয়া আছে স্বর্গবিদ্যাধরী।
ঠাঁই২ আছে তাহে সোনার নাটশালা
দেবকন্যা লইয়া ইন্দ্র তথা করে খেলা।
রোগ শোক নাহি তথা অকাল মরণ
অমরাবতী স্বর্গের নাম এইসে কারণ।
ওপমা দিতে নাহি পুরির কারণ
ত্রিভুবন জিনিয়া অমরাবতির নাম।
তাহাতে প্রমাদ পাড়ে ইন্দ্র নাহি ঘরে
অমরাবতী স্বর্গ বেড়িয়া রহিল দুয়ারে।
রাবণ স্বর্গ বেড়িল ত্রাস পুরন্দর
দেবগণ লইয়া গেল বিষ্ণুর গোচর।
আচম্বিতে রাবণ কাটে স্বর্গপুরী
রাবণ মারিয়া রক্ষা কর দেবেরে শ্রীহরি।

তোমারি চরণ বিনা গতি নাহি আর
রাবণ মারিয়া দেবের করহ নিস্তার।
ইন্দ্রের কথা শুনিয়া বিষ্ণুর হইল হাস
সকল দেবেরে বিষ্ণু করেন আশ্বাস।
অমর অন্যের ঠাঁই না মরে রাবণ
রাবণের মরণের কথা শুন দেবগণ।
ব্রহ্মা বর দিয়াছেন রাবণের তরে
নর বানরে সবংশে মারিবে রাবণেরে।
পৃথিবীতে জন্মিব আমি রাম অবতার
মনুষ্য হইয়া আমি তারে করিব সংহার।
দেবতার ঠাঁই তার নাহিক মরণ
যুদ্ধ করিয়া এখন খেদাও রাবণ।
বিষ্ণুর আজ্ঞা পাইয়া ইন্দ্র সুরপতি
যুঝিবারে ইন্দ্র রাজা চলে শীঘ্রগতি।
ত্রিভুবনের মধ্যেতে ইন্দ্রের অধিকার
লোকপাল লৈয়া ইন্দ্র করে আগুসার।
সুমেরু পর্ব্বতে ছিল পবনের স্থান
ঊনপঞ্চাশ বায়ু লৈয়া আইল আগুয়ান।

কৈলাশ থাকিয়া কুবের আইল সত্বর
যক্ষগান লৈয়া আইল ইন্দ্রের গোচর।
পাতালের বাসুকি জিনিয়াছে রাবন
সেই কোপে বাসুকি আইল করিবারে রন।
তিন কোটি সংগে আইল সাপ সাপিনী
যাহার বিষের জ্বালায় পোড়েত মেদিনী।
বরুনের পুরী গিয়া জিনিয়াছে রাবন
সেই কোপে বরুন আইল করিবারে রন।
দক্ষিন হৈতে যুঝিবারে আইলেন যম
কাল দণ্ড মৃত্যু আর সংগে তিন জন।
শনি আদি করিয়া যে যোগ করন
ষড় ঋতু যুঝিবারে আইল তৎক্ষন।
যুদ্ধ দেখিতে চণ্ডী আইল আপনি
সংগে আইল দেবির চৌষট্টি যোগিনী।
চণ্ডির অশেষ মায়া কে বুঝিতে পারি
ইন্দ্রানী রুদ্রানী দেবী আইল মহেশ্বরী।
বারাহী নীল সিংহে ধরে নানা কলা
কাত্যায়নী চামুণ্ডা দেবী গলে মুণ্ডমালা।

রণেতে আইল দেবী দেখিতে ভয়ঙ্কর
আছুক অন্যের কায দেবের লাগে ডর।
রক্তবীজ মহিষাসুর মারিল কটাক্ষে
রাবনের ডরে দেবী রহিল অন্তরীক্ষে।
স্বর্গলোক মর্ত্তালোক আইল পাতাল
অমরাবতীতে ত্রিভুবন হইল মিশাল।
দেব রাক্ষসে যুদ্ধ বাড়িল বিস্তর
অমরাবতী বান বৃষ্টি হইল সকল।
মুদ্গর মুষল টাঙ্গি জাঠি ঝকড়া
চারি দিগে মেশে বান আকাশের তারা।
দেব অস্ত্র গন্ধর্ব্ব অস্ত্র করে অবতার
সকল অমরাবতী বানে অন্ধকার।
দুই কটক যুদ্ধে পড়ে রক্তে হৈয়া রাঙ্গা
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্র মাসের গঙ্গা।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক রক্তের উপর ভাসে
হরিষে পিশাচগুলা মনেমনে হাসে।
বিন্দুকে২ রক্তের বান্ধিয়া উঠে ফেনা
শুঙ্খিনী গৃধিনী তাহে করিছে পারনা।

ইন্দ্র বলে রাবণ যুদ্ধ করিস ছল
জনে২ যুঝ দেখি কার কেমন বল।
ইন্দ্রের কথা শুনিয়া হাসিল রাবণ
সকল দেবতা তোর যুঝিয়াছে জনেজন।
যম বরুণ চন্দ্র জিনিনু মান্ধাতা
আমার সম্মুখ হইয়া যুঝিবে কোন দেবতা।
হেনকালে শনি গেল রাবণসম্মুখ
শনিদরশনে তার খশে দশ মুখ।
দশ মাতা খশিয়া পড়ে দেবগণের হাস
বিকৃতি আকার যেন সাঁড়া তালগাছ।
দশ মাতা খশিয়া পড়ে তবু রণ নাহি টুটে
ব্রহ্মার বরে দশ মাতা এক চাপে ওঠে।
একবার বৈ শনির নাহি রণ
শনির প্রাণ উড়িল দেখিয়া রাবণ।
মাতা কাটিলে না মরে ব্রহ্মার আছে বর
উঠিয়া রড় দিল শনি সভার ভিতর।
শনি পলাইল রাবণ রাজা হাসে
হেনকালে যম গেল রাবণের পাশে।

যমরাজ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে
আমার ঠাঁই যম তুমি মায়া পাত কিসে।
যম বলে রাবণ না কর অহঙ্কার
আমার ঠাঁই এড়ান নাহি অবশ্য সংহার।
সেই দিনে এড়াইলে ব্রহ্মার কারণ
এথা ব্রহ্মা না রাখিবেক কোন জন।
চৌষট্টি রোগ পীড়া আমার সংহতি
রাবণের শরীরে প্রবেশ করে শীঘ্রগতি।
আগে গেল মন্দ অগ্নি শরীরভিতর
তার পাছে রাবণের গায় আইল জ্বর।
চৌষট্টি রোগে রাবণ হইল অচেতন
দেখিয়া চিন্তিত হইল যত রাক্ষসগণ।
ব্রহ্মার বর আছে রাবণের তরে
রোগ পীড়া রাবণেরে কিছু করিতে নারে।
সংসারের যত মায়া জানেত রাবণ
ব্রহ্ম অগ্নি শরীরে জ্বালিল তৎক্ষণ।
পুড়িয়া মরে রোগ পীড়া তাকে পরিত্রাহি
রহিতে নারে রোগ গেল যমের ঠাঁই।

রোগ পীড়া পলাইল রাবন রাজা হাসে
আমার ঠাঁই যম তুমি যায়া পাও কিসে।
যম বলে অহঙ্কার না কর রাবন
যমের ঠাঁই এড়ান নাহি অবশ্য মরন।
যম রাবন দুই জনে হইল গালাগালি
দূরে হইতে দেখে তারে কুম্ভকর্ণ মহাবলী।
ধাইয়া কুম্ভকর্ণ গেল যম গিলিবারে
উঠিয়া রড় দিল যম কুম্ভকর্ণের ডরে।
ত্রাস পাইয়া যম গেল ইন্দ্রের গোচর
যমের ভঙ্গী দেখিয়া হাসে পুরন্দর।
সব নষ্ট হয় যম তোমার দরশনে
যম হইয়া হারিলে জিনিবে কোন জনে।
তোমার ভঙ্গী দেখিয়া হাসেত দেবতা
যম হইয়া পলাইলা অন্যের কিবা কথা।
হেনকালে পবন গিয়া করে দারুন ঝড়
ঝড়ে যত রাক্ষস করে ধড়ফড়।

রাবনের যত ঠাট উড়াইল ঝড়ে
পর্ব্বতের পক্ষী যেন ঝাকেঝাকে পড়ে।
কোন রাক্ষস সহিতে নারে পবনের রন
রাক্ষসকটক ভঙ্গ দিল হাসে দেবগন।
হেনকালে বরুন গিয়া করে অশময়
প্রলয় জল দেখিয়া রাবনের লাগিল ভয়।
যথা যায় রাবন রাজা তথা দেখে জল
সং-সারে রাবন রাজা নাহি পায় স্থল।
কুম্ভকর্নে ডুবাইতে নারে দুর্জ্জয় শরীর
আর যত রাক্ষস হইল অস্থির।
বরুনের মায়া তবে বুঝিল রাবন
ব্রহ্ম অগ্নিবান ধনুকে যুঝিল তৎক্ষন।
অগ্নিবান এড়ে রাবন অগ্নি অবতার
সকল জল শুখাইয়া করিল সং-হার।
বরুনের মায়া চুর করিল রাবন
মরুতগন যুঝিবারে আইল তৎক্ষন।
একাদশ রুদ্র আইল দ্বাদশ রবি
জলাশয় আইল যতেক পৃথিবী।

বার সূর্য্য হেনকালে করিল উদয়
দেখিয়াত রাবনের লাগিল সংশয়।
রাবনের প্রতাপে ত্রিভুবন কাঁপে
বার সূর্য্য বারন হৈল রাবনের প্রতাপে।
একে২ সব দেবে জিনিলেক রাবন
জয়ন্তে মেঘনাদে দুই জনে বাজে রন।
দোঁহে রাজার বেটা করে বান বরিষন
লক্ষ২ বানে এখন ছাইল গগন।
বান অবতার করিয়া দুই বীর যুঝে
লক্ষ২ বান মারে সংগ্রামের মাঝে।
দুই জনে বান বরিষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া দোঁহে হইল জর্জ্জর।
অগ্নিবান মেঘনাদ পুরিল সন্ধান
বরুন বানে জয়ন্ত করিল নির্ব্বান।
ধুম্র বান মেঘনাদ যুড়িল ধনুকে
সিংহগার্জ্জনে বান উঠিল অন্তরীক্ষে।
শত্রুজয় বান জয়ন্ত পুরিল সন্ধান
মেঘনাদের বান কাটি করে খান২।

সকল বান ব্যর্থ যায় মেঘনাদ চিন্তে
অগ্নিবান বীনুকে যুড়িল আচম্বিতে।
এড়িলেক বানগোটা অগ্নিহেন জ্বলে
মহাবেগে উঠিল বান গগনমণ্ডলে।
বান দেখিয়া জয়ন্ত হইল ফাঁফরে
পৌলব দানব আছে পাতালপুরে।
পলাইয়া গেল জয়ন্ত পাতালভিতর
লুকাইয়া রহিল গিয়া মাতামহের ঘর।
ইন্দ্রের ঠাঁই কহে সকল দেবগন
আচম্বিতে জয়ন্ত না দেখি কিকারন।
শুনিয়াত ইন্দ্র রাজা করেন ক্রন্দন
পুত্র বলিয়া জয়ন্তের করেন অন্বেষন।
কাতর হইয়া রাজা করেন ক্রন্দন
হেনকালে মর্ম দেন পুরোহিত বচন।
পরলোকে যে জন যায় আমার মনে দেখা
জয়ন্ত নাহিক মরে পাইয়াছে রক্ষা।
পৌলব দানব আছে পাতালপুরে
লুকাইয়া রক্ষা পাইল মাতামহের ঘরে।

যমের পুরোধি শুনি রাজা ক্রন্দন সঙ্কলে
দেবগান লইয়া গেল চণ্ডির গোচরে।
তুমি বিদ্যমানে দেবতা হয়েত সংহার
আপনি যুঝিয়া দেবের করহ নিস্তার।
তোমার সৃজন সৃষ্টি যত দেবগান
আপনি যুঝিয়া দেবী রাখহ পরান।
এতেক শুনিয়া দেবী করিল আগুসার
কোটি২ রাক্ষস দেবী করেন সংহার।
দেবী বলেন রাবন কত সহিব অপরাধি
তোর মোর তরে আজি হৈল বিসম্বাদ।
এতেক বলিয়া দেবী যুঝেন ঘরবারে
আপনি যুঝেন দেবী চৌষট্টি অক্ষরে।
চৌষট্টির যুদ্ধ দেখিয়া রাবন ভয়ঙ্কর
যোড়হাতে স্তুতি করেন দেবির গোচর।
আমার সনে মাতা তোমার কিসের বিসম্বাদ
তোমার সনে মোর কিছু নাহি অপরাধি।

মহাদেবের সেবক আমি তুমিত ঈশ্বরী
তেকারনে তোমার সনে যুদ্ধ নাই করি।
আমারে জিনিলে মাতা কিছু নাহি কায
আমি মরিলে পরে শিবের হবে লাজ।
রাবনের স্তুতি শুনি দেবির হইল হাস
চৌষট্টি যোগিনী লইয়া গেলেন কৈলাশ।
এরূপে সকল দেবে জিনিল রাবন
ইন্দ্র রাবনে এখন দণ্ড বাজে রন।
ঐরাবত চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র নিল হাতে
রন জিনিতে আইল চড়ি দিব্য রথে।
ইন্দ্রের বজ্র অস্ত্র করে তোলপাড়
বজ্র দেখি রাবনের লাগে চমৎকার।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপে ত্রিভুবন
বজ্রের গর্জ্জন শুনিয়া ত্রাস রাবন।
রাবনের ত্রাস দেখি কহিল কুম্ভকর্ণ
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া পলায় দেবগন।
কুম্ভকর্ণ বলে ইন্দ্র আজি যাবে কোথা
অমরাবতী জিনিব তোর সকল দেবতা।

বজ্র অস্ত্র বিনা তোর আর নাহি ভাঁড়া
তোর বজ্র অস্ত্র আজি চিবাইয়া করিব গুঁড়া।
ইন্দ্র বলেন বেটা না কর অহঙ্কার
বজ্র অস্ত্রে আজি তোরে করিব সংহার।
মন্ত্র পড়িয়া ইন্দ্র বজ্র অস্ত্র এড়ে
দুই হাতে কুম্ভকর্ণ ভরিল ওদরে।
দেখিয়াত দেবগণ করেন বিসাদ
বজ্র গিলিয়া বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
অগ্নিময় অস্ত্র সেই পেটের ভিতর জ্বলে
জীর্ণ করিতে নাহি পারে ওগারিয়া ফেলে।
দেখিয়াত দেবগণ দিল টিটকারি
দেবতা গিলিতে বীর যায় রড়ারড়ি।
সৃষ্টি নাশ করিতে তারে সৃজিল বিধাতা
কুম্ভকর্ণ গিলিয়া বেড়ায় বহুৎ দেবতা।
অমর দেবতা সব নাহিক মরণ
নাক কানের দ্বার দিয়া পলায় তৎক্ষণ।
এক রাত্রিমাত্র জাগে বীর কুম্ভকর্ণ
রাত্রি প্রভাত হৈলে এড়ান দেবগণ।

কুম্ভকর্ণের ঠাঁই কার নাহি অব্যাহতি
অমরাবতী স্বর্গে যুদ্ধ চারি প্রহর রাতি।
যুঝিতেং রাত্রি হইল অবসান
রাত্রি প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বেহান।
ছয় মাস নিদ্রা যায় এক দিন জাগরণ
প্রভাত কালে নিদ্রা হৈল নিদ্রায় অচেতন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় রাবন রাজা চিন্তে
লঙ্কায় পাঠাইল তাহে তোনাইয়া রথে।
ইন্দ্র রাবনে এখন দড় বাজে রন
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষন।
ব্রহ্মজাল বানে ইন্দ্র বান্ধিল রাবনে
তাহা দেখি মেঘনাদ হৈল আগুয়ানে।
মোর বাপ বন্দি করিলে মোর বিদ্যমানে
অমরাবতী খানং করিব এখনে।
রাবনের পুত্র আমি নাম মেঘনাদ
আজিকার রনে তোরে পড়িল প্রমাদ।
মেঘনাদের কথা শুনি পুরন্দর হাসে
মরিবারে কেন বেটা আইলি মোর পাশে।

তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী
বাপ হৈতে পুত্র জিনিবে কোথাও না শুনি।
আমার বাণে মেঘনাদ নাহি অব্যাহতি
মরিবারে কেন আইলে বাপের সংহতি।
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।
মেঘনাদ করে এখন বাণ বরিষণ
ইন্দ্র এড়িয়া তখন পলায় দেবগণ।
সন্ধান পুরিয়া ইন্দ্র আকাশপানে চাই
কোথা হৈতে আইসে বাণ দেখিতে না পাই।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র পলাইল তরাসে
হেনকালে মেঘনাদ এড়ে নাগপাশে।
নাগপাশ মহা অস্ত্র বড় জানে শিক্ষা
প্রথম যজ্ঞে পাইল অস্ত্র কার নাই রক্ষা।
এক বাণে জন্মিল তিন কোটি অজাগর
হাতে গলায় বান্ধিয়া আনে পুরন্দর।
সাপের বিষের জ্বালায় হইল মূর্চ্ছিত
ইন্দ্র এড়ি দেবগণ পলায় চারিভিত।

নাগপাশ বানে ইন্দ্র হইল অচেতন
সকল রাক্ষস হেথা জোড়ায় রাবন।
হেনকালে মেঘনাদ বাপের বিদ্যমান
মেঘনাদের তরে রাবন করিছে বাখান।
আমারে বান্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ
হেন ইন্দ্র বান্ধিয়া তুমি করিলা পুত্রকায।
ইন্দ্র বান্ধিয়া লহ লঙ্কার ভিতর
পশ্চাৎ যাইব আমি লুটিয়া ভাণ্ডার।
মেঘনাদ বলে বাপা আজ্ঞা করিলে তুমি
ইন্দ্র বান্ধিয়া আগে লইয়ে যাই আমি।
মেঘনাদের বচনে যত রাক্ষসগণ
রথের ওপর ইন্দ্র লৈয়া করিল গমন।
মোর বাপে বান্ধিয়াছিলে ঐরাবতের পায়
বান্ধিলেক দেবরাজ রথের চাকায়।
ইন্দ্র বন্দি করিয়া নিল লঙ্কার ভিতর
অমরাবতী স্বর্গ লোটে লঙ্কেশ্বর।
পারিজাত পুষ্প ওপাড়ে তালে মূলে
স্ত্রীগণ লুটিতে যায় ভিতর মহলে।

শচী লৈয়া অন্তরীক্ষে গেল দেবগন
শচীরে চাহিয়া বুলে রাজা দশানন।
শচী না পাইয়া রাবন দুঃখ ভাবে মনে
দুই লক্ষ দেবকন্যা লইল রাবনে।
নানা রত্ন মনি মানিক ভাণ্ডার দাঁদুড়ি
বাছিয়া২ লইল বড়২ সুন্দরী।
যত বিন পায় রাবন তাহে নাই মন
কন্যা সব পাইয়া রাবন হরিষ বদন।
লুটিয়া পোড়ায় পুরী করে ছারখার
অমরাবতী লুটিয়া করে আগুসার।
লঙ্কায় আসিয়া রাবন করেন দেয়ান
ত্রিশ কোটি সেনাপতি আইল বিদ্যমান।
মেঘনাদের তরে রাজা করিছে বাখান
ধন্য২ পুত্র মোর বীরের প্রধান।
নানা অলঙ্কার দিল মাতায় দিল মনি
বিদ্যাধরীগন দিল দশ হাজার নাচনী।
বাপের প্রসাদ পাইয়া হরিষ অন্তরে
দেবকন্যা লইয়ে বীর রহে কুতুহলে।

এইমত লঙ্কায় আছে লঙ্কেশ্বর
এথা দেবগন গেল ব্রহ্মার গোচর।
আচম্বিতে রাবন তোমার সৃষ্টি করে নাশ
রাত্রি দিবা ঘুচিল সূর্য্যের প্রকাশ।
আচম্বিতে স্বর্গ আসি বেড়ি লঙ্কেশ্বর
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙ্কার ভিতর।
দেবগন ছাড়িলাম স্বর্গের বসতি
কেমনেতে ইন্দ্র তবে পাবে অব্যাহতি।
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা করেন বিসাদ
রাবনেরে বর দিয়া পাড়িনু প্রমাদ।
দেবগনসঙ্গে ব্রহ্মা চলিল সত্বর
আপনি আইল ব্রহ্মা লঙ্কার ভিতর।
পাদ্য অর্দ্য দিয়া পুজা করিল লঙ্কেশ্বর
ব্রহ্মা বলেন শুন রাবন আমার উত্তর।
ব্রহ্মা বলে সৃষ্টি তুই করিলি নাশ
রাত্রি দিবা ঘুচিল সূর্য্যের প্রকাশ।
আচম্বিতে ইন্দ্র বান্ধি আনিলি কিকারন
অমরাবতী স্বর্গ ছাড়িল দেবগন।

মরিবার পথ করিলি আপনার হাথে
সৃষ্টি রক্ষা পাউক যাউ জাউ দেবরাজ।
এতেক শুনিয়া রাবণের শুকিল পরাণ
হেনকালে মেঘনাদ বুহ্মার বিদ্যমান।
মেঘনাদ বলে বুহ্মা আগে দেহ বর
আগে বর দেহ তবে এড়িব পুরন্দর।
অমর বর দিতে মোরে কর সম্বিধান
অমর বর বিনে আমি না চাই অন্যদান।
মেঘনাদের কথা শুনি বুহ্মার হৈল হাস
তুমি অমর হৈলে আমার সৃষ্টি হবে নাশ।
বুহ্মা বলেন মেঘনাদ বর দিলাম তোরে
ত্রিভুবন জিনিবে তুমি এই যজ্ঞ করে।
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যেই জন
নিশ্চয় জানিহ তোমার সেই দিন মরণ।
বুহ্মা বলেন মেঘনাদ শুন আমার হিত
ইন্দ্র জিনিয়া তোমার নাম ইন্দ্রজিত।

এতেক শুনিয়া বীরের হরিষ অন্তর
বন্ধন মুক্ত করিয়া আনিল পুরন্দর।
ইন্দ্র আনিয়া দিল ব্রহ্মার বিদ্যমান
হেট মাথায় রহিল ইন্দ্র পাইয়া অপমান।
ব্রহ্মা বলেন ইন্দ্র কি ভাব মনেমন
এমত দুঃখ পাইলা ব্রহ্মশাপের কারন।
ব্রহ্মশাপের কথা মনে আছে এখন
সেই কথা কহি শুন হইয়া সাবধান।
কৌতুকেতে এক কন্যা সৃজিলাম আপনি
সে কন্যার রূপ যেন জগত মোহিনী।
অহল্যা কন্যার নাম থুইনু তৎক্ষণে
হেনকালে গৌতম আইল আমার সম্ভাষনে।
অহল্যার রূপ দেখি মুনি হইল আকুল
লাজে কিছু নাহি বলে কামেতে ব্যাকুল।
মুনির মন বুঝিয়া আমি কন্যা দিলাম দান
অহল্যা লইয়া মুনি গেল নিজ স্থান।
তপ করিতে গেল মুনি তমসার কূলে
হেনকালে গেলে তুমি পড়িবার ছলে।

গৌতমের বেশ ধরিয়া গেলা তার বাড়ী
অহল্যা গৌতমের স্ত্রী পরমসুন্দরী।
পতিব্রতা অহল্যা সর্ব লোকে জানি
স্বামীজ্ঞানে তোমারে দিল আসন পানি।
স্ত্রী জাতি নাহি জানে কপট ব্যবহার
বলে ধরিয়া তুমি তারে করিলা শৃঙ্গার।
হেনকালে তপ করি মুনি আইল ঘরে
মুনির ঠাঁই এড়ান নাই চিনিল তোমারে।
অহল্যারে শাপ আগে দিল মুনিবর
পাষাণ হইয়া থাক তিন শত বৎসর।
আপনি জন্মিবেন প্রভু রাম অবতার
তিনি পদধুলি দিলে তোমার প্রতিকার।
অহল্যা পাষাণ হইল মুনির শাপে
তবে তোমারে শাপ দিল মুনি কোপে।
তোর অনাচার ইন্দ্র রহিল ঘোষণা
যত তোরে পড়াইলাম দিলি তার দক্ষিণা।
ভগে অভিলাষ তোমার নষ্ট করিলি স্বর্গ
ভগে অভিলাষ তোর গায়ে হউক ভগ।

শাপ দিল মহামুনি না যায় খণ্ডন
সহস্র ভগ গায়ে তোমার হইল তৎক্ষণ।
মুনির পায়ে ধরিয়া তুমি করিলে ক্রন্দনে
পরদারপাপ মোর খণ্ডিবে কেমনে।
মুনি বলে খণ্ডন না যায় পরদারপাপ
পরদারপাপে তুমি পাবে বড় তাপ।
মুনির বচন রাজা না যায় খণ্ডন
এত দুঃখ পাইলে ব্রহ্মশাপের কারণ।
ব্রহ্মা বলেন ইন্দ্র তোমার কহি কাণে
রামনাম দুই অক্ষর জপহ রাত্রি দিনে।
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার
রামনাম স্মরণে পাপের নাহি অধিকার।
ব্রহ্মার প্রসাদে ইন্দ্র পাইল অব্যাহতি
অমরাবতী স্বর্গে গিয়া করেন বসতি।
রামনাম দুই অক্ষর রাত্রি দিন জপে
ইন্দ্র অব্যাহতি পাইল পরদারপাপে।
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রামের হৈল হাস
কহ২ বলিয়া রাম করেন প্রকাশ।

দিগ্বিজয়কথা সকল কহিল মুনি
রাবন কুম্ভকর্ন হইতে হনুমান বাখানি।
অনেক ঠাঁই শুনিলাম রাবনের পরাজয়
হনুমানের পরাজয় কোথাও না হয়।
জম্বুদ্বীপের পার পর্ব্বত রাত্রিভিতর আনে
হনুমানের সম বীর নাহি ত্রিভুবনে।
অগস্ত্য বলেন কি কহিব হনুমানের কথা
হনুমানের গুন কহিতে না পারেন বিধাতা।
বিধাতা যাহার গুন না কহিতে পারে
হনুমানের গুন কহিতে কোন জন পারে।
যত গুন ধরে বীর কি কহিতে পারি
জিজ্ঞাসিলে রঘুনাথ কিছু কহিতে পারি।
অঞ্জনা উহার মাতা জন্ম দিল পবন
হনুমানের জন্মকথা কহিব এখন।
পঞ্চক্রোষ্ঠ নামে ছিল স্বর্গবিদ্যাধরী
তাহার কন্যা জন্মিল অঞ্জনা বানরী।

বিদ্যাধরির কন্যা সেই পরমসুন্দরী
ধর্ম্মবিবাহ করিল তারে বানর কেশরী।
মলয় পর্ব্বতের ওপর কেশরির ঘর
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর।
চৈত্র মাসে প্রবেশেত বসন্ত মলয়
হেনকালে পবন গেল পর্ব্বত মলয়।
মলয় বসন্তের বায়ু বহিছে পবন
কামে হইল পবন দুর্জ্জয় এখন।
মলয় বসন্তের বায়ু অঞ্জনা ব্যাকুল
ঋতুস্নান করিতে যায় নর্ম্মদার কূল।
সন্ধান পাইয়া তথা গেলেন পবন
অঞ্জনা দেখিতে তার হরষিত মন।
ঝড়ে বস্ত্র উড়াইয়া দিল আলিঙ্গন
অঞ্জনা ভৎসিতারে বলিছে বচন।
অঞ্জনা বলে পবন করিলি জাতি নাশ
দেবতা হইয়া তোর বানরী অভিলাষ।
পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা
স্ত্রীর রূপ দেখিলে পুরুষ পাসরে আপনা।

দৈব মহাপাপ হয় পরস্ত্রীগমনে
জাতি কুল বিচার করে কোন জনে।
সকল সম্বরিয়া তুমি যাহ নিজ ঘরে
মহাবল পুত্র হবে তোমার উদরে।
এতেক বলিয়া পবন গেল নিজ স্থান
আঠার মাসেতে প্রসবিল হনুমান।
অমাবস্যার দিনে হৈল হনুমানের জন্ম
জন্মিয়া সেই দিনের শুনহ বিক্রম।
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তন পান
রাঙ্গা বর্ণে সূর্য্য উঠে প্রত্যুষ বেহান।
হনুমানে ধরিতে চাহিল কৌতুকে
মায়ের কোলে থাকিয়া লাফ দিল অন্তরীক্ষে।
ভূমে হৈতে সূর্য্য উঠে লক্ষ যোজন
লক্ষ যোজন এক লাফে উঠিল গগন।
লক্ষ যোজনের পথ উঠিল আকাশে
সূর্য্য ধরিতে যায় বুকের ভরসে।
অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ হইল সেই দিন
রাহু ধাইয়া আইসে গিলিবার মনে।

হনুমানে দেখিয়া রাহুর লাগে ডর
পলাইয়া গেল রাহু ইন্দ্রের গোচর।
এত দিনে ইন্দ্র মোর ঘুচাইল বিষয়
সূর্য্য গিলিতে আর আইল দুর্জ্জয়।
রাহুর কথা শুনিয়া দেবের তরাস
সূর্য্য গিলিবে এমন করিয়াছে আস।
ঐরাবত চড়িয়া ইন্দ্র গেলেন কৌতুকে
সূর্য্যের কাছেতে গিয়া হনুমান দেখে।
সিন্দুরে শোভা করে ঐরাবতের মুখ
রাঙ্গা বর্ণ দেখিয়া হনুমানের কৌতুক।
সূর্য্য এড়িয়া যায় ঐরাবত ধরিতে
কুপিল ইন্দ্র রাজা বজ্র নিল হাতে।
ক্রোধ হইলে পুরুষ আপনা পাসরে
বিনি দোষে বজ্র মারে হনুমানের শিরে।
অচেতন হৈল বীর সেই বজ্রাঘাতে
অচেতন হৈয়া পড়ে মলয় পর্ব্বতে।
দেখিয়াত অঞ্জনার উড়িল পরান
ব্যাকুল হইয়া কান্দে কোলে হনুমান।

পুত্র২ বলিয়া অঞ্জনা করেন ক্রন্দন
হেনকালে আইল তথা দেবতা পবন।
অঞ্জনা বলে পবন তোমার অপকর্ম্মে
পাপেতে জন্মিল পুত্র মরিল অধর্ম্মে।
অঞ্জনার বচনে পবন পড়ে লাজে
জগতের প্রাণ আমি ধরি কোন কাযে।
ত্রিভুবনের হই আমি প্রাণকর্ত্তা
আমার পুত্র মরে কৌতুক দেখেন দেবতা।
বিধাতা সৃজিল সৃষ্টি বড় করিয়া আশ
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আজি করিব বিনাশ।
শ্বাসপবন বহে লোকের জীবন
পবন ছাড়িল অচেতন হৈল ত্রিভুবন।
স্থাবর জঙ্গম আদি মরে যত জীবী
মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী।
ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা
সৃষ্টিনাশ হয় এখন চিন্তিত বিধাতা।
মলয় পর্ব্বতে ব্রহ্মা আইল সত্বর
ব্রহ্মা বলেন পবন শুন আমার উত্তর।

সৃষ্টি সৃজিলাম আমি অনেক কর্কশে
হেন সৃষ্টিনাশ করিতে যুক্তি নাহি আইসে।
পবন সৃজিলাম আমি লোকের জীবন
শ্বাসেতে পবন বহে এইসে কারণ।
হেন পবন বন্ধি করিলে মরিবা আপনি
আপনি মরিবে পবন তাহা কর কেনি।
আপনা রাখ সৃষ্টি রাখ শুনহ উত্তর
চারি যুগে তোমার পুত্র হইবে অমর।
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া পবনের হাস
বন্ধি করিয়া ছিল পবন করিল খালাস।
আপনা প্রকাশ যদি করিল পবন
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল উঠিল ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা বলেন দেবতা শুন আমার বচন
হনুমানে আশীর্ব্বাদ করহ এখন।
সভার আগে যম বলে আমি দিলাম বর
আমা হৈতে নাহি তোর মরনের ডর।
তবে বর দিলেন দেবতা বরুন
আমার জলে তোমার না হবে মরণ।

অগ্নি বলে হনুমান আমি দিলাম বর
আমার অগ্নিতে তোর না পোড়ে কলেবর।
যত২ দেবতা যত শক্তি ধরে
আপনার বল দিল হনুমানের তরে।
ইন্দ্র বলে হনুমান পবননন্দন
বড় লজ্জা পাইলাম আমি তোমার কারন।
যে বজ্রাঘাতে তুমি হইলা অস্থির
সেই বজ্রসমান হওক তোমার শরীর।
ব্রহ্মা বলেন হনুমান আমি দিলাম বর
আমার বরে হও তুমি অজয় অমর।
আপনি বর দিয়া ব্রহ্মা আপনি বিমর্ষে
ধ্যানে জানিল ব্রহ্মা শাপ হবে শেষে।
বর দিয়া দেবগন গেল নিজ স্থান
মলয় পর্ব্বতে রহিল বীর হনুমান।
বাপের ঘরে আছে বীর পর্ব্বত শেখর
নানা বাদ্য মল্লযুদ্ধ শিখিল বিস্তর।
পড়িবারে গেল বীর ভার্গব মুনির স্থানে
চারি বেদ মল্লযুদ্ধ শিক্ষে চারি দিনে।

গুরু পড়াইতে নারে গুরুরে টোল করে
কুপিল ভার্গব মুনি শাপ দিল তারে।
বানর হইয়া বেটা গুরুরে কর ঘৃণা
বল বুদ্ধি বিক্রম যে পাসর আপনা।
মুনির শাপে হনুমান আপনা পাসরে
তেঁই পলাইয়া ছিল বালি রাজার ডরে।
হনুমান বীর যদি আপনারে জানে
ত্রিভুবন জিনিতে পারে এক দিনের রণে।
দশ হাজার বৎসর যদি কহি কথন
তবু বলিতে নারি হনুমানের বিক্রম।
আপনি রাম তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ
তোমার সেবক তাহার কি কব কথন।
যত গুণ বীরে বীর কি কহিতে পারি
বিদায় দেহ রঘুনাথ দেশের তরে চলি।
পূর্ব্বকথা কহিল মুনি দুই বৎসর
আপন দেশে বিদায় হইয়া গেল মুনিবর।
নানা রত্ন দিয়া মুনির করি পরিহার
দেশের তরে যান মুনি পাইয়া পুরস্কার।

রাম রাজ্য করেন ধর্ম্মপরায়ণ
দুর্ভিক্ষ নাহি রামরাজ্যে অকাল মরণ॥
রাম বলেন ভরত ভাই শুনহ বচন
চৌদ্দ বৎসর দুঃখ পাইলে আমার কারণ॥
রামের কথা শুনিয়া ভরতের অঙ্গীকার
তোমাবিদ্যমানে গোসাঞি মোর রাজ্যভার॥
ত্রিভুবনে ভয় নাই তোমাবিদ্যমানে
সীতা লইয়া এক্ষণে থাক রাত্রি দিনে॥
ভরতের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাস
কেলি করিতে গেল রাম ভিতর আওয়াস॥
অষ্ট শত বিহঙ্গে গেল ভিতর অন্তঃপুরী
সীতা আদি করিয়া আছে স্বর্গবিদ্যাধরী॥
রাম বলেন সীতা শুন আমার বচন
লঙ্কার ভিতর দেখিলে সোনার অশোকবন॥
দশ মাস ছিলা তুমি তাহার ভিতরে
দেবকন্যা লইয়া তাহে রাবণ লীলা করে॥

তাহার অধিক আমি সৃজিব বৃন্দাবন
তুমি আমি গিয়া কেলি করিব দুই জন।
রঘুনাথ কেলি করিবেন ব্রহ্মা হরষিত
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মায় আনিল ত্বরিত।
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন
রঘুনাথের বৃন্দাবন করহ গঠন।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হইল আগুয়ান
অদ্ভুত বৃন্দাবন যে করেন নির্ম্মাণ।
নানা বর্ণ গাছ কৈল নানা ফুল ফল
মধু পান করে তাহে ভ্রমর সকল।
কোকিল কলরব করে ভ্রমরঝঙ্কার
নানা বর্ণে পক্ষীশব্দ শুনিতে সুন্দর।
দির্ঘী সরোবরের জল করিল নির্ম্মল
রাজহংস কেলি করে পদ্ম উৎপল।
অশোকবন সৃজে তাহে পুষ্পের উদ্যান
নানা বর্ণে পুষ্প সৃজে সুগন্ধে বহে পবন।
চাঁপা নাগেশ্বর সৃজিল রঙ্গন জাতী
পারিজাত পুষ্প আনে থাকিয়া অমরাবতী।

যত২ পুষ্প আছে স্বর্গভুবনে
তাহা হইতে পুষ্প লৈয়া সৃজিল বৃন্দাবনে।
পৃথিবির গাছ আনে অতি অনুপম
অযোধ্যায় লইয়া সব করিল নির্ম্মাণ।
বারমাসিয়া ফল সৃজে আম্র কাঁঠাল
সুরঙ্গ নারিকেল সৃজে অমৃতরসাল।
সোনার প্রাচীর ঘর সোনার আওয়ারী
সোনা দিয়া ঘাট তাহে বান্ধিল পুখরী।
রাম সীতা কেলি করিবেন দুই জন
ঘরের জ্যোতি নিকলে যেন সুর্য্যের কিরণ।
অদ্ভুত পুরীখান যে করিল নির্ম্মাণ
বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেল নিজ স্থান।
পুরী দেখিয়া রাম পরমকৌতুকী
পুরী প্রবেশিল রাম লইয়া জানকী।
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য করেন বেহানে
সীতা লইয়া অনুক্ষণ থাকেন বৃন্দাবনে।
প্রথম ঋতু কেলি করেন বসন্ত সময়
মলয় বসন্তের বাও মনং বয়।

বিচিত্র গঙ্গাজল পাট্টি তাহাতে শয়ন
নিদাঘ হইলে কেলি করে দুই জন।
পারিজাত পুষ্প পাতেন সিংহাসনে
বরিষা হইলে তায় কেলি করেন দুই জনে।
শরত ওত্তম ঋতু নির্গম গমন
চন্দ্র ওদয় করিয়া ওঠিল গগন।
রজনীতে শোভা করে আলো করে চাঁন্দে
রাম সীতা কেলি করেন পরমসানন্দে।
হেমন্ত ওত্তম ঋতু অগ্রহায়ণ মাসে
সীতা লইয়া কেলি করেন পরবহরিষে।
রত্নসিংহাসন তাহে লেভের তুলি
শীতে কাল হইলে রাম তাহে করেন কেলি।
মিষ্ঠ অন্ন পান দোঁহে করেন ভোজন
কর্পুর তাম্বুল দোঁহে করেন ভক্ষণ।
এক দিনের বেশ সীতা আর দিন নাহি করে
বিষ্ণু তুষিবারে সীতা নানা বেশ ধরে।
সীতার বেশ করান যত স্বর্গবিদ্যাধরী
সাত হাজার বৎসর সুখে করেন কেলি।

পঞ্চ মাস গর্ব্ভ হইল সীতার উদরে
কৌতুকে সীতারে রাম জিজ্ঞাসেন সাদরে।
গর্ব্ভবতী স্ত্রী হইলে সাধ খাইতে অভিলাষ
কোন দ্রব্য খাইবে সীতা করহ প্রকাশ।
লাজে হেট মাথা করে সীতা চন্দ্রমুখী
তাহা দেখিয়া রাম হইল কৌতুকী।
এক দ্রব্য খাইতে প্রভু সাধ গেল মনে
এক দিন বিদায় দিবে যাইব তপোবনে।
যমুনার তীরে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণ
সেই আতব তণ্ডুল আমি করিব ভক্ষণ।
মুনির কন্যার সনে যাইব স্নান করিবারে
হংস ঘোদাড়িয়া দিও খাইব গঙ্গাতীরে।
অবশ্য আমারে প্রভু দিবেন মেলানি
নানা রত্ন দিয়া তুষিব মুনির ব্রাহ্মণী।
এতেক শুনিয়া রামের বিস্ময় লাগে মনে
কালি বিদায় দিব যাইহ তপোবনে।

এতেক আশ্বাস রায় দিলেন সীতারে
সাত হাজার বৎসরে রায় আইল বাহিরে।
অষ্ট শত বিহঙ্গের বাহির হইল যখন
পাত্র মিত্র কানাকানি করিছে তখন।
রাক্ষসের ঘরে সীতা ছিলেন দশ মাস
হেন সীতা লইয়া রায় গৃহে করেন বাস।
হেনকালে গেল রায় বাহির চবুতারা
দেয়ানে বসিল রায় সভাখণ্ড লইয়া।
ভয় পাইয়া লোক করে কানাকানি
সীতার নিন্দাকথা রায় শুনিল আপনি।
পাত্র মিত্র সভাখণ্ড বসিল সকল
জিজ্ঞাসিল রঘুনাথ সভার ভিতর।
ধর্ম্মে রাজ্য করিল মোর দশরথ বাপ
নানা সুখে ছিল লোক নাহি জানে তাপ।
আমি রাজা হইতে প্রজা আছেত কেমনে
রাজ্যের ব্যবহার মোরে কহ প্রজাগনে।
এতেক বলিল রায় সভার ভিতর
নিঃশব্দ হইল লোক নাহিক উত্তর।

ভদ্র নামে পাত্র ছিল ওঠিল আচম্বিত
রায়ের আগে বার্ত্তা কহে যোড় করি হাত।
ভদ্র বলে রঘুনাথ কর অবধান
রঘুবংশের পাত্র আমিসে প্রধান।
অবধান কর গোসাঞি আমার বচন
তোমার রাজ্য আছে গোসাঞি যে প্রজাগন।
দশরথ রাজ্য করিলেন যেই কালে
নিত্য ভোজন সব করিত স্বর্ণথালে।
ভোজন করিয়া পাত্র বর্জ্জিত তৎক্ষণ
এখন পাত্র বর্জ্জে মাসান্তর এক দিন।
রাম বলেন নির্দ্ধন কেন হইল সংসার
রাজা হইয়া করিনু আমি কোন অনাচার।
রাজা যদি পাপ করে প্রজার বাড়ে দুঃখ
রাজা যদি পুন্য করে প্রজার বাড়ে সুখ।
ভদ্র বলে রঘুনাথ নিবেদন করি
পাত্র হইয়া কত বলিব প্রানে ভয় করি।
রাম বলেন ভদ্র তুমি না হও চিন্তিত
পাত্র হৈলে নির্ভয় বলে এইসে উচিত।

ভদ্র বলে রঘুনাথ যাই যথা তথা
সকল ঠাঁই শুনি প্রভু সীতার নিন্দাকথা।
দেবাসুর নাহি করে যেবা সব রণ
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ।
দোষ গুণ না বুঝিয়া সীতা আনিলে ঘরে
এই অপযশ বলে তোমার তরে সংসারে।
এতেক বলিল যদি ভদ্র দুর্মুখে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রামের সম্মুখে।
রামের নিকটে আছে যত পাত্রগণ
রাম বলেন কহ পাত্র সত্য বচন।
রামের আজ্ঞা পাইয়া বলে পাত্র বর্গ
সকল সত্য হয় গোসাঞি যে বলিল ভদ্র।
শুনিয়া রঘুনাথ ছাড়িল নিশ্বাস
উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

পাত্র মিত্র সভাকারে দিলেন মেলানি
অভিমানে রঘুনাথের চক্ষে পড়ে পানি।

নিদাঘ সময় যে প্রথম মাস জ্যৈষ্ঠ
স্নান করিতে যান রাম মাত্রা করিয়া হেট।
একেশ্বর যান রাম কেহ নাই সংহতি
বাপের সরোবরেতে যান শীঘ্রগতি।
পর্ব্বত জিনিয়া সেই সরোবরের পাড়
চারি ঘাট শোভা করে বিচিত্র আকার।
দক্ষিণঘাটে কাপড় কাচে বৃষি সোনার পাটে
স্নান করেন রঘুনাথ উত্তরঘাটে।
স্নান করিয়া রঘুনাথ গায়ের তোলেন পানি
দক্ষিণঘাটে শুনেন রাম বোপার কাহিনী।
দুই জনে কথা বার্ত্তা শ্বশুর জামাই
শ্বশুর জামাই কথা বার্ত্তা আর কেহ নাই।
শ্বশুর বলে জামাই কুলেতে কুলীন
সর্ব্ব গুণ বীর তুমি বোপাতে মলীন।
জ্ঞাতির প্রবীন হইয়াছিল তোমার পিতা
রূপ গুণ দেখিয়া তোমাকে দিলাম দুহিতা।
কোন দোষ করিল ঝি মারিলে কোন ছলে
একেশ্বর রাত্রে গেল আমার মন্দিরে।

দুই প্রহর রাত্রে গেল বড় পাইলাম ভয়
বাপের বাড়ী যুবতী কন্যা কভু ভাল নয়।
এত যদি জামাতারে বলিল শ্বশুর
বাক্যের ছল পাইয়া জামাতা বলিছে প্রচুর।
শ্বশুর হইয়া বল কি বলিতে পারি
তোমার কন্যা শ্বশুর থাকুক তোমার বাড়ী।
দুই প্রহর রাত্রে গোসাঞি কেহ নাই সংহতি
কার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রাতি।
পৃথিবির রাজা রাম সম্বরিতে পারে
রাবনে হরিলেক সীতা আনিলেক ঘরে।
রামহেন আমি নহি পৃথিবির পতি
জ্ঞাতি লোকে খোঁটা দিবে আমি হীন জাতি।
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন
রাম ঘরে আইলেন বিরস বদন।
ভদ্র যত বলিলেক রামের মনে লয়
যত কিছু বলিল ভদ্র কিছু মিথ্যা নয়।
হেট মাতায় আইসেন রাম করেন বিসাদ
এথা সীতা দেবী পাড়িয়াছে প্রমাদ।

পঞ্চ মাসের গর্ব্ব সীতার ওদরে
তায়েং এক ঠাঁই বসিয়াছেন ঘরে।
কেহ গায়ে তৈল দেয় মাতায় চিরুনি
কেহ পাখাতে কেহ ফিরায় বিয়নী।
তায়েং এক ঠাঁই কহেন কথন
কহ দেখি সীতা দেবী রাবণ কেমন।
কেমনে দশ মুণ্ড ধরে লঙ্কার রাবণ
কেমন আকার তার কেমন বদন।
তোমারে লইয়া রাক্ষস করিল দুর্গতি
ভুমিতে লিখিয়া দেহ তার মুণ্ডে মারি লাথি।
সীতা বলেন আমি না দেখি তাহারে
সবেমাত্র ছায়া দেখিনু সাগরের জলে।
তবু ওপদ্রব করে সীতার জাতৃগণ
কেমন ছায়া দেখিলে ভুমে করহ লিখন।
সীতার জাতৃ তারা চারি বহিনী
পুমাদ পাড়িলে তারা দেবে নাহি জানি।
হাতে খড়ি দিল সীতা দেবের নিবর্ব্বন্ধ
কুড়ি হস্ত কুড়ি চক্ষু লিখিল দশ কন্ধ।

গর্ব্ববতী স্ত্রী হইলে সদাই উঠে হাঁই
আলস্য করিয়া সীতা শুইল সেই ঠাঁই।
শোকসাগরে ডুবাইতে জানেন বিধাতা
নেতের আঁচল পাতি শুইল দেবী সীতা।
চারিভিতে চাহিতে রাম গেল অন্তঃপুরী
রাম দেখিয়া বাহির হৈল সকল সুন্দরী।
সীতার হেটে রাম দেখিল রাবন
ভাল অপযশ মোরে বলে সর্ব্বজন।
সীতারে দেখিয়া রাম আইল বাহিরে
অভিমানে রঘুনাথের চক্ষে লোহ পড়ে।
সত্য নাহি আমার বাপ আমা পুত্র বৰ্জ্জে
সত্য কার্য্যে করিলে লোকে নাহি গৰ্জ্জে।
সীতার রূপ গুন কোথায় নাহি শুনি
রূপ গুন দেখিয়া তারে না দিলাম সতিনী।
সীতার লাগি বলিল মোরে বাপ দশরথে
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিল হাতেং।
দেশেরে আনিলাম দিয়া সীতারে আশ্বাস
হেন সীতালাগিয়া লোক করে উপহাস।

উপহাস করে লোক কত সহিতে পারি
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল দুয়ারি।
দুয়ারি ডাকিয়া রাম বলেন বচন
ভরত লক্ষ্মণ ঝাট আন শত্রুঘ্ন।
রামের আজ্ঞা পাইয়া দ্বারি সত্বর
তিন ভাই আনিয়া দিল রামের গোচর।
তিন ভাই আসিয়া বন্দিল রামের চরণ
তিন ভাই লইয়া যুক্তি করেন তখন।
যে কর্ম্ম করিতে লজ্জা পাই সভার আগে
আমা সভার যুক্তি তা করিতে পরিত্যাগে।
রাম বলেন আর না বলহ উত্তর
সীতালাগিয়া লজ্জা পাই সভার ভিতর।
অপযশ কত সহিব স্ত্রীর কারণ
অপযশ পাইলে বর্জ্জি তোমা তিন জন।
আমার বচন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ
সীতা লইয়া রাখ ভাই মুনির তপোবন।

বাল্মীকের তপোবন যমুনার কূলে
দেশের বাহিরে সীতা এড় নিয়া দূরে।
কালি সীতা বলিয়াছেন আমারে আপনি
নানা রত্ন দিয়া তুষিব মুনির ব্রাহ্মণী।
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ
রঘুনাথের আজ্ঞায় তুমি চলহ তপোবন।
রাম বলেন শুন রে ভাই ভরত লক্ষ্মণ
অশ্বমেধ করিতে ভাই আমার গেল মন।
শরযূর কূলে স্থান করহ নির্ম্মাণ
করহ সকল কার্য্য হইয়া সাবধান।
রঘুনাথ যজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরষিত
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মায় আনিল ত্বরিত।
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন
রঘুনাথের যজ্ঞঘর করহ গঠন।
এতেক শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা হইল আগুয়ান
অদ্ভুত যজ্ঞস্থান করেন নির্ম্মাণ।
হনুমান আইল সেই যজ্ঞের নিকটে
চারি অক্ষৌহিণী সেনা যজ্ঞস্থানে খাটে।

তিন যোজন কুণ্ড আছে পরিসর
চারি যোজন কুণ্ড ওজেতে দীর্ঘল।
ছয় যোজন করিল কুণ্ডের মেখলা
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধিল যজ্ঞশালা।
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর
তিল তণ্ডুল যব ধান্য তিন কোটি ঘর।
সোনার প্রাচীর ঘর সোনার আওয়ারী
সোনার নাটশালা বান্ধে দিয়া রম্য পুরি।
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ
অমরাবতী স্বর্গ যেন করিল গঠন।
যজ্ঞ দেখিতে আসিবেন পৃথিবির রাজা
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক লোক পুজা।
যজ্ঞ দেখিতে আসিবেন পৃথিবির মুনি
তাহাসভার ঘর মুকুতার গাঁথনি।
আশি যোজনের পথ করিল আওতন
বচিত্র কুণ্ড তাহে করিল গঠন।
এক মাসে পুরীখান করিল নির্ম্মাণ
বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেল নিজ স্থান।

ইন্দ্র বরুণ যম যজ্ঞের হইল হোতা
যজ্ঞের অগ্নি হইল আপনি বিধাতা।
বড়২ যত মুনি আছেন ভুবনে।
একে২ সব মুনি আইল যজ্ঞস্থানে।
জমদগ্নি আইল ভার্গব পরাসর
সকর্ণ কশ্যপ আর আইল মুনিবর।
ভরদ্বাজ হস্তদীর্ঘ আইল শীঘ্রগতি
দুর্ব্বাসা মুনি আইল বড় ক্রোধমতি।
অস্তিক মুনি আইল গৌতম তপোধন
মৎস্যাবর্ণ আইল ঋষি সমোপন।
পূর্ব্ব হইতে আইল দক্ষ মহামুনি
ঐষিক কুশবৃক্ষ আইল পরমজ্ঞানি।
বিষ্ণুপদ মুনি আইল ওর্ব্ব চ্যাবন
সনক সনাতন আইল দুই জন।
সাণ্ডিল্য গর্গ মুনি করিল আগুসার
কপিল মহামুনি আইল বিষ্ণু অবতার।
জয়মিনি দধিচি আইল সরভঙ্গ
চিত্রবিধি কৌশিকি আইল মাতঙ্গ।

দেবর্ষি মুনি আইল পরম আনন্দ
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আইল সদানন্দ।
দেব বিরাট বিশ্বশ্রবা আইল অক্রু মুনি
চারি দিগের মুনি আইল অকথ্য কাহিনী।
একে২ মুনি আইল কহিতে না জানি
সবে কার্য্য বুঝিয়া আইল বাল্মীকি মুনি।
সকল মুনিগণ করিল বেদধ্বনি
যজ্ঞ করিতে রঘুনাথ বসিল আপনি।
যজ্ঞ করিতে রাজমহিষী চাহি যজ্ঞস্থানে
সোনার সীতা আনিল সেই যজ্ঞের বিধানে।
সকল পৃথিবী গেল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ
নিমন্ত্রণ পাইয়া যজ্ঞে আইল রাজাগণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ আইল লৈয়া বানরগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল সুষেণনন্দন
সরভ কুমুদ আইল মন্ত্রী জাম্বুবান
নল নীল আইল বীর হনুমান।

যজ্ঞের নিমন্ত্রন গেল সাগরের পার
তিন কোটি রাক্ষস লৈয়া বিভীষন আগুসার।
দেশে২ চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রন
নিমন্ত্রণ পাইয়া যজ্ঞে আইল রাজাগন।
মিথিলা হইতে আইল জনক মহর্ষি
শাল মহারাজা আইল যার দেশ কাশী।
নেপালের রাজা আইল দুর্জ্জয় মহাবল
রাজগিরির রাজা আইল বিস্তর।
অঙ্গ দেশের রাজা আইল লোমপাদ নাম
বেহারের রাজা আইল নীলগিরি নাম।
বিজয় নগর বিদ্যানগর কাঞ্চি কর্নাট
চৌদিগের রাজা আইল লিখিতে নারি ঠাট।
অষ্ট প্রহর রামের কাছে রাজাগন আছে
দিগ দিগন্তরের লোক আইল যত আছে।
তেলঙ্গ ত্রৈলঙ্গ দেশ গান্ধার কলিঙ্গ
আটাইশ কোটি রাজা আইল থাকিয়া পশ্চিম।
সিংহল সিদ্ধান্ত দেশ মনু নাম পুরী
সাতাইশ লক্ষ রাজা আইল অযোধ্যানগরী।

পঞ্চাল আদি যত রাজা ওত্তর দেশে বৈসে
সত্তরি লক্ষ রাজা আইল থাকিয়া রঙ্গ দেশে।
যত২ রাজ্য আছে ভারতভিতর
রাজচক্রবর্ত্তী রাম সভার ওপর।
যত সব রাজা আইল রামের নিকটে
রঘুনাথ আজ্ঞা করিলে এত লোক যাটে।
সপ্ত দ্বীপের রাজা আইল অযোধ্যানগরী
আগে দ্বার বান্ধিয়া সভে যোড়ে সারি২।
পৃথিবীতে রাজা আছে লক্ষ কোটি অযুত
রঘুনাথের দ্বারে আসি হইল মজুত।
অবধুত সন্যাশী আইল দেশ দেশান্তরী
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আইল স্বর্গবিদ্যাধরী।
পৃথিবীতে যত ছিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে করিল গমন।
স্বর্গলোক মর্ত্যলোক আইল পাতাল
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল।
ত্রিভুবনের যত লোক আইল অপার
মথুরা থাকিয়া শত্রুঘ্ন আগুসার।

বশিষ্ঠ নারদ আর সুমন্ত্র সারথি
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল শীঘ্রগতি।
যব ধান্য গোধূম আতব তণ্ডুল
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল প্রচুর।
সূর্য্যের কিরণ যেন বসিল সব ঋষি
পর্ব্বতপ্রমাণ চাহি তিল রাশি২।
তিন কোটি বৃদ্ধ চাহি শ্রীফলের কাঠ
যত সব দ্রব্য আইল যজ্ঞের নিকট।
রঘুবংশের প্রধান পাত্র সুমন্ত্র সারথি
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনিল শীঘ্রগতি।
যখন ভরত রাজা যে আজ্ঞা করে
সেই দ্রব্য শত্রুঘ্ন যোগায় নিয়া তারে।
শত্রুঘ্নের ঠাট কটক দুই অক্ষৌহিনী
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিবহি আনি।
যে রাক্ষসের ডরেতে পলায় মুনিগণ
সেই রাক্ষস মুনির পাখালে চরণ।
নৃত্য গীত মঙ্গল যে নানা বাদ্য শুনি
অখিল ভুবনে শুনি রামজয় ধ্বনি।

যত২ রাজা যজ্ঞ করিল কোটি২
ত্রিভুবনে নাহি এযত যজ্ঞের পরিপাটি।
অশ্বনগির হইতে আইল সর্ব্ব লক্ষন ঘোড়া
অনেক ঠাট রাখে ঘোড়া জাতি ঝকড়া।
শ্যামল বর্ণে ঘোড়া ধবল বর্ণে চারি খুর
নানা অলঙ্কার শোভে হার কেয়ুর।
লেজ শোভা করে যেন ধবল চামর
কপালে শোভা করে যেন পূর্ণ শশধর।
সর্ব্ব গায়ে খানিখানি স্বর্ণ অদ্ভুত
মেঘমণ্ডলে যেন পড়িয়াছে বিদ্যুত।
স্বর্ণবর্ণে কর্ণ যেন হীরে নানা জ্যোতি
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি।
গলার লোমাবলি যেন মুকুতার ঝারা
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা।
জয়পত্র ঘোড়ার কপালে করিল লিখন
শত্রুঘ্ন বীরে দিলেন ঘোড়ার রক্ষণ।
রাম বলেন শুনহ শত্রুঘ্ন ভাই
পূর্ণা দিবার কালে যেন যজ্ঞের ঘোড়া পাই।

দুই অক্ষৌহিনী ঠাটে ঘোড়া রাখেন শত্রুঘ্ন
যজ্ঞ করিতে বসিল রাম হরষিত মন ।
অভিষেক করিয়া রাম যজ্ঞ করিতে বৈসে
এড়িয়া দিলেন ঘোড়া বেড়ায় দেশে২ ।
পূর্ব্ব দিগে গেল ঘোড়া অনেক দিনের পথ
নদ নদী এড়াইয়া উঠিল পর্ব্বত ।
ঘোড়ার পিছে শত্রুঘ্ন হইল আটক
পর্ব্বতের উপরে রাজা দুর্জ্জয় শঙ্কট ।
সেই পর্ব্বতের নাম বিরূপাক্ষ গিরি
রাজার নাম মহাবল পর্ব্বত নাম ধরি ।
রাজার বাড়ী অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে
গড় লঙ্ঘিয়া ঘোড়া গেল অন্তরীক্ষে ।
গড়ের ভিতর ঘোড়া করিল প্রবেশে
হেনকালে শত্রুঘ্ন গেল সেই দেশে ।
সকল কটকে ঘোড়া চারিদিগে বেড়ে
কটক লইয়া শত্রুঘ্ন রহিল বাহিরে ।
শত্রুঘ্নের কটক দুই অক্ষৌহিনী
সকল কটকে নিভাইল গড়ের অগিনি ।

সকল কটকে প্রবেশ করেন শত্রুঘ্ন
শত্রুঘ্নে দুই রাজায় দোঁহে বাজে রন।
রামের ভাই শত্রুঘ্ন বীর অবতার
শত্রুঘ্নের বান দেখি রাজার চমৎকার।
মহাবল শত্রুঘ্ন বানের জানে সন্ধি
হাতে গলায় এখন রাজারে করিল বন্দি।
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘ্ন
রামদরশনে তার বন্ধন বিমোচন।
পূর্ব্ব দিগ জয় করিয়া আইল শত্রুঘ্ন
উত্তর দিগেতে ঘোড়া করিল গমন।
উত্তর দিগে গেল ঘোড়া পবনের গতি
কটক লইয়া শত্রুঘ্ন তাহার সংহতি।
দিগ দিগন্তরে ঘোড়া যায় দেশেং
ছয় মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমেষে।
জয়পত্র ঘোড়ার কপালে দেখিল লিখন
ঘোড়া দেখিয়া প্রান উড়ে যত রাজাগন।
সকল রাজা আসিয়া মিলিল তথাই
পরাজয় মানিল সভে শত্রুঘ্নের ঠাঁই।

তবে গেল ঘোড়া হিমালয়ের পার
তথাকার রাজার নাম বিক্রমে বিশাল।
ঘোড়া দেখিয়া রাজার বীরিতে গেল সাধি
শত্রুঘ্ন রাজায় তবে দুই জনে বিবাদ।
কেহ কারে জিনিতে নারে দোষর দুই জন
দোঁহাকার বান গিয়া ছাইল গগন।
বাছিয়া২ বান এড়েল শত্রুঘ্ন
বানে ফুটিয়া রাজা হইল অচেতন।
বানে ফুটিয়া রাজা হইল কাতর
হাতে গলায় বান্ধিয়া পাঠায় অযোধ্যানগর।
যে রাজা বান্ধিয়া পাঠায় শত্রুঘ্ন
রামদরশনে তার বন্ধন বিমোচন।
ঘোড়া লইয়া শত্রুঘ্ন যজ্ঞের নিকটে
পশ্চিম দিগে গেল ঘোড়া তারাযেন ছোটে।
যে দিগে যায় ঘোড়া সে দিগে না যায় আর
পশ্চিম দিগে গেল ঘোড়া সিন্ধু নদীর পার।
ফাঁফর হইল শত্রুঘ্ন ঘোড়া নাহি দেখে
সিন্ধু নদীর পার গেল সকল কটকে।

বিকৃতি আকার তারা হাতে চোড় বাঁশ
হস্তী ঘোড়া মারিয়া তারা খায় রক্ত মাস।
পিশাচভোজন তারা পিশাচ আচার
জীব মারিয়া তারা করেন আহার।
সকল ব্যাধিতে ঘোড়া বেড়ে চারিভিতে
কুপিল শত্রুঘ্ন বীর ধনুক বান হাতে।
রায়ের ভাই শত্রুঘ্ন বীর অবতার
এক বাণে সব ব্যাধি করিল সংহার।
তিন দিগ শত্রুঘ্ন করিয়া আইল জয়
ঘোড়া লইয়া শত্রুঘ্ন যজ্ঞের কাছে রয়।
ত্রৈলোক্যে বিজয় যজ্ঞ বড় পরিপাটি
আতব তণ্ডুল যজ্ঞে হতে পৌটি২।
লক্ষ২ শুদ্ধ বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে
ইন্দ্র বরুণ যম যজ্ঞের চারিভিতে।
যজ্ঞ সাঙ্গ হইল যজ্ঞে পূর্ণা দিবার স্থলে
দৈবনির্ব্বন্ধ ঘোড়া গেলত দক্ষিণে।

পবনবেগে ঘোড়া করে অবতার
বাল্মীকির দেশ গেল যমুনার পার।
যে দিন যে হবে তাহা মুনি সব জানে
লব কুশ দুই ভাই ডাক দিয়া আনে।
মুনি বলে লব কুশ শুন সাবধানেতে
তপ করিতে যাই আমি চিত্রকুট পর্বতে।
তপোবন রাখিহ তুমি ভাই দুই জনে
তথায় বিলম্ব মোর হইবে অনেক দিনে।
কার সঙ্গে না করিহ বাদ বিসম্বাদ
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ।
দুই ভাই প্রণাম করিল কর পুটে
সকল শিষ্য লইয়া গেল চিত্রকুটে।
বার শত শিষ্য গেল মুনিবরে
দুই ভাই খেলা খেলি বেড়ায় দণ্ড করে।
ধনুক বান হাতে দুই ভাই খেলা খেলে
মৃগ পক্ষী সব বিন্ধে বসিয়া গাছের তলে।
সন্ধান পূরিয়া দুই ভাই এড়ে বান
দেশ দেশান্তরে বান বেড়ায় স্থানে স্থান।

নদ নদী বিন্ধিয়া বিন্ধে যে পর্ব্বত
এক দিনে বেড়ায় বান ছয় দিনের পথ।
ঘটচক্র বান যে বেড়ায় দেশে২
লক্ষ২ মৃগ মারিয়া তূনের ভিতর আইসে।
এমন বানের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে
কেবা শিক্ষাইল বান কোথা হৈতে জানে।
দুই ভাই বৃক্ষতলে খেলা খেলে
হেনকালে ঘোড়া আইল গাছের তলে।
ঘোড়া দেখিয়া হরিষ হইল দুই জন
জয়পত্র ঘোড়ার কপালে দেখিল লিখন।
রাজা দশরথের জন্ম সূর্য্যবংশে
সত্য পালিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
তার পুত্র রঘুনাথ ত্রিভুবনভিতরে
অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাম করিছে আরম্ভন।
সৌমিত্রি বীরে দিল ঘোড়ার রক্ষণ
দুই অক্ষৌহিনী ঠাট্ট তাহার ভিতর।

রাবণ হেন দুর্জ্জয় বীর ছিল কোন দেশে
আমার সনে বাদ করি মরিল সবংশে।
জয়পত্র দেখিয়া দুই ভাই কোপে জ্বলে
জিজ্ঞাসা করিয়া ঘোড়া বান্ধে গাছের তলে।
দুই অক্ষৌহিণীতে ঘোড়া না পারে রাখিতে
হেন ঘোড়া দুই ভাই বান্ধিল ভালমতে।
ঘোড়া বান্ধিয়া মায়ের কাছে গেল দুই জন।
মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন।
শ্রীরাম বলেন ঘোড়া আনহ শত্রুঘ্ন
যজ্ঞ সাঙ্গ হইল পূর্ণা দিবত এখন।
সৌমিত্রের আগে দূত কহে বারেবার
ঘোড়া বন্দি হইল তোমার যমুনার পার।
শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিসাদ
বিধাতার নির্ব্বন্ধ কিবা পড়িল প্রমাদ।
বিসম দক্ষিণ দিগ বড়ই সঙ্কট
কোন বীর হবে গিয়া তাহার নিকট।
অনেক শক্তিতে আমি মারিলাম লবণ
না জানি কাহার সনে এবারে হয় রণ।

এতেক চিন্তিয়া তবে বীর শত্রুঘ্ন
ঘোড়ার উদ্দেশে বীর করিল গমন।
ঘোড়া দেখিতে দুই ভাই হৈল আগুসার
লব কুশ দেখিয়া সৌমিত্রের চমৎকার।
লব কুশ খেলা খেলে দেখিল শত্রুঘ্ন
শত্রুঘ্ন বলে ঘোড়া বান্ধিল কোন জন।
কোন বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ
সবংশে মরিতে চাহে রায়ের সনে বাদ।
শত্রুঘ্নের কথা শুনিয়া দুই ভাই হাসে
কি নাম বীর হ তুমি বৈস কোন দেশে।
শত্রুঘ্ন বলে আমার জন্ম সূর্য্যবংশে
চারি ভাই বসি আমি অযোধ্যার দেশে।
দশরথের পুত্র আমরা ভাই চারি জন
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রৈলোক্য বিজয়ী
রামের বিক্রমের কথা শুন তাহা কই।

সূর্য্যবংশে জন্মিয়া রাম মারিল রাবণ
তাহার ভাই আমি মারিলাম লবণ।
যে সব বীর মারিলাম ত্রিভুবন জিনে
আর কোন বীর যুঝিবে আমাসভার সনে।
আমার জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মণ রণেতে পণ্ডিত
লক্ষ্মণ বীর মারিল অতিকা ইন্দ্রজিত।
এতেক বড়াই করিল বীর শত্রুঘ্ন
কহিল লব কুশ বীর করিছে গর্জ্জন।
চারি ভাই তোমরা আমরা দুই ভাই
আজি ঘোড়া লইয়া যাও আমাসভার ঠাঁই।
মরিবারে কেন আইলে আমার নিকটে
কেমতে নিবে ঘোড়া দেখিমু নিকটে।
খুড়া ভাইপো গালাগালি কেহ নাহি চিনে
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে।
নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারিভিতে
ফাঁফর হইল শত্রুঘ্ন না পারে সহিতে।
শত্রুঘ্ন বলে কটক কোন কর্ম্ম করি
সকল কটকে বেড়িয়া দুই শিশু ধরি।

দুই অক্ষৌহিনী ছিল শত্রুঘ্নের ঠাট
লব কুশ বেড়িয়া তার বন্ধি করিল বাট ।
লব কুশ বলে শত্রুঘ্ন না হইও বিমুখ
সকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক ।
শত্রুঘ্ন বলে তোমরা দুই ছাওয়াল
ছাওয়ালের সনে যুদ্ধ নহে ব্যবহার ।
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি
অনেক ঠাট মোর দুই অক্ষৌহিনী ।
কটকের ঠাই যদি জিনিয়া যাহ রণে
তবে লব কুশ যুঝিহ আমার সনে ।
শত্রুঘ্নের কথা শুনিয়া দুই ভাই হাসে
সকল কটক মারিয়া তোমায় মারিব শেষে ।
কুশ বলে লব তুমি এইখানে থাক
আমি কটক মারি তুমি কৌতুক দেখ ।
লবের আগে গিয়া কুশ পাতিল ধনুক
ভাইয়ের যুদ্ধ লব বীর দেখিল কৌতুক ।
কুশের প্রবীন বান বেড়াপাক নাম
বেড়াপাক বান কুশ পুরিল সন্ধান ।

পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের ঠাক
সকল কটকে বেড়িয়া মারে বেড়াপাক।
বেড়াপাক বানে কার নাহিক নিস্তার
বেড়াপাক বানে কটক করিল সংহার।
পড়িল সকল ঠাট নাহি এক জন
সবেমাত্র একেশ্বর রহিল শত্রুঘ্ন।
ঠাঁই২ কটক পড়িল গাদি২
সংগ্রামের স্থানে বহে রক্তের নদী।
ডাক দিয়া বলে কুশ শুন শত্রুঘ্ন
কোথা গেল সৈন্য তোমার নাহি এক জন।
সবের কনিষ্ঠ আমি রণ নাহি টুটে
নব ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।
কুশের বচন শুনিয়া বলে শত্রুঘ্ন
পলাইয়া যাব কি তোরে দিব রণ।
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি
যদি যুদ্ধ করি তবে নাহি অব্যাহতি।
কুশ বলে শত্রুঘ্ন যুক্তি কর দড়
যে ইচ্ছা লয় তোমার সেই যুক্তি কর।

শত্রুঘ্ন বলে কুশ কিছু মিথ্যা নয়
যত কিছু বল তুমি সব সত্য হয়।
তোমার সনে যুদ্ধ করিলে অবশ্য সংহার
বুঝিতে না পারি আমি তুমি কোন অবতার।
তোমার সংগ্রামে কুশ কার বাপে তরি
একবার যুদ্ধ করি মরি কিবা মারি।
কুশ বলে শত্রুঘ্ন মরণ কর দণ্ড
এই আমি বান এড়ি যমদারে নেত।
নব বলে কুশ শুন আমার বচন
তুমি কটক মারিলে আমি মারি শত্রুঘ্ন।
কুশ ইন্দুকে বান যোড়ে নব করি পাছে
সন্ধান পূরিয়া গেল সৌমিত্রের কাছে।
কুশ বলে সৌমিত্রি এই বান ফেলি
এই বান যাইতে পার তবে বীর বলি।
সৌমিত্রি বলে আগে আমি বান এড়ি
এই বান রাখিতে পার তবে বীর বলি।
তিন লক্ষ বান বীর সৌমিত্রি এড়ে
আকাশ গমনে বান ওফড়িয়া পড়ে।

দুই জনে বান বরিষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর।
দুই জনার বানে গগন গিয়া ঢাকে
দুই জনে বান বরিষে দুই জনে কাটে।
নানা অস্ত্র দুই জন করে অবতার
চারি দিগে পড়ে বান অগ্নির ওথাল।
মহাপাশ বান তখন সৌমিত্রি এড়ে
অর্দ্ধচন্দ্র বানে কুশ কাটিয়া পাড়ে।
সংসার চাইয়া বান এড়ে শত্রুঘ্ন
ফুরাইল সকল বান শূন্য হইল তুন।
বিষ্ণু অস্ত্র শত্রুঘ্ন র তখন মনে পড়ে
তুনে হইতে বান নিয়া ধনুকেতে যোড়ে।
দেখিয়া কুশ বীর চিন্তে মনেমন
মহাবিষ্ণু বান ধনুকে যোড়ে তৎক্ষন।
দেখিয়া শত্রুঘ্নের লাগে চমৎকার
মহাবিষ্ণু বানে বিষ্ণু বান করিল সংহার।
কুশ বলে শত্রুঘ্ন আর বান আছে
তোমার অস্ত্র ফুরাইল আমি এড়িব পাছে।

কুশেরে ডাকিয়া কহে বীর শত্রুঘ্ন
তোমার আমার যেবা হইল রণ।
কেহ পরাজয় নহিলাম দুই জন সোদর
রণে ক্ষমা দিয়া দুই জন যাই ঘরে।
সৌমিত্রের কথা শুনিয়া কুশ বীর হাসে
অবশ্য মারিব তোমা না যাইব দেশে।
মহাপাশ বান কুশ যুড়িল ধনুকে
সিংহগর্জ্জনে বান উঠিল অন্তরীক্ষে।
সকল পৃথিবী হৈল অন্ধকারময়
দেখিয়া শত্রুঘ্নেরে লাগিল সংশয়।
অন্ধকারে বুঝিতে না পায় শত্রুঘ্ন
বুঝিতে না পারে বীর মৃত্যু দরশন।
এক দৃষ্টে রহিল বীর ধনুক বান হাতে
সৌমিত্রি মারিতে বান চলিল ত্বরিতে।
মহাপাশ বান তবে যায় নানা ছন্দে
হাতে গলায় শত্রুঘ্নেরে তবে বান্ধে।
গলায় লাগিল পাশ মৃত্যু দরশন
মহাপাশ বান ফুটিয়া পড়িল শত্রুঘ্ন।

শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহিল রণের ভিতর
শত্রুঘ্ন মারিয়া দুই ভাই যান ঘর।
রণ জিনি দোঁহে গেল মায়ের গোচর
দুই ভাই খেলা খেলে দুই পুহর।
যতং রাজা আইসে তপোবনে
কৌতুকে খেলাইলাম মাতা তাহ্নভাসনে।
দুই শিশু লইয়া সীতা করাইল স্নান
গন্ধ চন্দন দিয়া রাখিল বিদ্যমান।
মিষ্ঠ অন্ন দোঁহে করিল ভোজন
বিচিত্র পালঙ্কে দোঁহে করিল শয়ন।
দুই শিশু লইয়া সীতা রহিল সন্তোষে
সৌমিত্রের বার্ত্তা কহিতে দূত গেল দেশে।
এত সৈন্যের মাঝে এড়াইল সাত জন
দেশের তরে যায় তারা করিয়া ক্রন্দন।
পাত্র মিত্র লইয়া রাম আছেন যজ্ঞস্থানে
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে।
সাত জন বার্ত্তা কহে গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে।

লব কুশ নাম বীরে যমক দুই ভাই
ত্রিভুবন পরাজয় তাহাসভার ঠাঁই।
বড় ভয় বাসি গোসাঞি কহিতে বিবরণ
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে পড়িল শত্রুঘ্ন।
শুনিয়া রঘুনাথ পড়িল ভুমিতলে
এতেক প্রমাদ পাড়ে কাহার ছাওয়ালে।
তুমি যদি যুঝ গোসাঞি পৃথিবীসহিতে
জিনিতে নারিবে গোসাঞি হেন লয় চিত্তে।
যজ্ঞের ঘোড়া বন্ধি করিল দুই জন
এত প্রমাদ পড়ে গোসাঞি ঘোড়ার কারণ।
শুনি রঘুনাথ করেন তখন ক্রন্দন
প্রমাদ পড়িল দৈব না যায় খণ্ডন।
সূর্য্যবংশে জন্ম হইল যতেক রাজা
যুদ্ধে পড়িয়া কেহ নাহি পায় লজ্জা।
পূর্ব্বপুরুষ অনারণ্য মারিল রাবণে
সেই রাবণ সবংশে পড়িল মোর বাণে।

দুর্জ্জয় লবণ ছিল রাবণের ভাগিনা
দেব দানব ত্রিভুবন কাঁপে সর্ব্ব জনা।
রাবণ হৈতে কত গুণে মহাবীর লবণ
হেন লবণ মারিল মোর ভাই শত্রুঘ্ন।
রায়েরে প্রবোধি দেন ভাই ভরত লক্ষ্মণ
ক্ষত্রিজাতি হইয়া আমার যুদ্ধেতে মরণ।
ক্রন্দন সম্বর গোসাঞি না কর বিসাদ
কার দোষ নাহি দৈবে পড়িল প্রমাদ।
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জ্জিলে যখন
বিধাতা আমাসভায় বিড়ম্বিল তখন।
সকল দেবতা জানে সীতার নাহি পাপ
বিনি দোষে বর্জ্জিলে যেই পাই তাপ।
আজি যদি রঘুনাথ তোমার আজ্ঞা পাই
শিশু ধরিবারে মোরা দুই ভাই যাই।
এতেক বলিল যদি ভরত লক্ষ্মণ
সাবধানে দুই ভাই কর গিয়া রণ।
সৌমিত্রি ভাইয়ের শোক মোর সাম্ভাইল বুকে
এক ভাইলাগি মরি পাছে তিন ভাইয়ের শোকে।

দুই ভাই যুদ্ধ কর গিয়া সাবধানে
দুই শিশু ধরিয়া আন আমাবিদ্যমানে।
বিদায় হইয়া চলেন ভরত লক্ষ্মণ
চারি অক্ষৌহিনী সৈন্য পুর সাজন।
প্রধান সেনাপতি গিয়া চড়িলেন রথে
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক চলিল এক চাপে।
আটি ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর
খাণ্ডা ডাঙ্গস সব দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সংগ্রামে দুর্জ্জয় রথ বিচিত্র সাজন
কটকে যুড়িল দুই পুরেরে পথখান।
দুর্জ্জয় নামে হস্তির কান্ধে চড়িল ভরত
ধনুক বান হাতে করি লক্ষ্মণ চড়ে রথ।
হস্তী ঘোড়া রথ সব চলিল অপার
বাল্মীকের দেশে গেল যমুনার পার।
কটক সমেত পড়িয়াছে শত্রুঘ্ন
সেইখানেতে গেলেন ভরত লক্ষ্মণ।
শৃগাল কুক্কুর আর শকুনী গৃধিনী
কটকের মাংস লইয়া করে টানাটানি।

ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে করে অনুমান
মহাযুদ্ধে আসিয়া ভাই হইলাম অধিষ্ঠান।
রণস্থলী দেখিয়া বেড়ান ভরত লক্ষ্মণ
ধনুক হাতে পড়িয়াছেন ভাই শত্রুঘ্ন।
সৌমিত্রিরে দুই ভাই কোলে করিয়া কান্দে
প্রাণ হারাইলে ভাই শিশুর বিরোধে।
যমুনার কূলে ভাই মারিলে লবণ
সেই যমুনার কূলে ভাই হারাইলে জীবন।
মরা কোলে করিয়া কান্দেন ভরত লক্ষ্মণ
পাত্র মিত্র দেন তারে প্রবোধ বচন।
শোক করিবার বেলা নহেত এখন
যুদ্ধ করিতে আসিয়া শোক কর কিকারণ।
সেই দুই শিশু মার পূরিয়া সন্ধান
যুদ্ধ করিতে আসিয়া শোক নহেত বিধান।
এতেক বচন শুনিয়া ভরত লক্ষ্মণ
ক্রন্দন সম্বরিয়া দোঁহে স্থির করিল মন।
যুদ্ধ করিবারে কটক রহে পূরিয়া সন্ধান
লক্ষ্মণ ভরত দোঁহে হৈল আগুয়ান।

যুদ্ধ করিতে কটক রহিল সাবধানে
কটকের মহারোল সীতা দেবী শুনে।
সীতা বলেন লব কুশের বুঝিতে নারি মন
কোন প্রমাদ পাড়িয়াছে ভাই দুই জন।
কার সনে করিয়াছে বাদবিসম্বাদ
না জানি লব কুশ কিবা পাড়িল প্রমাদ।
মায়ের কথা শুনিয়া দুই ভাই হাসে
মায়েরে প্রবোধি করে অশেষ বিশেষে।
লব কুশ বলে মাতা না জান কারণ
মৃগ মারিতে কোন রাজা আইল তপোবন।
যত২ রাজা আছেন চন্দ্র সূর্য্যকুলে
মৃগ মারিতে আইসে তারা যমুনার কূলে।
রাজা আসিতে কটক আইসে সংহতি
রাজার কটকের রোলে তুমি কেন চিন্তি।
আমরা দুই ভাই মুনি গিয়া গেল দেশে
কোন রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে।

মুনির আজ্ঞায় আমরা রাখি তপোবন
না জানি আসিয়াছে সেথা কোন জন।
তপোবন নষ্ট হইলে মুনি দিবেন দোষ
বড় ভয় মানি মাগো মুনি করিলে রোষ।
মিথ্যা করিয়া মায়ের তরে দুই ভাই ভাণ্ডি
শীঘ্রগতি দুই ভাই যুঝিবারে নড়ি।
তুণ ভরিয়া বাণ নিল ধনুক নিল হাতে
যুঝিবারে দুই ভাই চলে ব্যস্তেব্যস্তে।
দুই ভাই গেল যথা ভরত লক্ষ্মণ
তৃণজ্ঞান করে সব দেখিয়া সেনাগণ।
লব কুশ দেখিয়া সেনার কম্পিত অন্তর
গরুড় দেখিয়া সর্পের যেমন ডর।
মনোহর দুই ভাই দুর্ব্বাদলশ্যাম
সকল কটকে বলে আইল দুই রাম।
রাম যদি হইতেন তবে এক জন
দুই রাম দেখিয়া বুঝিতে নারি মন।
রামের তেজ রামের বল রামের ধনুক বাণ
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান।

এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন
দুই রাম ইহারে জিনিবে কোন জন।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে করেন বিস্ময়
কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয়।
হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর
আমার জাতি কুলে তোমামার কি বিচার।
বার শত শিষ্য আমরা পড়ি মুনির ঠাঁই
লব কুশ নাম যমক দুই ভাই।
সকল শিষ্য লইয়া মুনি গেল পরবাসে
আমা দুই ভাই মুনি থুইয়া গেল দেশে।
দশরথের পুত্র আইল সৌমিত্রি নাম
কটকসমেত পড়িল দেখ বিদ্যমান।
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে
কোন কার্য্যে আসিয়াছ আমার নিকটে।
কটক লইয়া কেন আইলে তপোবন
পরিচয় দেহ আইলে কিকারন।
এতেক শুনিয়া ভরত লক্ষ্মণের হাস
মুখে তর্জ্জন করে অন্তরে তরাস।

চারি ভাই আমরা জ্যেষ্ঠ যে শ্রীরাম
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শত্রুঘ্ন নাম।
মধ্যম আমরা দুই ভাই ভরত লক্ষ্মণ
আমার ভাই মারিয়া কেমনে রাখিবে জীবন।
এতেক যদি চারি জনে হইল গালাগালি
চারি জনে যুদ্ধ বাজিল চারি মহাবলী।
কুশে ভরতে তখন বাজে মহারণ
মহাযুদ্ধ বাজিল লব আর লক্ষ্মণ।
ভরত লক্ষ্মণের ঠাট দুই অক্ষৌহিণী
কটকে ডাকিয়া ভরত বলিছে আপনি।
দুই জনার সেনা যুদ্ধ করিব দুই জন
দুই ভাগ হইয়া যুদ্ধ করহ সেনাগণ।
দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পিছে।
মধ্যেতে দুই শিশু কটক চারিভিতে
হস্তির স্কন্ধে চড়েন ভরত লক্ষ্মণ রথে।
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার
বীর্য্য বাণ এড়ে দশ দিগ অন্ধকার।

পৃথিবীতে হইল সব অন্ধকারময়
পলায় সকল ঠাট গনিয়া সংশয়।
অন্ধকার হইল কটক চক্ষে নাহি দেখে
পর্ব্বত গহ্বরেতে কেহ গিয়া চোকে।
পলাইয়া যাইতে কেহ গাছের ঠেকায় মরে
ঝাপ দিয়া পড়ে কেহ যমুনার জলে।
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথায় যায়
লক্ষ্মন এড়িয়া যত কটক পলায়।
পলাইল সকল ঠাট নাহিক দোষর
সবেমাত্র লক্ষ্মন বীর রহে একেশ্বর।
এমন বানের শিক্ষা নাহি ত্রিভূবনে
কেবা শিক্ষাইল কোথা হইতে জানে।
রাবনকুমার বীর মারিলাম ইন্দ্রজিত
ত্রিভুবনে যার বানে হয়েত কম্পিত।
হেন ইন্দ্রজিত মারিতে না করিলাম ভয়
হেন বুঝি শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয়।
যে হওক সে হওক অবশ্য রন করি
প্রানেতে ভয় নাহি মারি কিবা মরি।

সাহসে ভর করিয়া যুঝেন লক্ষ্মণ
ব্রহ্ম অগ্নিবান ইন্দ্রকে যুড়িল তৎক্ষণ।
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বালিয়া বান উঠিল আকাশে
অন্ধকার দূর হৈল দশ দিগ প্রকাশে।
অন্ধকার দূর হৈল চাট দূরে থাকিয়া দেখে
সকল কটক আইল লক্ষ্মণের সম্মুখে।
লক্ষ্মণের বানে শিক্ষা বড় চমৎকার
পলাইল যত সৈন্য আইল আরবার।
লক্ষ্মণের বান দেখিয়া লবের লাগে ত্রাস
লবের ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মন পায় আশ।
এক বান এড়িয়া লক্ষ্মন এত অহঙ্কার
মোর ঠাঁই পড়িলি আজি নাহিক নিস্তার।
অক্ষয় বান ভরা আছে তুনের ভিতর
ওর নাহি এড়ি বান শতেক বৎসর।
চাট কটক তোমার এইসে ভরসা
অনাহেন শুষিব আজি না থুইব আশা।
চাট কটক মারি তোমার বিদ্যমানে
তবে শেষে তোমার লইব পরাণে।

এতেক বলিয়া লব ধনুকে বান যুড়ি
সৈন্য সামন্ত কাটিতে লব সাজে দাড়ি।
ষটচক্র বান লব যুড়িল ধনুকে
সিংহগর্জ্জনে বান ওঠে অন্তরীক্ষে।
মহাশব্দে যায় বান তারা যেন ছোটে।
এক বানে লক্ষ্মনের সব সৈন্য কাটে।
ষটচক্র বানেতে এড়াইল যেই সব
সেই সকল সৈন্য না মারিল লব।
রক্তময় হইল যে সকল যমুনা
ভাদ্র মাসের গঙ্গা যেন রক্তে বহে ফেনা।
ডাক দিয়া বলেন লব শুন হে লক্ষ্মন
কোথা গেল সৈন্য তোমার নাহি এক জন।
ইন্দ্রজিত মারিলে তুমি রাবনকুমার
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসার।
তোমায় মারিলে পরে মোর যশ রহে
লক্ষ্মনজিত বলিয়া সর্ব্বলোকে কহে।
লক্ষ্মন বলেন লব না কর অহঙ্কার
মোর সনে যুদ্ধে তোর নাহিক নিস্তার।

কুপিল লক্ষ্মণ বীর এড়ে ব্রহ্মজাল
সংসার আলো করে বান অগ্নির জ্বালা।
চিন্তিত নব বীর ভাবে মনেমন
বরুন বান ধনুকে যুড়িল তৎক্ষন।
সন্ধান পুরিয়া এড়িলেক মধে
সমুদ্রের তরঙ্গ যেন গগনেতে লাগে।
ব্রহ্মজাল ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মন
লক্ষ্মন বলে আমার সংশয় জীবন।
লক্ষ্মনের যত শিক্ষা যত অস্ত্র জানে
সন্ধান পুরিয়া বান এড়ে তৎক্ষনে।
সকল পৃথিবী হৈল বানে অন্ধকার
দেখিয়া লক্ষ্মনের লাগে চমৎকার।
চিন্তিত নব বীর ভাবে মনেমন
অক্ষয় জিত বান এড়িল তৎক্ষন।
সন্ধান পুরিয়া বান এড়ে তারাযেন ছোটে
সেই বানেতে লক্ষ্মনের বান কাটে।
এক বান ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মন
মনে ভাবে শিশু নহে সাক্ষাতে এ যম।

অবর্বুদ২ বান লক্ষ্মন বীর এড়ে
কত দূরে গিয়া বান ওফাড়িয়া পড়ে।
দেখিয়াও লক্ষ্মনের লাগে চমৎকার
ফুরাইল লক্ষ্মনের বান তুনে নাহি আর।
সকল অস্ত্র ফুরাইল শূন্য হইল তুন
দেখিয়া মহাত্রাস পাইল লক্ষ্মন।
ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মন নববিদ্যমান
এত দূরে মোর যুদ্ধ হইল অবসান।
সর্ব্ব শাস্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ডিত
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় ওচিত।
লক্ষ্মনের কথা শুনিয়া লব বীর হাসে
অবশ্য মারিব তোমায় না যাইহ দেশে।
এক বান এড়ি আমি করিয়া নির্ব্বন্ধ
এই বানে লক্ষ্মন তোর যে থাকে নির্ব্বন্ধ।
এই বানে লক্ষ্মন যদি পাও পরিত্রান
তবেত লক্ষ্মন তোমার না লব পরান।

প্রতিজ্ঞা করিলাম অব্যর্থ আমার বচন
এই বান ব্যর্থ গেলে না করিব রন।
পাশুপত বান তখন নবের মনে পড়ে
তূনে হইতে বান নিয়া ধনুকেতে যোড়ে।
বাসুকি তক্ষকযেন বানের গর্জন
পাশুপত বানে মুটিয়া পড়িল লক্ষ্মন।
লক্ষ্মন জিনিয়া যায় ভাইয়ের উদ্দিশে
মহাযুদ্ধ বাজিল ভরত আর কুশে।
কুশের সনে লব বীর নাহি করে দেখা
লুকাইয়া দেখে ভাইয়ের যত অস্ত্র শিক্ষা।
শত্রুঘ্ন মারিয়া কুশের বাড়িয়াছে আশ
ভরতের সনে যুঝে নাহি করে ত্রাস।
একেশ্বর ভাই যদি জিনিতে নারে রন
নির্ম্মূল করিব ঠাট না রাখিব এক জন।
এতেক ভাবিয়া বীর লুকাইয়া থাকে
বৃক্ষের আড়ে থাকিয়া ভাইয়ের যুদ্ধ দেখে।
ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর
চারিভিতে কটক যুঝে কুশ একেশ্বর।

কুশের পুরান বান বেড়াপাক নাম
বেড়াপাক বান কুশ পুরিল সন্ধান।
বেড়াপাক বান যে যায় পাকে২
কাহার হাত পা কাটে কার পড়ে বুকে।
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে স্কন্ধ আর ঠাঁই
ভরতের ঠাট পড়ে লেখাযোখা নাই।
এক বানে ভরতের ঠাট করিল সংহার
পর্ব্বতপ্রমান ঠাট পড়িল অপার।
রক্তে নদী বহিয়া যায় সংগ্রামের স্থানে
এতেক সৈন্য যাবে এড়াইল সাত জনে।
উচ্চৈঃস্বর করিয়া তারা ভরতেরে ডাকে
যমুনা পার হইয়া ফিরে২ দেখে।
কেমনে পলাইব কুশের বিদ্যমানে
ক্ষত্রির বীর্য্য নহে ভঙ্গ দিতে রনে।
ভরত বলে কুশ এত দূরে দেহ ক্ষমা
দেশেরে পলাইয়া যাই অষ্ট জনা।
কুশ বলে ভরত নাহি বল ভাল বচন
কেমনে দেশে পলাইয়া যাবে অষ্ট জন।

সাত জন যাওক দেশে রামের গোচর
বার্ত্তা পাইয়া রাম যেন আইসে সত্বর।
কুশ বলে ভরত শুন আমার উত্তর
ক্ষত্রিকুলে জন্মিয়া কেনে হইলা কাতর।
মনে ভাব পলাইলে পাবে অব্যাহতি
যত কাল জীবে তার থাকিবে অখ্যাতি।
পলাইয়া গেলে থাকিবে অপযশ
যুঝিয়া মরিলে থাকে যশ পৌরুষ।
ভরত বলেন কুশ বাক্যে পাইলে ছল
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়।
রামের তেজ রামের বল রামের ধনুর্ব্বাণ
তোমার ঠাঁই হারিলে মোর নাহি অপমান।
কুশ বলে রাম বলিয়া কত বড়াই কর
কি করিবে রাম তোর যদি আজি মর।
আজি পড়িবে তুমি আমার সংগ্রামে
তবে তোমার যুঝিতে আসিবেন রামে।
আমাসভার ঠাঁই যদি মারিয়া যায় রাম
তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লব কুশ নাম।

তোমারে এড়িয়া দিলে লব পাছে হাসে
লব বলিবে ভরতেরে মারিতে নারিল কুশে।
কোন কালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ
তোমারে মারিতে মোর বিলম্ব এতক্ষণ।
এক বান বই আমি না এড়িব আর বান
এক বানে ভরত তোমার লইব পরান।
ভরত বলে কুশ তোমার বুদ্ধি ভাল নয়
শ্রীরামের কথা দেখি তেঁই হাসি হয়।
কুশ বলে রামহেন কোটি যদি আইসে
হাথড়িয়া এক জন নাহি যাবে দেশে।
ভরত বলে কুশ মোরে দিলে গালাগালি
শ্রীরামেরে নিন্দা কর সহিতে না পারি।
শিশু হইয়া কুশ তোমার এতেক বড়াই
আজুক রামের কার্য্য পড়িলে মোর ঠাঁই।
লব বদিয়া তুমি কর অহঙ্কার
তোর ভাই লক্ষ্মণের ঠাঁই হইল সংহার।

লক্ষ্মনের বাণে কার নাহিক নিস্তার
কোন কালে লক্ষ্মন প্রাণ লৈয়াছে তাহার ॥
লক্ষ্মনের বাণে কার নাহিক রক্ষা
জিনিত যদি নব তবে আসিয়া দিত দেখা ॥
ভরতের কথা শুনিয়া কুশ বীর হাসে
কোন কালে লক্ষ্মন তোর হইল বিনাশে ॥
লবের বাণে লক্ষ্মন যদি পায় প্রতিকার
তবে তোর ভরত না হবে সংহার ॥
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী ॥
তিরাশি কোটি বান এড়িল ভরত
দশ দিগ জল স্থল ঢাকিল পর্ব্বত ॥
ভরতের বাণে পৃথিবী হৈল অন্ধকার
দেখিয়া কুশ বীরের লাগে চমৎকার ॥
কুশ বীর বান এড়ে ভরতের সমুখে
ভরতের যত বান কাটে একে২ ॥
সকল বান ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত
গান্ধর্ব্বের অস্ত্র ভরত এড়িল ত্বরিত ॥

তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল এক বানে
কুশের সনে যুদ্ধ করে পুরিয়া সন্ধানে।
গন্ধর্ব্বের বল দেখিয়া কুশের লাগে ডর
অক্ষয়জিত বান এড়িল সত্বর।
কুশের বানে গন্ধর্ব্ব হইল সংহার
দেখিয়া ভরতের লাগে চমৎকার।
কুশ বলে ভরত আর কত বান এড়
তুই আমি বান এড়ি যমঘরে নড়।
ঐষিক বান কুশ যুড়িল ধনুকে
সিংহগর্জ্জনে বান উঠিল অন্তরীক্ষে।
মহাশব্দ করিয়া বান উঠিল আকাশে
দেখিয়াত ভরতের লাগিল তরাসে।
কাতর হইয়া ভরত আকাশপানে চাহে
পবনবেগে পড়ে বান ভরতের গায়ে।
ঐষিক বানে মুটিয়া পড়িল ভরতে
পৃথিবীতে ধারা বহে রক্ত বহে স্রোতে।
কটকসমেত ভরত পড়িয়া রহিল রনে
ধাইয়া গেল লব কুশবিদ্যমানে।

রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি
যমুনার জলে গিয়া রক্ত পাখালি।
সংগ্রামের বেশ থুইল গাছের কোটরে
শূন্য হস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে।
সীতা বলেন লব কুশ বিলম্ব কিকারণ
কোন কার্য্যে লব কুশ ব্যাজ এতক্ষণ।
লব কুশ বলে মাতা না জানি বিশেষ
মৃগ মারিয়া রাজা সব গেল নিজ দেশ।
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে
মিথ্যা কহি মায়ের তরে ভাণ্ডে দুই জনে।
কোন চিন্তা নাহি মা তোমার প্রসাদে
তপোবন রাখি মোরা মুনির আশীর্ব্বাদে।
মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন
গন্ধ চন্দন মাল্য পরিল তৎক্ষণ।
পরমহরিষে ঘরে রহিল দুই ভাই
সাত জন পলাইয়া গেল রামের ঠাঁই।
মুনিতে বেষ্টিত রাম আছেন যজ্ঞস্থানে
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে।

সাত জন দেখিয়া রাম হইল ফাঁফর
ভরত লক্ষ্মনের আগে কহত কুশল।
প্রমাদ পড়িল গোসাঞি ভয়ে নাহি কই
সাত জন আইলাম আর কেহ নাই।
চারি অক্ষৌহিনী কাটে পড়ে ভরত লক্ষ্মণ
সবেমাত্র এড়াইয়া আইনু সাত জন।
দুই শিশু মনুষ্য নহে বিষ্ণু অবতার
রঘুবংশের যত সেনা করিল সংহার।
আপনি যদি গোসাঞি যুঝ তার সনে
জিনিতে নারিবে গোসাঞি হেন লয় মনে।
ত্রৈলোক্যের নাথ জগতে পুজিত
জিনিতে নারিবে গোসাঞি কহিনু উচিত।
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাম কমললোচন
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন।
কোথাকারে গেল ভাই ভরত লক্ষ্মণ
আমারে এড়িয়া কোথা গেল ভাই তিন জন।
আমার প্রতি পূর্ব্বে তোমরা আছিলা সদয়
রণস্থলে গিয়া ভাই হইলা নির্দ্দয়।

সর্ব্বাঙ্গ রঘুনাথের তিতিল চক্ষুরজলেতে
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয় পর্ব্বতে।
কান্দিতেং রাম হইল কাতর
তিন ভাই স্মরিয়া রাম কান্দেন বিস্তর।
আমানাগি লক্ষ্মন ভাই রাজ্যভোগ ছাড়ি
বনবাসে গেল ভাই গাছের বাকল পরি।
চৌদ্দ বৎসর দুঃখ পাইলা তপোবনে
দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিত পড়িল তোমার বানে।
লক্ষ্মনের সমান ভাই নাহি ত্রিভুবনে
হেন ভাই পড়িল মোর জাওয়ালের বানে।
ভরতের যত গুন কহিতে না পারি
আমি বনে গেলে ভাই গাছের বাকল পরি।
চৌদ্দ বৎসর দুঃখ পাইলে পরিলে বাকল
রাজভোগ এড়িয়া ভাই খাইলে গাছের ফল।
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল
এতেক ভাবিয়া রাম হইল বিকল।
সৌমিত্রি ভাই মোর প্রানের সোষর
তোমার সমান বীর নাই পৃথিবীভিতর।

অনেক দিনের যুদ্ধে মারিলাম রাবণ
এক দিনের যুদ্ধে তুমি মরিলা লক্ষ্মণ।
হেন ভাই পড়িল মোর শিশুর সংগ্রামে
তিন ভাই স্মরিয়াত কান্দেন শ্রীরামে।
চক্ষুর জলে রঘুনাথের তিতিল বসন
সুগ্রীব বিভীষণ দেন প্রবোধ বচন।
আপনি রঘুনাথ তুমি বিচারে পণ্ডিত
তোমার ক্রন্দন গোসাঞি নহেত উচিত।
ক্রন্দন সম্বর গোসাঞি স্থির কর মতি
দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি।
রাম বলেন চলিলাম তিন ভাইয়ের উদ্দেশে
তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে।
দুই শিশু মারিয়া শুধিব তিন ভাইয়ের ধার
তবেসে অযোধ্যায় গমন আমার।
রামের কথা শুনিয়া সুগ্রীব বিভীষণ
রঘুনাথের তরে দেন প্রবোধ বচন।
রাক্ষস বানর আর রঘুবংশের সেনা
সাজন করিয়া মারিব শিশু দুই জনা।

সুমন্ত্রের তরে রাম করেন অঙ্গীকার
বাছিয়া রথ সাজ দেখিতে সুসার।
রায়ের আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র সারথি
কনকে রচিত রথ যোগায় শীঘ্রগতি।
পুষ্পক রথে চড়েন রাম সংগ্রামে প্রবীণ
যাত্রা করিয়া রাম চলিল দক্ষিণ।
চান্নিশ কোটি চলিল প্রবীন সেনাপতি
তিন কোটি চলিল মদমত্ত হাতী।
তিরাশি কোটি চলিল অর্ব্বুদ তাজি ঘোড়া
সত্তরি অক্ষৌহিনী চলে ছাতি ঝকড়া।
তিন কোটি মহারথি চলিল প্রবীন
সর্ব্বক্ষন থাকে তারা রামবিদ্যমান।
মহারথি চলিল যতেক রাজধানী
পাত্র মিত্র সব চলে করিয়া সাজনি।
রঘুবংশের সেনা কটক অপার
আজুক জন্মের কাঘ যমের চমৎকার।
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লইয়া বানরগন
গয় গবাক্ষ সরভ আর গন্ধমাদন।

মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্প্রতি
ত্রিংশ কোটি চলিল প্রধান সেনাপতি ।
সত্তরি কোটি বানরে চলে পবননন্দন
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ ।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানরগণ
আর যত সেনা যায় কে করে গণন ।
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল
সত্রাজিত মহাবল চলিল সকল ।
বজ্রমুখ চলেন আর রক্তলোচন
রক্তবর্ণ মহাকায় ঘোরদরশন ।
রথের উপর রাম চলিল সত্বর
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর ।
কটকের পদের ভরে কাঁপিছে মেদিনী
রঘুনাথের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী ।
কীর্ত্তিবাসের কবিত্ব অমৃত কাহিনী
দুই জাওয়ালের তরে এত্তেক সাজনি ।

সমাপ্ত

পথে পার হৈল কটক মদ নদির জলে
সব জল শুখাইল কটকের পদভরে।
মদ নদী শুখাইয়া মাটি হইল গুঁড়া
গগনমণ্ডলে লাগে কটকের পায়ের ধূলা।
রণস্থলে গেল রাম কমললোচন
ভরত লক্ষ্মণ পড়িয়াছে ভাই শত্রুঘ্ন।
তিন ভাই পড়িয়াছে ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী
দেখিয়া মহাত্রাস রাম পাইল আপনি।
লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান
হেন বুঝি কটক লৈয়া আইল শ্রীরাম।
রণে পণ্ডিত রাম প্রবীণ সংগ্রামে
যদি রাম মারিতে পারি তবে থাকে নামে।
এই যুক্তি দুই ভাই করে কানাকানি
হেনকালে ঘরে আইল সীতা ঠাকুরানী।
সীতা বলেন কি যুক্তি কর দুই ভাই
কটকের মহারোল শুনিবারে পাই।
কার সনে করিয়াছ বাদবিসম্বাদ
না জানি লব কুশ কিবা পাড়িলা প্রমাদ।

দুই শিশুর তরে সীতা করেন বাখান
আশীর্ব্বাদ করিয়া দোঁহারে করেন কল্যান॥
হানুতির পুত্র তোমরা নির্দ্ধনের ধন
অন্ধ জনার চক্ষু তোমরা মায়ের জীবন।
কায় মন বাক্যে যদি আমি হই সতী
তোমসভার যুদ্ধে কার নাহি অব্যাহতি।
তোমাসভার সনে যে আসিয়া করিবে রণ
বাহুড়িয়া দেশে যেন না যায় এক জন।
ব্যর্থ না যায় সীতা যার তরে বলে
আছুক অন্যের বাপ তার তরে ফলে।
এতেক বলিয়া সীতা দেবী গেল ঘর
মায়ের চরন বন্দিয়া চলে দুই সহোদর।
রাম মারিতে সত্বরে চলিল দুই জন
শ্রীরামের সংগ্রামের বেশ পরে তৎক্ষন।
তুন ভরিয়া বান নিল ধনুক নিল হাতে
যুঝিবারে দুই ভাই চলে অস্তেব্যস্তে।
আচম্বিতে দুই ভাই আসিয়া দিল দেখা
ত্রিভুবনবিজয়ী বীর ধনুকে বড় শিক্ষা॥

যেখানে রাম সেইখানে গেল দুই জন
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্ব্ব জন।
এক বল এক বিক্রম এক সুঠাম
সৈন্য সামন্ত তারা দেখে তিন রাম।
সৈন্য সামন্ত তারা যত সেনাপতি
অনুমান করে তারা যুদ্ধে বৃহস্পতি।
পঞ্চ মাস সীতার গর্ব্ভ হইল যখন
হেনকালে সীতারে রাম করিল বর্জ্জন।
সীতারে বর্জ্জিয়া রাম থুইল এই বনে
সীতার দুই পুত্র হেন লয় মনে।
সেই গর্ব্ভ হইল যমক সহোদর
ত্রিভুবনবিজয়ী বীর দুর্জ্জয় নির্ভর।
চন্দ্র সূর্য্য ইহারা পৃথিবী যদি চাড়ে
তবে রঘুনাথ আমাসভার বাক্য নড়ে।
ইহাসভার যুদ্ধে নাহিক নিস্তার
প্রাণ লৈয়া দেশের তবে কর আগুসার।
এই যুক্তি রামেরে বলে সেনাপতি
হেনকালে রামেরে বলে সুমন্ত্র সারথি।

পঞ্চ মাস সীতা যখন ছিল গর্ব্ববতী
হেনকালে সীতারে বৰ্জ্জিলা রঘুপতি।
সীতারে বৰ্জ্জিয়া থুইলাম এই বনবাসে
আমি আর লক্ষ্মণ দোঁহে গেলাম দেশে।
এই বনে থুইয়া গেলাম দুই জনে
সীতার দুই পুত্র হেন লয় মনে।
সীতার উদরে হৈল যমক দুই সহোদর
পরিচয় লহ গোসাঞি তোমার কোঙর।
সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া রামের বিস্ময়
লব কুশের কাছে গিয়া দেন পরিচয়।
দশরথের পুত্র আমি নাম শ্রীরাম
আমার তেজ বীর তোমরা আমার ধনুক বাণ।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি আমার সমান
অতএব কহি আমি বলহ বিধান।
তেঁইসে কারণে আমি পরিচয় চাই
পরিচয় দেহ তোমরা দুই ভাই।

পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন
আমার পুত্র হও যদি না করিব রণ ।
আমার যুদ্ধে এড়ান নাহি মারিব তনয়
যাবৎ নাহি লই প্রাণ দেহ পরিচয় ।
রায়ের কথা শুনিয়া দোঁহে করে কানাকানি
কেমনে বলিব নাম বাপ নাহি চিনি ।
আজি গিয়া জিজ্ঞাসা করিব মায়ের ঠাঁই
কার তনয় আমরা যমক দুই ভাই ।
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে
ডাকিয়া রায়েরে বলে তর্জন গর্জ্জনে ।
এত দিনে অবোধের সনে দরশন
তোমারে পরিচয় দিয়া আমার কোন প্রয়োজন ।
পুত্র হইয়া বাপের সনে কেবা করে রণ
আপনার পুত্র বলিয়া ভাব মনেমন ।
আমা দোঁহা দেখিয়া তুমি কাঁপিলা অন্তর
পরিচয় তেকারনে চাহ বারেবার ।
তোমারে কহিব শুন অবোধ শ্রীরাম
বড় ভয় পাইলে তুমি করিতে সংগ্রাম ।

চতুর দুই ভাই না জানে বাপের নাম
মিথ্যা করিয়া দুই জন ভাণ্ডে শ্রীরাম।
পরিচয় নহিল হইল গালাগালি
সকল সৈন্য বেড়ে লব কুশ মহাবলী।
রাম বলেন দুই শিশু না দিল পরিচয়
সাবধানে যুঝ কটক না করিহ ভয়।
ছাপ্পান্ন কোটি আমার প্রবীন সেনাপতি
তিন কোটি আমার মদমত্ত হাতী।
তিরাশি কোটি আমার অর্ব্বুদ তাজি ঘোড়া
সত্তরি অক্ষৌহিনী মোর জাতি ঝাকড়া।
সুগ্রীব অঙ্গদের আছে সত্তরি কোটি সেনা
যার যুদ্ধে দেব দানব কাঁপে সর্ব্বজনা।
ভালুক আছে মোর রাক্ষস বানর
আমার অনেক ঠাট কটক বিস্তর।
এতেক কটক পড়ে যদি শিশুর বাণে
তবে অপযশ মোর ঘুষিবে ত্রিভুবনে।
বাজিয়া২ কটক দেহ চারিভিতে
বেড় যেন দুই শিশু না পারে পলাইতে।

মন্ত্রীসভার তরে রাম করেন মন্ত্রণা
বাজিয়া কটক দিল চারি ভিতে থানা।
হস্তী ঘোড়া চালাইয়া দিল প্রথম রণে
দুই শিশু মরুক ঘোড়া হাতির চাপনে।
রামের আজ্ঞা পাইয়া কটকের হৈল ত্বরা
প্রথম রণে চালাইয়া দিল হাতী ঘোড়া।
রাহুত মাহুত বীর শিশু বীরবারে
দুই ভাই দুইভিতে ধনুকে বান যোড়ে।
লব বলে কুশ ভাই মন্ত্রণা কর সার
এই সৈন্য কাটিয়া করিব নির্ম্মূল।
কুপিল দুই ভাই ধনুকে বান যোড়ে
হস্তী ঘোড়া কাটিতে বান বাজিয়া২ এড়ে।
লব এড়িলেন বান নামেতে আহুতি
এক বানে কাটিয়া পাড়ে তিরাশি কোটি হাতী।
কুশ এড়িল বান নামে অশ্বকলা
এক বানে কাটিয়া পাড়ে তিরাশি কোটি ঘোড়া।
চারিভিতে কটক যুঝে লব কুশ মাঝে
নানা অস্ত্র লইয়া দুই ভাই যুঝে।

সৈন্য দেখিয়া দুই ভাই হইল ফাঁফর
কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তর।
এত কটক লইয়া যুঝিতে আইল রাম
এত কটক মারিতে পারি তবে থাকে নাম॥
সতির পুত্র যদি হই মুনির থাকে বর
এখনি মারিয়া সৈন্য পাঠাব যমঘর।
মুনির আশীর্বাদ মোরে আছেত কল্যান
সন্ধান পূরিয়া লব কুশ এড়ে বান।
চটক বান লব পুরিল সন্ধান
ত্রিভুবনে যুঝে যদি নাহি বীরে টান।
কুশের পুষ্পান বান বেতাপাক নাম
বেতাপাক বান কুশ পুরিল সন্ধান॥
হেন বান দুই ভাই পুড়িল বীনকে
সন্ধান পূরিয়া এড়ে ওঠে অন্তরীক্ষে।
সিংহনির্ঝুনে বান তারাযেন ছোটে
সত্তরি অক্ষৌহিনী সেনা দুই ভাই কাটে।
রাক্ষস ভালুক বানর যুঝিতে আগুসার
তারা সব সৈয়া যুঝে গাছ পাতর।

সুগ্রীব অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান।
রাক্ষস ভালুক বানর দেখিতে ভয়ঙ্কর
নানা অস্ত্র এড়ে তারা গাছ পাতর।
রাক্ষস বানর আর যতেক ভালুক
বিপরীত মুখ দেখি দুই ভাইয়ের কৌতুক।
লব বলে কুশ ভাই শুনহ বচন
বিপরীত দেখি কটকের মুখের গড়ন।
হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর
শরীরগোটা দেখি যেন পর্ব্বত আকার।
রাক্ষস বানর ভালুক দেখিয়া লব কুশে
বিপরীত দেখিয়া দুই ভাই হাসে।
রাক্ষস বানর ভালুক যুঝিছে বিস্তর
নানা অস্ত্র এড়ে তারা গাছ পাতর।
রাক্ষস সব বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান
লব কুশ দেখিয়া আগু না হয় হান।
লব বলে কুশ ভাই কার মুখ চাই
বিপরীত কটক মারিয়া পাড়ি দুই ভাই।

দুই দিগে দুই ভাই পুরিল সন্ধান
সন্ধান পুরিয়া এড়ে চোক২ বান।
বানে ফুটিয়া যত রাক্ষস বানর পড়ে
পর্ব্বতপ্রমান ঠাট পড়ে রনস্থলে।
লব কুশের বানের শিক্ষা বড় চমৎকার
রাক্ষস বানর ভালুক পড়িল অপার।
তবে যুঝিতে আইল সুগ্রীব বানর
দশ যোজন পাতরখান আনিল সত্বর।
কোপে পর্ব্বতখান ওপাড়ে দুই হাতে
মারিতে চাহে পর্ব্বত লব কুশের মাতে।
বানে কাটিয়া লব কুশ করে খান২
আর বানে সুগ্রীবের লইল পরাণ।
তবেত অঙ্গদ বীর আইল সত্বরে
দুই ভাই ধরিতে চাহে আপনার বলে।
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়
লব কুশ বান এড়ে পড়ে তার গায়।
পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বান খাইয়া
হনুমান বীর আইল হাতে পর্ব্বত লইয়া।

পর্বতপ্রমান এড়ে লব কুশের উদ্দেশে
বাণে কাটিয়া লব কুশ ফেলায় আকাশে।
তবে বাণ এড়িল বীর হনুমানের উপরে
মূর্চ্ছিত হইয়া হনুমান পড়ে রণস্থলে।
হনুমান মূর্চ্ছিত হইল দেখিয়া বানর
ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর।
বেড়াপাক বাণ কুশ পুরিল সন্ধান
বেড়াপাক বাণে সভার লইল পরাণ।
রাক্ষস ভালুক আর পড়িল বানরগণ
রাক্ষস ভালুক বানরে এড়াইল তিন জন।
অমরকারণে এড়াইল তিন বীরে
দুই কটকের রক্তে বহে যমুনার নীরে।
রক্তে ভাসিয়া নদী হইল পাথার
দেখিয়া রঘুনাথের লাগে চমৎকার।
ছাপ্পান্ন কোটি আছে রঘুবংশের সেনা
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নাহি এক জনা।
রঘুবংশের সেনাপতি মহাযোদ্ধাপতি
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতি রহিল সংহতি।

রামের আগে কহে তারা যোড় করি হাত
প্রান লইয়া দেশেরে চল রঘুনাথ।
যদি রঘুনাথ দেশে করহ গমন
প্রান লৈয়া দেশের তরে যাই সর্ব্ব জন।
শিশু নহে দুই জন সাক্ষাতে যম
ত্রিভুবনে বীর নাহি ইহাসভার সম।
রাম বলেন আইলাম পৃথিবীসহিতে
সব পৃথিবী মজাইয়া যাইব কেমতে।
এতেক সৈন্য মজাইয়া কেমতে যাব ঘর
সাবধানে যুঝ কটক না করিহ ডর।
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতি রামের আজ্ঞা পায়
ধনুক বান হাতে করি যুঝিবারে যায়।
একবারে সব সৈন্য পুরিল সন্ধান
সন্ধান পুরিয়া এড়ে চোখ২ বান।
কোটি২ চোখ বান সেনাপতি এড়ে
লব কুশ দেখিয়া বান আগু নাহি সরে।

ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতির লাগে চমৎকার
পলাইয়া সব সৈন্য হইল জত্রকার ।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল লব কুশ হাসে
ডাক দিয়া রামের তরে বলেন লব কুশে ।
কেন যুদ্ধ ভঙ্গ তোমার দিল সেনাপতি
হেন ঠাট কটক কেন আনহ সংহতি ।
লজ্জা পাইয়া রাম করেন উত্তর
ঠাট কটক গেল আমি আছি একেশ্বর ।
আমি একেশ্বর তোমরা দুই জন
এক বানে পাঠাইব যমের সদন ।
তিন জনে এত যদি হইল বোলাচার
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতি আইল আরবার ।
চারি দিগ ছাইয়া তারা লব কুশ বেড়ে
দেখিয়াত লব কুশ অগ্নিহেন জ্বলে ।
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতি এখন যোড়ে বান
লব কুশ দেখি বান নহে আগুয়ান ।
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতির যত অস্ত্র ছিল
ফুরাইল সব বান তূন শূন্য হইল ।

সেনাপতির যুদ্ধ যদি হৈল অবশেষ
ডাক দিয়া সেনার তরে বলে লব কুশ।
তোমাসভার যুদ্ধ যদি হৈল অবসান
মোরা দুই ভাই এখন পুরিব সন্ধান।
লব কুশের কথা শুনি সেনার প্রাণ ওড়ে
সন্ধান পুরিয়া দোঁহে ধনুকে বান যোড়ে।
একিলেক বানগোটা তারা যেন ছোটে
ছাপ্পান্ন কোটি সেনাপতি দুই ভাইয়ে কাটে।
বাসুকি তক্ষক যেন বানের গর্জ্জন
পড়িল সকল সৈন্য নাহি এক জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোষর
সবেমাত্র রঘুনাথ রহিল একেশ্বর।
চিন্তা গনি রঘুনাথ হইল নিরাশ
ডাক দিয়া লব কুশ করে উপহাস।
সবর্ব লোকে বলে তোমায় ধার্ম্মিক শ্রীরাম
অলক্ষিত যত তুমি করিলা সংগ্রাম।
দুই জনার তরে যদি তিন জনা রোষে
ধর্ম্ম নাশ হয় মরে আপনার দোষে।

হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা
সতির পুত্র আমরা তেঁই পাইলাম রক্ষা।
লব কুশের বচনে শ্রীরাম লজ্জিত
যত কিছু বল তোমরা নহে অনুচিত।
পৃথিবীমণ্ডলে আমি রাজচক্রবর্ত্তী
না জানি কতেক ঠাট আইল সংহতি।
আমারে জিনিতে কেহ নাহি ত্রিভুবনে
আমার পুত্র বিনা আমা নাহি জিনে।
পুত্রের ঠাঁই আমার আছে পরাজয়
বাপ জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে হেন কয়।
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুই জন
আমার পুত্র হও যদি না করিহ রণ।
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন
লব কুশ বলিয়া তোমরা দুই জন।
রাবণহেন দুর্জ্জয় বীর ছিল কোন দেশে
আমার ঠাঁই বাদ করি মরিল সবংশে।
রামের কথা শুনিয়া দুই ভাই হাসে
ডাক দিয়া রামের তরে বলে লব কুশে।

তোমারে বলি শুন অযোধ্যা শ্রীরাম
বড় ভয় পাইলে তুমি করিতে সংগ্রাম।
পুত্র বলিয়া বারেং চাহ পরিচয়
হেন বুঝি প্রাণ লইয়া যাইবারে চাও।
কোথা শুনিয়াছ তুমি বাপে পুত্রে রণ
আপনার পুত্র বলি ভাব মনেমন।
রণেতে পণ্ডিত তুমি পৃথিবীর রাজা
বারেং পুত্র বল নাহি বাস লজ্জা।
রাবণ মারিয়া কত আপনা বাখানি
বীর জনার ঠাঁই পড়িলে তবে সব জানি।
লব কুশ বলে রাম শুনহ উত্তর
ক্ষত্রিকুলে জন্মিয়া কেন হইলা কাতর।
মুনির পুত্র আমরা মুনির ধরি বল
মুনির বল তোমার বল অনেক অন্তর।
রাম বলেন লব কুশ বাক্য পাইলে ছল
আমার পুত্র বলি তেঁই বাসি ডর।

তোমাসভা দেখি যেন আমার আকৃতি
পরিচয় নাহি দিলে তোরা দুষ্টমতি।
চাট কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে
অবশ্য করিব রন যেবা হয় শেষে ;
আমার সনে যুদ্ধ করে তার নাহি রক্ষা
এখন দেখাইব যত অস্ত্রের পরিক্ষা।
বাপে পুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে দুই জনে।
মহাক্রোধে রঘুনাথ পুরিল সন্ধান
লব কুশের উপরে এড়ে চোখং বান।
নানা অস্ত্র এড়েন রাম রনেতে পণ্ডিত
ফাঁপর হইল লব কুশ পলায় ত্বরিত।
রামের বান সহিতে নারে পলায় ওভরড়ে
পলাইয়া রহে দোঁহে বৃক্ষের আড়ে।
দুই ভাই পলাইল রাম পায় আশ
ঈর্ষা বান এড়িল রাম ছাইল আকাশ।
সংসার অন্ধকার হইল রামের বানে
আগু হৈয়া যুঝিতে না পায় দুই জনে।

এইমত দুই ভাই গেল পলাইয়া
কল্পনা করেন রাম রথেতে বসিয়া।

হরিহরি স্মরিয়া মনে দেখিয়া অদ্ভুত রণে
ধীরনি বসিল রঘুনাথ
ভ্রাতৃ মিত্র সৈন্য মৈল রণে পরাভব হইল
শোকানলে হয়ে অশ্রুপাত।
দৈব যদি হয় বাম সিদ্ধ নহে কোন কাম
যজ্ঞ হইল সংহারকারণ
তখনি জানিলাম মন জিনিতে নারিব রণ
যবে ভাই পড়িল শত্রুঘ্ন।
সুদিন কুদিন দুই বিধাতার সৃষ্টি এই
এবে সেই বীর হনুমান
গন্ধমাদন আনে বভ্রুকর্ণ জিনে রণে
কোটায় শিশুর খাইয়া বান।
সুগ্রীব প্রভৃতি বলে ঝম্পায় সাগরের জলে
মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে

হেন জন শিশুতে মারে   অগ্নি মহেন্দ্র মরে
এত করাইল দৈবে মোরে ।
কত ব্রহ্মবধ কৈনু   যজ্ঞমধ্যে ভস্ম দিনু
পাতক করিনু কত আর
এত বড় মান ছিল   দণ্ডমধ্যে ভস্ম হইল
পরাভব হইল আপনার ।
যে বংশে সাগর রাজা   রঘুপতি মহাতেজা
ভগীরথ বেনু মহাশয়
হেন বংশে আমি হৈয়া কুল নষ্ট করিনু গিয়া
জিনে মোরে মুনির তনয় ।
মোর তিন ভাই মৈল   মিত্র সংহতি আইল
তাহা সভা পাতিনাম লৈয়া রণে
যার পতি পুত্র মৈল   সে সব অনাথ হইল
তায় আমার পাতক জন্মে ।
বিধি নিদয় হইয়া   এত বড় বাড়াইয়া
কেন দিল করিয়া পৌরুষ
একেবারে এত হৈল   বংশে কেহ না থাকিল
পরাভব হইল অপযশ ।

মাতৃহীন রহিল ঘরে প্রাণ দিবে অনাহারে
শত্রুগণে নষ্ট করিবে পুরী
অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা হইল জীবনশঙ্কা
পতিহীন হৈল সর্ব্ব নারী।
সূর্য্য বিনা দিবা নহে জল বিনা মৎস্য নহে
অরাজক পুরির সংহার
এইসে থাকিল দুঃখ না দেখিনু সীতার মুখ
দেবী কোথায় রহিল অনাহার।
কাহার দুড়াইব দুঃখ না দেখিনু সীতার মুখ
মজিল অযোধ্যার রাজা
চারি ভাই এক মাসে মরিলাম এক দেশে
জীবনের আর নাহি কার্য্য।
দুই শিশু যমসম মনুষ্য হৈয়া করে ভ্রম
কিবা কুম্ভকর্ণ দশানন
মৈল জাতিস্মর হৈয়া জন্মান্তরে বর পাইয়া
পূর্ব্বদুঃখ করিতে শোধন।
আসিলেন দুই ভাই জিনিয়াও সীতা লই
জেন তারা দুই ভাই হইয়া

আমি ভাই চারি জনে সুগ্রীব মিত্রা বিভীষণে
মারিলেক পূর্ব্বদুঃখ পাইয়া।
হারিলে যাইতে দেশে লজ্জামাত্র বিশেষে
আর কারে করিব সহায়
কিবা দুই শিশু মারি নহেবা আপনি মরি
তবে ক্ষত্রিধর্ম্ম রক্ষা পায়।
আজি দুই শিশু মারি সেই রক্তে তর্পণ করি
তবে আমি রঘুবংশ হই
শিশু নিপাত রণে এই দাণ্ডাইনু মনে
তবে আমি দেশান্তরে যাই।
এতেক ভাবিয়া মনে শ্রীরাম চলিল রণে
অকাতর হইয়া পরাণে
হইয়াত হরষিত উত্তর কাণ্ডে গীত
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত ভণে।

কুশ বলে লব তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই
সাজিয়া চলিল রাম আমাসভার ঠাঁই।

একবারে দুই ভাই করি গিয়া সংগ্রাম
চন্দ্র কাট মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম।
কুশ হৈতে অস্ত্র শিক্ষা লব বীর বীরে
চিকুর বাণ এড়িয়া দশ দিগ আলো করে।
লবের বাণ ঠেকিয়া রামের ব্যর্থ হৈল বাণ
আকাশেতে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বতসমান।
লবের বাণে কাটা গেল অন্ধকার ঘুচে
সন্ধান পূরিয়া গেল রঘুনাথের কাছে।
একবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান
বাণের প্রতাপ শুনি পাছু হৈল রাম।
ক্ষণেক রাম আগু ক্ষণেক দুই ভাই
বাণের ঠনঠনি শুনি লেখাযোখা নাই।
নানা অস্ত্র এড়ে রাম বিনুকে বড় শিক্ষা
নানা অস্ত্র এড় রাম নাহি লেখাযোখা।
রামের বাণে জর্জ্জর হইল দুই জন
চিন্তা পানে লব কুশ ভাবে মনেমন।
নানা অস্ত্র যোড়েন রাম দিয়া বাহু নাড়া
লব কুশের গলায় গিয়া হইল পুষ্পমালা।

লব কুশ দুই ভাই নানা অস্ত্র এড়ে
রামের চরণ বন্দি বাণ সান্ধাইল পাতালে।
নানা অস্ত্র তখন এড়েন দুই ভাই
বাণের ঠনঠনি শুনি লেখাযোখা নাই।
রক্তে রাঙ্গা দুই জন সম বল ধরে
তিন জনার বাণ তিন জনার গায় পড়ে।
কেহ কারে জিনিতে নারে সোদর দুই জন
সত্বরে পিতা পুত্রে দড় বাজে রণ।
দুইভিতে দুই ভাই রাম একেশ্বর
বাণে ফুটিয়া রঘুনাথ হইল কাতর।
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুইভিতে
কোন দিগ রাখিবেন রাম না পারে সহিতে।
লবের ভিতে চাহিতে কুশ এড়ে বাণ
কুশের ভিতে চাহিতে লব বিন্ধে রাম।
একবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল শ্রীরাম।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যে আছে ব্রহ্মশাপ
পুত্র হইয়া রণে মারিবেক বাপ

নব এড়িল বান নামে অস্ত্রকলা
হনুরু বানসহিতে রামের বান্ধে গলা।
কুশ এড়িল বান অক্ষয়জিত নাম
বুকে বাজিল বান পড়িল শ্রীরাম।
ছটফট করেন রাম যখন প্রান আছে
ধাইয়া.গেল দুই ভাই শ্রীরামের কাছে।
বান কাড়িতে নারেন রাম বানে অচেতন
নব কুশ কাড়িয়া লয় গায়ের অভরন।
কানের কুণ্ডল নিল মাতার টোপর
হার নুপুর নিল হাতের ধনুঃশর।
সং-গায়ের বেশ কাড়িয়া লয় দুই ভাই
বাপ মারিয়া মায়ের ঠাঁই করিতে বড়াই।
হনুমান জাম্বুবান দুই জন অমর
দুই জন নাহি মরে এত মন্বন্তর।
উঠিবার শক্তি নাহি বানে অচেতন
সেই পথ দিয়া নব কুশের গমন।

এক জন বানর তার আর জন ভালুক
দুই বীরের মুখ দেখি দুই ভাই কৌতুক।
সাঙ্গি বান্ধিয়া তারে লইলেক স্কন্ধে
রন জিনিয়া দুই ভাই চলিল আনন্দে।
এতেক লইয়া দুই ভাই গেল ঘর
এথা সীতা দেবী কান্দিয়া হইয়াছে কাতর।
সতের দিবসে দুই ভাই গেল ঘর
কান্দিয়া সীতা দেবী হইল বিকল।
হনুমান জাম্বুবান দুজ্জয় শরীরে
দ্বারেতে নাহি যায় গাইল বাহির।
কএদূ ষ্টে চাহেন সীতা করিয়া বেয়ান
হেনকালে দুই ভাই মায়ের বিদ্যমান।
দুই পুত্র দেখিয়া সীতা হইল ওতরোলী
দুই ভাই বন্দিল মায়ের পদধুলি।
দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান
রনের কথা কহিতে লাগিল মায়ের স্থান।
রাম লক্ষ্মন মারিলাম ভরত শত্রুঘ্ন
সাতের দিবস করিলাম রামের সনে রন।

অনেক অক্ষৌহিনী সেনা চারি ভাইসংহতি
বাহুড়িয়া দেশে না গেল এক ব্যক্তি।
অনেক অক্ষৌহিনী সেনা মারিলায় চারি ভাই
আর অপূর্ব্ব কথা কহি তোমার ঠাঁই।
দুর্জ্জয় দুটা জন্তু আনিলাম বান্ধিয়া
দ্বারে নাহি আইসে মা দেখ গো আসিয়া।
রাম লক্ষ্মণ মারিলাম মা ভরত শত্রুঘ্ন
এই দেখ আনিয়াছি রামের আভরণ।
হাহা করিয়া সীতা মাথায় ঘা হানে
বাপ খুড়া বধিলি যে তোমরা দুই জনে।
কোনখানে মারিলি প্রভু কমললোচন
চল ঝাট দেখি গিয়া প্রভুর চরণ।
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ
কেমনে দেখিব গিয়া ভরত শত্রুঘ্ন।
কোনখানে মারিলি প্রভু পাপিষ্ঠ দুরন্ত
শৃগাল কুক্কুর পাছে ছোয় প্রভুর অঙ্গ।
ধাইয়া যায় সীতা দেবী কেশ নাহি বান্ধে
মায়ের পিছে দুই ভাই মাথায় হাতে কান্দে।

আওয়াসের বাহির হইল দেবী সীতা
হনুমান জাম্বুবানের দেখেন অবস্থা।
সীতা বলেন লব কুশ পুত্র নহিস তোরা
শত্রু হইয়া জন্মিলি বধিতে বাপ খুড়া।
তোমা হইতে অধিক পুত্র হয় হনুমান
এই হনুমান মোর দিয়াছে প্রাণ দান।
বানর হইয়া গেল সাগরের পার
হনুমান পুত্র মোর করেছে উদ্ধার।
স্বহস্তে বাপ খুড়ার বধিলি জীবন
বিষ পান করি প্রাণ ত্যজিব এখন।
এখনি মরিব আমি প্রভুর আগে
দুই ভাইয়ের কলঙ্ক যেন ঘোষে সর্ব্ব লোকে।
কোনখানে মারিলি প্রভু ঝাট চল দেখি
এতক্ষন প্রাণ আর কার তরে রাখি।
চক্ষুর লোহে সীতা দেবির তিতিল বসন
দুই ভাই দুই বীরের দুচাইল বন্ধন।
এক সত্য হনুমান মোর করিহ পালন
রামের দুই পুত্র রামের হৈল যম।

কার ঠাঁই না কহিও এই সব বচন
এই সত্য হনু মোর করিহ পালন ।
দুই বীরের বন্ধন ঘুচাইল দুই ভাই
ক্রন্দন করিয়া মায়ের পিছে দোঁহে যায়।
কান্দিয়া রামের উদ্দিশে চলিল তিন জন
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছে ভরত শত্রুঘ্ন।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক পড়িয়াছে অপার
দেখিয়াত সীতা দেবী করেন হাহাকার ।
বিস্মিত হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন
ক্রন্দন করিয়া রামের ধরিল চরণ।
তোমার পুত্র কাল হইল তোমারে
রাম হেন স্বামী মরে মোর কর্ম্মফলে ।
তোমার বানে মেরু মন্দার নাহি ধরে টান
চাওয়ালের বানে প্রভু হারাইলা প্রান।
সর্ব্ব লোকে বলিলেন অবিধবা সীতা
আমারে বিধবা করেন কেমন বিধাতা।

অগ্নি প্রবেশ করিয়া আজি ত্যজিব পরাণ
জন্মে২ পাই যেন তোমার চরণ।
মাতায় হাত নব কুশ করিছে ক্রন্দন
মায়ের চরণ ধরিয়া বলিছে বচন।
নব কুশ বলে মা ক্রন্দনে দেহ ক্ষমা
তোমার দোষে মা মজিলাম তিন জনা।
তুমি না বলিলে মা রাম আমার বাপ
আপনার দোষে মা ভুঞ্জিলে সন্তাপ।
পিতৃবধী করিয়া ভাই বড় পাইলাম লাজ
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাহি কাষ।
পৃথিবীতে যত দূর সঙ্করে লোল পানি
বাপ মাতার নাম লইয়া রহিল কাহিনী।
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার।
সীতা বলে আগে অগ্নি করিব প্রবেশ
আমি মরিলে যেবা তোমরা কর শেষ।
তিন জন গেল তারা যমুনার কূলে
তিন কুণ্ড কাটিলেন দুই সহোদরে।

কাষ্ঠ আনিয়া তাহে জ্বালিল অনল
অগ্নি জ্বলিয়া ওঠে গগনমণ্ডল।
অগ্নির শিখা জ্বলিয়া ওঠিল গগন
স্নান করি অগ্নি প্রদক্ষিণ হইল তিন জন।
চিত্রকূটে বাল্মীকি মুনি করেন তর্পণ
অগ্নির ধূম দেখিয়া মুনির বিস্ময় বদন।
রক্তে তর্পণ করেন মুনির বিস্ময়
তর্পণ করেন সব যেন রক্তময়।
তথা হইতে চিত্রকূট ছয় মাসের পথ
এত দূর যমুনায় ভাসেন রকত।
মুনি বলেন লব কুশ পাড়িল প্রমাদ
দেশের তরে চলে মুনি করিয়া বিসাদ।
ছয় মাসের পথ আইল চক্ষুর নিমেষে
তিন জন দেখে অগ্নি করিতে প্রবেশে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়াছে মহামুনি দেখে
হেনকালে গেল মুনি সীতার সমুখে।
গৃধিনী শকুনী আর শৃগালের রোল
শুনিতে কলকলি যমুনার হিল্লোল।

এতেক দেখিয়া সীতার নিকট গেল মুনি
প্রমাদ পড়িল কেন সীতা কহ দেখি শুনি।
সীতা বলেন গোসাঞি না জান কারণ
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছেন ভরত শত্রুঘ্ন।
কেমনে কহিব কথা মুখে নাহি আইসে
বাপ খুড়া বধ করিল লব আর কুশে।
এত দিন ভাল ছিলাম তোমার প্রসাদে
তোমার ঠাঁই বিদ্যা শিক্ষিয়া পাড়িল প্রমাদে।
তুমি শিক্ষাইলে মুনি নানা অস্ত্রশিক্ষা
ত্রিভুবন যুঝে যদি কার নাহি রক্ষা।
আপনি প্রভু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে
শিশু হইয়া হেন রাম জিনিল দুই জনে।
রঘুনাথ বিনে মোর নাহিক জীবন
মায়ে পোয়ে অগ্নি প্রবেশ করিব তিন জন।
মুনি বলেন অগ্নি প্রবেশ না করিহ সীতা
রাম লক্ষ্মণ জীয়াইব রঘুবংশদাতা।
রাম লক্ষ্মণ জীয়াইব ভরত শত্রুঘ্ন
সৈন্য সামন্ত পড়িয়াছে যত জন।

মুনি বলেন সীতা তোমারে বলি আমি
দুই পুত্র লইয়া যে ঘরে চল তুমি।
সীতা বলেন দেখি আগে প্রভুর চরণ
তবে মায়ে পোয়ে ঘরে করিব গমন।
এতেক শুনিয়া মুনি বসিল ধ্যানে
ত্রিভুবনের যত কথা মুনি সব জানে ।
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃত্যুজীবার পানি
ধ্যান করিয়া তাহা জানিল মহামুনি।
মুনি বলেন শুন শিষ্য আমার বচন
এই জল ছড়াইয়া দেহত তপোবন।
মরা ঠাট পড়িয়াছে যতযত দূরে
তত দূরে জড়াইয়া দেহ যমুনার কূলে।
এক মন্ত্রে জল পড়িয়া দিল মহামুনি
তপোবনে ছড়াইয়া দেহ মৃত্যুজীবার পানি।
কটকের গায়েতে যত লাগে ছড়া
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া গা ঝাড়া।
মৃত্যুজীবার পানি যদি হইল পরশন
রাম লক্ষ্মন ভরত শত্রুঘ্ন উঠিল তখন।

জাপান্ন কোটি ওঠিল প্রধান সেনাপতি
তিন কোটি ওঠিল মদমত্ত হাতী।
তিরাশি কোটি ওঠিল অর্ব্বুদ তাজি ঘোড়া
সত্তরি অক্ষৌহিনী ওঠে জাঠি ঝকড়া।
সুগ্রীব অঙ্গদ ওঠে লইয়া বানরগণ
ভালুক রাক্ষস যত ওঠেত তৎক্ষণ।
কটকের কোলাহলে হইল গণ্ডগোল
মুনি বলেন শুন সীতা কটকের রোল।
রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন বীর
সৈন্য সামন্ত ওঠে সেই শরীর।
রাম লক্ষ্মণ ওঠিল ভরত শত্রুঘ্ন
দূরে হইতে দেখি সীতা পাইল জীবন।
রামজয় করিয়া ডাকে সকল বানরগণ।
মুনি বলেন শুন সীতা আমার বচন
হেথা থাকিতে ওচিত নহেত এখন।
দুই পুত্র লইয়া ঘরে করহ গমন
লব কুশ সীতা তিনে মুনি নমস্করি
লুকাইয়া তিন জন রহিল মুনির বাড়ী।

সীতাকে চিনিয়াছিল পবননন্দন
বাল্মীকির মায়াতে পাসরে তৎক্ষণ।
রামের সনে মুনি তখন করে সম্ভাষণ
চারি ভাই করিল মুনির চরণ বন্দন।
রাম বলেন বাঁচিলাম তোমার প্রসাদে
কার ছাওয়াল এত পাড়িল প্রমাদে।
মুনি বলেন রাম আমি না ছিলাম দেশে
কার ছাওয়াল সেই না জানি বিশেষে।
এখন সেই ছাওয়ালের না পাবে দরশন
দেশে লইয়া আমি তারে করাব মিলন।
ঘোড়া লইয়া রঘুনাথ যাহ নিজ দেশে
যজ্ঞে পূর্ণা দেহ গিয়া যজ্ঞ হইল শেষে।
সৈন্য সামন্ত লইয়া রাম আইল দেশে
উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

এই সব গীত গাইল জৈমিনি ভারতে
এখন কিছু গাই শুন বাল্মীকির মতে।

ঘোড়া লইয়া রঘুনাথ যজ্ঞে দিল পূর্ণা
নানা দেশের ব্রাহ্মণ আইল লইতে দক্ষিনা।
বড় পরিপাটি যজ্ঞ করেন নিরন্তর
শিষ্যসহিত আইল বাল্মীকি মুনিবর।
মুনিরে দেখিয়া রাম উঠিল সম্ভ্রমে
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম বসাইল আসনে।
বার শত শিষ্য আইল মুনির সংহতি
লব কুশ দুই ভাই মিশাইল তথি।
বিষ্ণু অবতার দোঁহে রামের তনয়
মুনির মিশালে আছে নাহি পরিচয়।
রাম বলেন ভরত শুন আমার বচন
মুনি রহিবারে দেহ দিব্য আওতন।
লব কুশ দুই ভাই মুনির সংহতি
দুই ভাই লইয়া মুনি করেন যুকতি।
মুনি বলে লব কুশ শুন সাবধানে
ধনুক সঙ্গীত বিদ্যা পাইলে মোর স্থানে।
ধনুর্বিদ্যা পরিক্ষিলে মোর গোচর
বিক্রমে দুর্জ্জয় বড় দুই সহোদর।

আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে
শিশু হইয়া হেন রাম জিনিলা দুই জনে।
আর যত সৈন্য মারিলা তার নাহি লেখা
সাক্ষাতে দেখিলাম অস্ত্রের পরিক্ষা।
সঙ্গীত বিদ্যা রামায়ণ শিক্ষিলে দুই জন
রামের আগে কালি দোঁহে গাইবে রামায়ণ।
সপ্ত দ্বীপের রাজা আইল স্থানেং
রামায়ণ গীত কালি গাইবে দুই জনে।
দুই ভাই করিহ মোর কবিত্ব প্রচার
দুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার।
যাহারে প্রসন্ন হয় সরস্বতী দেবী
আমি আদি করিয়া করিহ সব কবি।
সভা করিয়া রঘুনাথ বসিবেন যখন
সাবধানে দুই ভাই গাইবে রামায়ণ।
তবে জিজ্ঞাসিবেন রাম সভার ভিতর
বাল্মীকের শিষ্য হেন কহিও উত্তর।

আর যুক্তি বলি তোমা দুই ভাই শুন
সাবধানে দুই ভাই গাইবে রামায়ণ।
যখন গীত গাইবে মায়ের বর্জ্জন
বাপের তরে গালি পাছে পাড় দুই জন।
ত্রিভুবনের নাথ রাম পরমগার্ব্বিত
হেন রামে গালি দিতে নহেত উচিত।
আর যুক্তি বলি শুন তোমার স্থানে
তপস্বির বেশ ধরি গাইবে রামায়ণে।
সে রূপ দেখিয়া রাম পাইবেন তরাস
আরবার এড়েন পাছে জীবনের আস।
জটা বাকল পরিবে দেখিতে তপস্বী
অন্তর্বাড় লাগে যেন দেখিতে উপবাসী।
রাত্রি প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বেহান
দুই ভাই করিলেন বাকল পরিধান।
শিরে জটা ধরিলেন বাকল পরিধান
অন্তর্বাড় লাগিয়াছে যেন দূর্ব্বাদলশ্যাম।
হাতে বীণা করিয়া দোঁহে করিল গমন
মধুর ধ্বনিতে গায় বেদ রামায়ণ।

দূর্ব্বাদলশ্যাম যেন দুই সহোদর
বিষ্ণুর তনয় দোঁহে একই সোসর।
হাটে ঘাটে গীত গায় নগরে বাজারে
গীত শুনিয়া সব আপনা পাসরে।
গীত শুনিয়া লোক হইল মূর্চ্ছিত
আজ্ঞা কর রঘুনাথ আনিতে ত্বরিত।
পাত্র মিত্রের বচনে রাম করিল আদেশ
যজ্ঞস্থানে দুই ভাই করিল প্রবেশ।
বীণা হাতে করিয়া বসিল সভায়
হাতে বীণা করিয়া দুই ভাই গীত গায়।
সভা করিয়া রঘুনাথ গীত শুনিতে বৈসে
অবসর পাইল রাম যজ্ঞ অবশেষে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বসিল সেইস্থানে
আগম পুরাণ গীত শুনি রামায়ণে।
মহাপণ্ডিত বসিল সব জ্ঞানেতে পূজিত
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব বসিল চারিভিত।
দুই ভাই গীত গায় মধুর বাজে বীণা
সর্ব্ব লোক গীত শুনে অমৃতের কণা।

বীণা যন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে
শুনিয়া মোহিত লোক আপনা পাসরে।
চারি ভাই রঘুনাথ গীতে দিল মন
সর্ব্ব লোক মোহিত হইল শুনি রামায়ণ।
সর্ব্ব লোক কাণাকাণি করেন যুকতি
দুই শিশু দেখি যেন রামের আকৃতি।
জটা বাকল পরিধান এইমাত্র আন
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান।
এই দুই শিশু কৈল রামের সনে রণ
রাম লক্ষ্মণ মারিলেক ভরত শত্রুঘ্ন।
যুদ্ধ করিলে ত্রিভুবন না পারে সহিতে
সংসার মোহিত হইল রামায়ণগীতে।
তপস্বির বেশ দোঁহে ধরিয়া এখন
শিশু নহে দুই জন সাক্ষাত যে যম।
রঘুনাথ হইতে দুই বালক দুর্জ্জয়
সকল সৈন্য লৈয়া রাম হইল পরাজয়।
কোন বিধাতা নির্ম্মাণ করিল দুই জনে
এত গুণ ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে।

এই যুক্তি তাঁরা সব করে সর্ব্বক্ষণ
ত্রিভুবন মোহিত হইল শুনিয়া রামায়ণ।
যতেক সভার লোক অনুমান করে
রামের দুই পুত্র এই কভু নাহি নহে।
প্রথম দিনে গীত গাইল কুড়ি শিকলি
কুড়ি শিকলি করিয়া গাইল পাঁচালি।
দুই ভাইয়ের গীত যদি হইল অবসান
রাম বলেন গায়কেরে দেহ সম্বিধান।
ভরত লক্ষ্মণ শুনিল রামের বচন
আশি সহস্র তোলা সোনা আনিল তখন।
গায়কের কাছে থুইল আশি সহস্র তোলা
নানা অলঙ্কার সুগন্ধি পুষ্পমালা।
দুই গায়ক বলেন শুন রাম রঘুর নন্দন
বস্ত্র অলঙ্কার মোর নাহি প্রয়োজন।
কি করিব বন বস্ত্র আর অলঙ্কার
বস্ত্র অলঙ্কার রাখ নিয়া আপন ভাণ্ডার।

রাম বলেন তোমারে জিজ্ঞাসি কাহিনী
কাহার কবিত্ব রামায়ন কহ দেখি শুনি।
ইহা শুনিলে লোকের কিবা হয় ফল
আর যত আছে সব কবিত্বভিতর।
এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ
দুই গায়ক তখন যোড় করে হাত।
দুই গায়ক বলে শুন রঘুর নন্দন
জিজ্ঞাসিলা যত কিছু কহিব বিবরন।
চতুর্ব্বেদ বিংশতি শ্লোক নিরমান
এগার শত সহস্র কাব্যের বাখান।
যে জন ইহা শুনিতে করে অভিলাষ
সকল পাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস।
অপুত্র শুনিলে সে পায় পুত্রবর
সাত কাণ্ডে পায় অশ্বমেধের ফল।
তুমি অশ্বমেধ করিলে অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল পায় শুনিলে রামায়নে।
তোমার জন্ম থাকিতে ষাঠি হাজার বৎসর
অনাগত পুরান রচিল মুনিবর।

অবতার না হইতে বাল্মীকের পোথা
আদ্য কাণ্ডে গাইল রাম তোমার জন্ম কথা।
অযোধ্যা কাণ্ডে রাম তুমি পাইলে ছত্র দণ্ড
রাজ্য হারাইলা তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড।
তোমার বাপ দশরথ স্ত্রীর কুর্ন্নর
স্ত্রীর বাক্যে পাঠায় তোমায় বনের ভিতর।
অযোধ্যা কাণ্ডে গেলা রাম তুমি বনবাসে
মাতায় হাতে কান্দে রাম স্ত্রী আর লক্ষ্মণে।
সংসার শূন্য দেখে কান্দে সর্ব্ব লোক
প্রাণ হারাইল দশরথ তোমার পাইয়া শোক।
তুমি বনে গেলে ভরত মাতুলের পাড়া
চারি পুত্র থাকিতে রাজা হইল বাসিমরা।
বাসিমরা তৈলের ভিতরে ছিল দশরথে
অগ্নিকার্য্য করিল দেশে আসিয়া ভরতে।
অরণ্য কাণ্ডে সীতা চুরি করিল লঙ্কেশ্বর
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস তুমি মারিলে একেশ্বর।
দুই শোকে রাম তুমি পাইলে বড় তাপ
কিষ্কিন্ধ্যায় বালি মারিয়া মৈত্র করিলে লাভ।

সুন্দরা কাণ্ডে রাম তুমি সাগর হৈলা পার
লঙ্কায় রাবণ মারিয়া করিলে সংহার।
সীতার পরিক্ষা রাজা করিলে বিভীষণ
মরা বাপ সম্ভাষিয়া দেশেরে গমন।
অযোধ্যায় হইতে তুমি পৃথিবীর রাজা
অযোধ্যায় পালিলে তুমি লোক জন প্রজা।
দশ হাজার বৎসর করিবে লোকের পালন
নয় হাজার বৎসরে বুড়া রাজার মরণ।
আর এক হাজার বৎসর ছিল রাজার পরমাই
বাপের পরমায়ু পাইলা চারি ভাই।
এগার হাজার বৎসর করিবে লোকের পালন
সাত হাজার বৎসরে কর সীতার বর্জ্জন।
যখন গীত গায় মায়ের বনবাস
মায়ের বনবাস গাইতে গদগদ ভাস।
লব কুশ গীত শিক্ষিল বাল্মীকের ঘরে
অনুবর্ত গীত তার সংসার মোহ করে।
এত যদি রঘুনাথ গীতের কথা শুনি
আপনার পুত্র বলিয়া মনে অনুমানি।

দুর্ব্বর্শা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে
লক্ষ্মণ ভাই বৰ্জ্জিবেন সেই মুনিশাপে।
স্বর্গবাস যাবে তুমি লইয়া সংসারে
ইহা বই বাল্মীকি মুনি না করিল আর।
দুই গায়ক গীত গাইল এক মাস
উত্তর কাণ্ড করিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

এক মাসে গীত যদি হইল অবসান
তবে জিজ্ঞাসা তারে করেন শ্রীরাম।
তোমাসভাকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ
কোন বংশে জন্ম তোমরা কাহার নন্দন।
সকল জানে লব কুশ বাপের তরে চিন্তে
জলে পরিচয় করেন দোঁহে হেট মাতে।
বাপের নাম নাহি জানি মায়ের নাম সীতা
বালমীকের শিষ্য আমরা নাহি চিনি পিতা।
এই পরিচয় দিলাম কমললোচন
দুই পুত্র কোলে করি রামের ক্রন্দন।

আর বিবাহ দূর করিলাম নহিল সন্তুতি
কোন দোষে বর্জ্জিলাম তিন ব্যক্তি।
রাম বলেন বালমীকি তুমি অন্তর্য্যামী
ভূত ভবিষ্যৎ যত সব জান তুমি।
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে
পরিক্ষা লইয়া সীতা আইসুন নিজ ঘরে॥
যত লোক আসিয়াছে যেবা নাহি আইসে
সীতার কথা শুনি লোক হরষিতে আইসে॥
স্ত্রী পুরুষে আইল সকল সংসার
বৃদ্ধ শিশু কানা খোঁড়া করিল আগুসার।
কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী
সীতার পরিক্ষা শুনি আইল অন্তঃপুরী।
কেহ পাশাইয়া ফেলে হার যে কেয়ূর
কেহবা পরিয়া যায় পায়েতে নূপুর।
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস
পরিক্ষা দিয়া ঘরে আনিলে লোকে উপহাস।
শাশুড়ির পায়ে ধরে যতেক বহুয়ারী
দোলায় চড়িয়া তখন চলিল তিন বুড়ী।

কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী
রঘুনাথের কাছে বুঝায় দশরথের বাণী।
একবার পরিক্ষা দিলা সাগরের পার
কার বোলে পরিক্ষা দিতে চাহ আরবার।
জনকের গৌরব রাখিত তোমার বাপ
হেন জনকের তরে নাহি দিহ তাপ।
সীতারে জানিহ তুমি লক্ষ্মী আপনি
সীতার পাপ নাহি সর্ব্ব লোকে জানি।
সীতারে লইয়া তুমি গৃহে কর বাস
প্রীতি পাইয়া জনক যাউক নিজ দেশ।
রাম বলেন মাতৃ সব না কর বিসাদ
পরিক্ষা না দিলে লোকে পাবে অপরাধি।
রাম বলেন জনকের নাহি অপরাধি
পরিক্ষা দিলে সংসার পাইবে প্রবোধি।
রাজা হইয়া স্ত্রীর যদি না করে বিচার
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার।
এত যদি রঘুনাথ বলিল নিষ্ঠুর
কান্দিতে২ রাণী সব গেল অন্তঃপুর।

রাম বলেন শুন বলি বাল্মীকি মহামুনি
শীঘ্রগতি নিজ দেশে চলহ আপনি।
রথ লইয়া যাউক সুমন্ত্র সারথি
রথে করিয়া সীতারে আন শীঘ্রগতি।
এত যদি মহামুনি রামের আজ্ঞা পাইয়া
নিজ দেশে গেল মুনি সুমন্ত্র লইয়া।
মুনির চরণে সীতা হৈল নমস্কার
অযোধ্যার কথা মুনি কহ সারোদ্ধার।
পিতা পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়
সকল কথা কহেন মুনি সীতার আলয়।
মুনি বলেন আমার বাক্য শুন দেবী সীতা
পূর্ব্বনির্ব্বন্ধ তব লিখিলেন বিধাতা।
রঘুনাথের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন
পরিক্ষা দেখিতে তোমার আইল দেবগন।
একবার পরিক্ষা দিলেন সংসারবিদিত
আরবার পরিক্ষা তোমার ললাটে লিখিত।
এক ঠাঁই হইয়াছে সকল দেবগন
কার বাক্য না ধরি রাম দড় করিল মন।

সীতার ঠাঁই যদি কহিলেন মহামুনি
ধারার শ্রাবণ সীতার চক্ষে পড়ে পানি।
মুনির ঝি বহু তারা তপেতে আগুলি
তাহাসভার সনে সীতা করেন কোলাকুলি।
মুনির পত্নির পায়ে সীতা কৈল নমস্কার
মেলানি দেহ মা দেখা নাহি আর।
মুনির পত্নী বলেন লক্ষ্মী ছাড়িয়া যাহ কোথা
বুকে শেল রহিল মোর থাকিল মর্ম্মব্যথা।
সীতা বলিয়া আসি না ডাকিব আর
মধুর বচন তোমার না শুনিব আর।
রথে চড়িয়া সীতা করিল গমন
বাল্মীকের দেশে ওথা উঠিল ক্রন্দন।
মুনির দেশ ছাড়িয়া যান সীতাও সুন্দরী
যেই দেশে যান সীতা আলো করে পুরী।
নিজ দেশ অযোধ্যায় করিল গমন
অয়ং হুলাহুলি লক্ষ্মী আগমন।

ত্রিভুবনের যত লোক অযোধ্যানগরে
হেনকালে সীতা গেল সভার ভিতরে।
সভার ভিতরে সীতা রথে হইতে ওলি
রূপে পুরী আলো করে চমকিছে বিজুলি।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সভে হইল মূর্চ্ছিত
সীতার রূপ দেখিয়া সভে হইল চিন্তিত।
আছুক অরন্যের কায যত মুনিগন
সীতার রূপ দেখিয়া সভে হৈল অচেতন।
রামের চরণ সীতা করিল বন্দন
হেনকালে রামেরে মুনি বলেন তৎক্ষন।
চ্যবনের পুত্র আমি বাল্মীকি মুনি নাম
মন দিয়া শুন আমি কহি তব স্থান।
বিস্তর তপ করিলাম ত্যজি আহার পানি
সীতার শরীরে পাপ নাহি আমি জানি।
আমি জানি পাপ নাহি সীতার শরীরে
মহাসতী সীতা আমি জানিলাম সত্বরে।
সীতাহেন সতী নাহি সকল সংসারে
সীতার চরিত্র রাম আমার চমৎকারে।

পাপযুক্ত নহে সীতা পরমপবিত্র
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র।
আপনার ঘরে লহ সীতা কি আর বিচার
লব কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার।
আমার বচন রাম না করহ আন
দুই পুত্র লিয়া রাখ আপনার স্থান।
এতেক বলিয়া মুনি কাঁপিল অন্তরে
শাপে পুড়িয়া মরে পাছে সকল সংসারে।
যোড়হাত করিয়া রাম মুনির তরে বলে
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালে২।
অগ্নি শুদ্ধা হইল সীতা দেবের বিদ্যমানে
দেশের তরে আনিলাম তেকারনে।
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ
বিধাতার নির্ব্বন্ধ সীতার দৈববিপাক।
আর কিছু মহামুনি না বলিহ মোরে
আরবার পরিক্ষা দিব সভার ভিতরে।
রাম বলেন শুন সীতা আমার বচন
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল দেখ ত্রিভুবন।

একবার পরিক্ষা দিলাম সাগরের পার
দেবগন জানে তাহা না জানে সং-সার।
আরবার পরিক্ষা দিব সভাকার আগে
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে।
এতেক যদি রাম বলিলেন সীতারে
যোড়হস্তে সীতা দেবী বলেন ধিরেং।
সীতা বলেন কি কার্য্য আমার জীবনে
অগ্নি প্রবেশ করিব আমি তোমার বচনে।
একবার পরিক্ষা দিলে দেবের বিদ্যমানে
দেবগন যত বলিলেন শুনিলে আপনে।
দেশেরে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস
আচম্বিতে মোর তরে দিলা বনবাস।
মহাদেবী হইয়া আমি মুনির পাড়ায় বসি
ফল মুল খাই আমি নিত্য উপবাসী।
শ্বশুরকুলে বাপকুলে রহিতে নাহি স্থান
অগ্নি পরিক্ষা দিয়া কত কর অপমান।
ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলে আপনি
মরা বাপসনে কত বুঝাইল কাহিনী।

সাক্ষাতে শুনিলে তুমি বাপের বচন
তবে আমারে লৈয়া দেশেরে গমন।
দেশেরে আনিলে মোরে দিয়াত আশ্বাস
অকস্মাৎ মোর তরে দিলা বনবাস।
কুলবধূ যত নারী সেই থাকে ঘরে
পরিক্ষা নিতে সভার মাঝে আসি বারে২।
সর্ব্ব গুন বৃদ্ধ তুমি সভারে পণ্ডিত
বুঝিয়া পরিক্ষা দিতে হয়েত ওচিত।
অদেখা হইব প্রভু ঘুচাইব জঞ্জাল
সংসারের সাথি নাহি যাইব পাতাল।
আজি হৈতে ঘুচুক প্রভু যে মোর লাজ দুঃখ
আর যেন নাহি দেখ পাপী সীতার মুখ।
নিরবধি অপবাদ দেহ মোর তরে।
পরিক্ষা নিতে সভার মাঝে আসি বারে২।
জন্মে২ প্রভু মোর তুমি হইও পতি
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি।

এই বাক্য কহিলেন সীতা সভাবিদ্যমানে
মেলানি মাগিলাম প্রভু তোমার চরণে।
সীতার বচন যত শুনিল সর্ব্ব লোকে
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীরে ডাকে।
মা হৈয়া পৃথিবী ঝিয়ের দেখ লাজ
এ ঝিয়ের লাজ হৈলে তোমার হয় লাজ।
কত দুঃখ সহে মা স্ত্রীর পরাণে
সেবা করিয়া থাকি মা তোমার চরণে।
উদরে ধরিলা মোরে পৃথিবী মাই
তোমার চরণে সীতা তিলেক মাগে ঠাঁই।
এতেক বলিয়া সীতা পৃথিবীরে করেন স্তুতি
সপ্ত পাতাল থাকিয়া শুনেন বসুমতী।
সীতা নিতে পৃথিবী করিল আগুসার
সপ্ত পাতাল হইতে হইল এক দ্বার।
আচম্বিতে উঠিল সুবর্ণ সিংহাসন
দশ দিগ আলো করে মর্ত্তভুবন।
হার কেয়ূর উঠিল দিব্য বস্ত্র পরিধান
মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবী রহিল বিদ্যমান।

ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতার ধরে হাতে
কোলে করিয়া সীতারে তোলে রথে।
অগ্নি পরিক্ষা দিতে রাম চাহেন লোকবোলে
লোক লইয়া রঘুনাথ করেন ঠাকুরালে।
মায়ে ঝিয়ে দুই জনে থাকিব পাতালে
সর্ব্ব লোক শুনে পৃথিবী যত বলে।
চক্ষু র কোনে না চাহেন সীতা দুই ছাওয়ালে
রামের করুনা দেখি সীতা নামিল পাতালে।
পাতালে যাইতে রাম সীতার ধরেন চুলে
হাতে চুলের মুঠা রহিল সীতা গেল পাতালে।
পাতালে গিয়া সীতা তিলেক না থাকি
মুর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে গেলেন জানকী।
লক্ষ্মী স্বর্গে গেল হরিষ দেবগন
অযোধ্যানগরে ওথা উঠিল ক্রন্দন।
হেনকালে রামের ক্রন্দন হইল অপার
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার।
মন দিয়া এই কথা শুনে যেই লোকে
সীতার চরিত্র শুনিলে পাপ নাহি থাকে।

কীর্ত্তিবাস রচিল কবিত্ব শুনিতে চমৎকার
উত্তর কাণ্ডে রচিল সীতা নামিল পাতাল।

বার্ত্তা পাইয়া লব কুশ হাতের ফেলে বীনা
ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুই জনা।
দয়া ছাড়িয়া মাতা গেলে পাতালপুরে
আমাসভার তরে মা হইলা নিষ্ঠুরে।
তোমা বিহনে মাতা অন্য নাহি জানি
তোমা বিহনে আর কেবা দিবে অন্ন পানি।
উদরে ধরিলে মাতা গুনের সাগরী
আমাসভার অনাথ করি গেলা পাতালপুরী।
ক্ষুধা হইলে অন্ন দেহ তৃষ্ণায় দেহ পানি
সংসারে দুর্লভ নাহি মায়ের সমানি।
কান্দিতে: লব কুশ লোটাইয়া ধুলি
ধুলায় ধুসর যেন ননির পুতুলি।
দশ মাস আমাসভায় ধরিলে উদরে
দুর্লভ মায়ের গুন কে কহিতে পারে।

ছোট হইতে বড় করিলে লালিয়া পালিয়া
হেন পুত্র এড়িয়া মাতা কারে গেলে দিয়া।
জনকের ঝিয়ারী তুমি শ্রীরামঘরণী
অযোনিসম্ভবা লব কুশের জননী।
শিশুকালে বুদ্ধি নাহি যার মায়েরে
যার মা আছে তার সফল শরীরে।
আজি হইতে অনাথ হইলাম দুই জন
দুই পুত্রেরে মাতা হইলা নিদারুণ।
বিস্তর দুঃখ পাইয়া মা সান্ধাইলে পাতালে
অনাথ করিয়া গেলে দুই ছাওয়ালে।
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইল কাতর
অন্তঃপুরে পাঠাইল মায়ের গোচর।
কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা তিন সতিনে
তিন জনে প্রবোধি দেন প্রবোধ না মানে।
মা হইয়া পুত্রের তরে হইল নিদারুণ
হেন মায়ের তরে কেন করহ ক্রন্দন।
মায়ের সনে দেখা নাই গেল দূর দেশ
তোমরা দুই নাতি আমার সীতার সন্দেশ।

দুই নাতিরে পুরোধি দিতে নারে তিন বুড়ী
পুরোধি করিতে তখন গেল তিন খুড়ী।
কোন জনে পুরোধি দিতে নারে সীতার বালা
পুরোধি করিতে তখন তিন খুড়ী গেলা।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ বাপ আর কর্ম্মফলে
এত সুখ এড়িয়া সীতা নামিল পাতালে।
ক্রন্দনে ক্ষমা দেহ বাপু ক্রান্দ কি কারণ
আমরা তিন খুড়ী তোমার মা তিন জন।
মায়ের সনে তোমার আর নাহি দরশন
আমাসভা দেখিয়া বাপু সকল ক্রন্দন।
দুই ভাইয়ের চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী
পুরোধি করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী।
রামের তিন ভাই গেল পুরোধি করিবারে
স্ত্রী সব গেল তারা ঘরের ভিতরে।
দুই ভাই বসাইল রত্নসিংহাসনে
তিন খুড়া পুরোধি দেন মধুর বচনে।
আমাসভার মা রাজার কুমারী
সোহাগে আগুলি তারা রূপে বিদ্যাধরী।

হেন মায়ের গুণ পাসরিলাম মনে
অল্প কালে তপস্বী হইলাম চারি জনে।
কালি পরশ্ব তব বাপ তোমারে করিবে রাজা
অস্থির হইলে বাপ কেমনে পালিবে প্রজা।
ভাগীরথী গঙ্গা আনিলেন নাম ভগীরথ
সর্ব্ব লোকে গায় নাম সকল জগৎ।
তোমায় বর্জ্জিলেন সীতাহেন সতী
সর্ব্ব লোকে গাইবেক সীতার চরিতি।
সীতার চরিত্র শুনিলে তার স্ত্রী সতী
সীতাহেন নাহি দেখি ত্রিভুবনে সতী।
তিন খুড়া প্রবোধি দেন প্রবোধি না মানে
দুই চাওয়ালে দিল নিদ্রা রামবিদ্যমানে।
দুই পুত্রের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি
দুই ভাইয়ের চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী।
বাল্মীকি মুনি দুই ভাইয়েরে দেন পাতিয়ান
সীতার তরে কান্দেন রাম করিয়া বিয়ান।
সীতাহেন স্ত্রী নাহি মোর বিদ্যমানে
কি করিব রাজা হৈয়া সীতার বিহনে।

মোর অগোচরে সীতা লইল রাবনে
সবংশে মরিল রাবন সীতার কারনে।
মোর সাক্ষাতে পৃথিবী সীতা করিল চুরি
পৃথিবী খুলিয়া নিব সীতাত সুন্দরী।
যজ্ঞ করিতে জনক রাজা যজ্ঞভূমি চসে
পৃথিবির মধ্যে সীতা ওঠিল চাসে।
চাসভূমিতে সীতার জন্মের অনুবন্ধ
তেকারনে পৃথিবী তুমি শাশুড়ি সম্বন্ধ।
আর যত স্ত্রী জন্মে ভারতভুবনে
সীতাহেন স্ত্রী নাহি মোর বিদ্যমানে।
রঘুনাথ বলে শুন শাশুড়ি গর্ব্বিতা
আমারে দুঃখ নাহি দেহ আনিয়া দেহ সীতা।
যোড়হাত করিয়া রাম পৃথিবীরে বলে
ওত্তর না পাইয়া রাম অধিক কোপে জ্বলে।
রাম বলেন লক্ষ্মন ঝাট আন ধনুক বান
পৃথিবী কাটিয়া আজি করিব খানং।
শাশুড়ি হইয়া আজি মোর হাতে পড়ি
কোথাকার পৃথিবী তুমি কাহার শাশুড়ি।

সীতা নিতে যখন করিলে আগুসার
তখনি পাঠাইতাম তোমায় যমের দুয়ার।
পৃথিবী কাটিতে রাম পুরিল সন্ধান
ত্রাস পাইয়া পৃথিবী হইল আগুয়ান।
রামের কোপ দেখিয়া ব্রহ্মা চিন্তে মনে
সত্বরে আইল ব্রহ্মা রামবিদ্যমানে।
ব্রহ্মা বলেন রাম তুমি বিষ্ণু অবতার
তোমার গুন প্রচার হৈল সকল সংসার।
জন্ম না হইতে রঘুনাথ তোমার চরিত্র
অবতার না হইতে তোমার হৈল গীত।
ভূত ভবিষ্যত যে সকল মুনি জানে
সকল দুঃখ খণ্ডে যে রামায়ন শুনে।
আদ্য করিয়া বাল্মীকি করিল রামায়ন
শুনিলে পাপ ক্ষয় হয় দুঃখ বিমোচন।
আপনি রাম তুমি সাক্ষাৎ নারায়ন
পৃথিবীতে প্রচার হইল তোমার যত গুন।

অনাথের নাথ তুমি সর্ব্ব লোকের গতি
পৃথিবী কাটিয়া তুমি রাখিবে অখ্যাতি।
তোমার স্মরণে পাপির পাপ নাহি থাকে
বিকল হৈলা রঘুনাথ স্ত্রীর পাইয়া শোকে।
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেব ঋষি
তোমার সঙ্গে রামায়ণ শুনিতে ভাল বাসি।
দেবগণ মুনিগণ বসিল কৌতুকে
মহাসুখে রামায়ণ শুনেন সর্ব্ব লোকে।
বাল্মীকের কবিত্ব যে অদ্ভুত নির্ম্মাণ
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ অবসান।

এতেক বলিয়া ব্রহ্মা রামে প্রবোধ করে
হেনকালে পৃথিবী রামের তরে বলে।
আমার তরে তুমি কোপ কর অনুচিত
কার দায় নাহি যত ললাটে লিখিত।
কোন দোষে আমার কন্যা দিলে বনবাস
বনবাস দিয়া কেন আন আপনার বাস।

আমার কাছে আসি কন্যা তিলেক না থাকে
মূর্ত্তি ধরিয়া সীতা সঞ্চরে তিন লোকে।
স্বর্গস্থানে হইল গিয়া লক্ষ্মী কমলা
নাগলোকে সীতা সঞ্চরিল এক কলা।
মর্ত্ত্যে আছে যত লোক পূজেন দেবতা
তাহার এক কলা সঞ্চরিল সীতা।
দৈবযোগে সীতা সঞ্চরিল তিন লোকে
সীতার লাগিয়া রঘুনাথ কেন কান্দ শোকে।
এই লোকে সীতার সনে নাহি দরশন
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মির সনে হবে সম্ভাষণ।
যে সীতা স্পর্শিল সেই হইল সতী
তাহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী।
অসতী স্ত্রী সকল করে অনাচার
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হয়েত সংসার।
এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী
হেনকালে প্রবোধি রামে কহে মহামুনি।
সীতার লাগিয়া রাম তুমি কেন কান্দ শোকে
কালি রামায়ণ গীত শুনিহ ভালমতে।

প্রভাতে রাম করিল স্নান তর্পন
সভা করিয়া বসিল রাম শুনিতে রামায়ন।
গীত শুনিতে রাম বসিল সভায়
আশ্চর্য্য গীত গায় রামের তনয়।
সঙ্গীত ভাল লোক শুনিয়াছে সভায়
হাতে বীনা করিয়া লব কুশ গীত গায়।
যজ্ঞ অবসানে গীত ছিল অবসান
সর্ব্ব লোক গীত শুনে রামায়ন।
কাল পুরুষের সনে রামের হবে দরশন
সংসার ছাড়িয়া রাম করিবেন গমন।
দুর্ব্বাশা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে
লক্ষ্মন ভাই বর্জ্জিবেন সেই মুনির শাপে।
এই গীত শুনিয়া রাম আপনা পাসরে
যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া বিদায় সর্ব্ব লোকে করে।
বিপ্র সব তুষ্ট হইল রঘুনাথের দানে
দান লইয়া বাহ্মন গেল নিজ স্থানে।
মেলানি করিয়া দেশে চলিল বিভীষন
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লইয়া বানরগন।

বিদায় করিয়া চলে পৃথিবির রাজা
নানা ধন লইয়া রাম সভার করে পূজা।
জনক রাজারে রাম করিল স্তবন
যজ্ঞের দক্ষিনা দিল বহু মুল্য ধন।
বাল্মীকি আদি করিয়া যত মহামুনি
নিজ স্থানে গেল সভে করিয়া মেলানি।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগন
উত্তর কাণ্ড রামায়ন অপূর্ব্ব কথন।
উত্তর কাণ্ড লব কুশ করিল বাখান
কীর্ত্তিবাস গাইল গীত অমৃতসমান।

সংসার শূন্য দেখেন রাম, সীতার বিহনে
চক্ষুর জল রঘুনাথের না রহে রাত্রি দিনে।
পাত্র মিত্র বিমাতা মাতা সহোদর
বিবাহ করিতে রামের তরে বুঝাইল বিস্তর।

কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী
বাপের ঘরে থাকিয়া তারা অনুমান করি।
এখন রঘুনাথ বিবাহ করিবেন নিশ্চয়
না জানি কোন ভাগ্যবতী রামের মনে হয়!
এই যুক্তি তারা সব করে সর্ব্বক্ষণ
আর বিবাহ না করিবেন কমললোচন।
সীতা বিনে রঘুনাথের আর নহে মন
সীতা২ বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা২ বলিয়া রাম ডাকেন বিস্তর
সীতা নাহি রামের তরে কে দিবে উত্তর।
এক দৃষ্টে চাহেন রাম সোনার সীতার মুখ
উত্তর না পাইয়া রামের অধিক বাড়ে দুঃখ।
ত্রিভুবনের নাথ রাম হইল বিকল
রামের ক্রন্দনে লোক কান্দেন সকল।
সীতা২ বলিয়া রাম ছাড়িল নিশ্বাস
উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

এগার হাজার বৎসর লোকের পালন
পাত্র মিত্র সুখে আছেন যত পুত্রগন।
চারি ভাইয়ের মা মরে কাল অবসান
ভাণ্ডার বিলাইয়া রাম করেন নানা দান।
কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা সতিনী
দশরথের প্রিয়া যে এই তিন রাণী।
আর যত মরিল রাজার সাত শত নারী
দশরথের কাছে গেল সকল সুন্দরী।
স্বর্গবাসে কেলি করে চড়িয়া দিব্য রথে
নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে দশরথের সাতে।
যার পুত্র ভগবান রাম মহামতি
কোটি কল্প বৎসর হয় রাজার স্বর্গবসতি।
ত্রেতা যুগেতে হইল রাম অবতার
শুনিলে মুক্ত হয় লোকের স্বর্গের দ্বার।
পাত্র মিত্র লইয়া রাম আছেন রাজকার্য্যে
কেকয় দেশের ব্রাহ্মণ আইল সেই রাজ্যে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু কলসিকলসি
অমৃতসমান সন্দেশ আনিল রাশি২।

মৃগ পক্ষী জন্তু যে আনিল যোড়েং
তার যতেক দ্রব্য আনে ভারেভারে।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য সিংহাসনে
এডিল সকল দ্রব্য রামবিদ্যমানে।
লোমস গন্ধর্ব্বরাজা সর্ব্ব লোকে জানি
গন্ধর্ব্ব মারিলে রাম সর্ব্ব লোকে জানি।
গন্ধর্ব্ব মারিলে রাম সেই দেশে বৈসে
আপনি চল পুত্র দেহ যেমতে আইসে।
মামার সম্বাদ পাইয়া রাম হরষিত
ডাক দিয়া ভরতেরে আনিল ত্বরিত।
শত্রাজিত মামা মোর সর্ব্ব লোকে জানে
ব্রাহ্মন পাঠাইয়া মামা দিল মোর স্থানে।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব তথা বড়ই দুর্জ্জয়
মামার রাজ্য নিতে চাহে বড় পাইলাম ভয়।
দুই পুত্র তোমার সমরে প্রখর
বিক্রমে দুর্জ্জয় তারা দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
গন্ধর্ব্ব মারিয়া দুই পুত্র কর রাজা
রাজ্য বসাইয়া যে পালিহ লোক প্রজা।

গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ছিল রামের প্রধান
গন্ধর্ব্ব মারিতে অস্ত্র ভাইয়েরে দিল দান।
দুই পুত্র লইয়া ভরত চলিল সত্বরে
যক্ষ পিশাচ ধায় রক্ত পিবার তরে।
নিজ ঠাট লৈয়া ভরত গেল মামার ঘরে
সৈন্য সামন্ত ঠাট রহিল বাহিরে।
ভাগিনা দেখিয়া হরিষ শত্রুজিতে
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিল পীরিতে।
রাত্রি প্রভাত হইল গন্ধর্ব্বের উপর ধাড়ি
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব তখন আইল রড়ারড়ি।
চারিভিতে মারে শেল জাঠি ঝকড়া
অস্ত্রে ফুটিয়া পড়ে ভরতের হাতী ঘোড়া।
সাত দিন যুদ্ধ হইল কার নাহি জয়
দেখিয়াত দেবগণের লাগিল বিস্ময়।
মারা না যায় গন্ধর্ব্ব দেখিতে ভয়ঙ্কর
গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ভরত এড়িল সত্বর।
এক বাণে জন্মিল গন্ধর্ব্ব তিন কোটি
ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে লাগিল কাটাকাটি।

সহজে গন্ধর্ব্ব জাতি বড়ই দুরন্ত
তাহাতে অধিক যুদ্ধ জাতির সহিত।
ছয় কোটি গন্ধর্বে ওঠিল মহামার
গন্ধর্ব্ব অস্ত্রে গন্ধর্ব হইল সংহার।
গন্ধর্ব্ব মারিয়া বসাইল সেই দেশ
দুই পুত্র আনিয়া ভরত করিল অভিষেক।
পুষ্করের তরে রাম দিয়াছেন সেই পুরী
পুষ্কর দেশের রাজা পুষ্কর অধিকারী।
দ্বাদশ বৎসর বসাইল সেই পুরী
নিজ সেনা লইয়া আইল অযোধ্যানগরী।
নানা রত্ন দিয়া রামে করিল সম্ভাষন
গন্ধর্ব্ববধ শুনিয়া রাম হরষিত মন।
রাম বলেন রাজার যোগ্য ভরতের কুমার
দুই ভাইপোয়ে দিল রাজ অলঙ্কার।
অঙ্গদ চন্দ্রকেতু দুই সহোদর
রামের আজ্ঞায় দুই ভাই হইল দণ্ডধর।
অঙ্গদেরে দিল রাম মল্ল দেশপুরী
চন্দ্রকেতু হইল অশ্ব দেশের অধিকারী।

লক্ষ্মণের দুই পুত্র অশ্ব দেশের রাজা
রাজ্য বসাইয়া পালেন লোক জন প্রজা।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র পরমসুন্দর
সুবাহু শত্রুঘাতি দুই সহোদর।
চারি ভাইয়ের অষ্ট কুমার হৈল লোকপাল
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র মথুরায় ঠাকুরাল।
লব কুশ পাইলেন অযোধ্যা নন্দিগ্রাম
অষ্ট জনে অষ্ট রাজ্য দিলেন শ্রীরাম।
এগার হাজার বৎসর করি লোকের পালন
পাত্র মিত্র সুখে আছে সর্ব্ব জন।
কীর্ত্তিবাসের কবিত্ব অমৃতে আমোদিত
উত্তরা কাণ্ডে গাইল রামের পুরোধি।

হেনকালে কাল পুরুষ সংসার বিনাশি
অযোধ্যায় প্রবেশ করে হইয়া সন্ন্যাসী
সভা করিয়া বসিয়াছেন দ্বারে লক্ষ্মণ
কাল পুরুষ বলে আমি ব্রহ্মার ব্রাহ্মণ।

সন্যাসী বলেন লক্ষ্মণ বলি তোমার স্থানে
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল রামসম্ভাষণে।
রামের ঠাঁই লক্ষ্মণ চলিল সম্ভ্রমে
যোড়হাত করিয়া লক্ষ্মণ বলেন শ্রীরামে।
রাজদ্বারে ব্রহ্মার দূত আইল আচম্বিতে
আজ্ঞা কর রঘুনাথ উচিত আনিতে।
রাম বলেন ঝাট আন করিয়া পুরস্কার
আমার ঠাঁই ব্রহ্মার দূত কেন আগুসার।
রামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণ সত্বর
কাল পুরুষ লৈয়া গেল রামের গোচর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাম বসিতে আসন
যোড়হস্তে কহেন রাম কহ প্রয়োজন।
কাল পুরুষ বলেন রাম শুনহ বচন
তোমার কাছে কথা কহিতে শুনে যেই জন।
ব্রহ্মার বচনে তারে করিবে বর্জ্জনে
ভাই ভাইপো হয় বর্জ্জিবে তৎক্ষণে।
এই সত্য ব্রহ্মার করিবা পালন
রাম বলেন লক্ষ্মণ শুনহ কারণ।

সাবধানে থাকিহ দ্বারে না আইসে এক জন
দ্বার রক্ষা কর গিয়া হইয়া এক মন।
আছুক অন্যের কায দ্বারে থাকিয়া চায়
আমার ঠাঁই বর্জ্জন তার এড়ান না যায়।
এই কথা কহিলাম দূতের গোচরে
সাবধানে লক্ষ্মণ বীর রহিবা দ্বারে।
বিধাতার নির্ব্বন্ধে যে না যায় খণ্ডন
কালপুরুষের সনে করেন সম্ভাষন।
কাল পুরুষ বলে আমি পরিচয় করি
মর্ত্ত্যে রহিলা শূন্য বৈকুণ্ঠনগরী।
সংসারের লোক নাশিয়া মোর দূতে আনে
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোসাঞি রহিলা ভুবনে।
ব্রহ্মার বচনে গোসাঞি কর অবধান
সংসার ছাড়িয়া তুমি চল নিজ স্থান।
এগার হাজার বৎসর অবতার করি
মর্ত্ত্যে রহিলা শূন্য বৈকুণ্ঠনগরী।

বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোসাঞি রহিলা মর্ত্ত্যে
বৈকুণ্ঠ চল এথা রহ যেবা লয় চিত্তে।
রহিবার যোগ্য নহে মর্ত্ত্যের ভিতর
মোরে কি আজ্ঞা গোসাঞি বলহ সত্বর।
রাম বলেন যম তোমার শুনিলাম বচন
সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন
ব্রহ্মার মায়াতে দুর্ব্বাশা আইল তৎক্ষণ।
সভা করিয়া দ্বারে বসিয়াছেন লক্ষ্মণ
মুনি বলেন লহ আমায় রামসম্ভাষণ।
লক্ষ্মণ বলেন মানিক কৃপা কর মোরে
ব্রহ্মার দূতের সনে আছেন বিরলে।
যে কর্ম্ম করিবে তুমি রামসম্ভাষণে
আজ্ঞা কর করি আমি সেই প্রয়োজনে।
কুপিল দুর্ব্বাশা মুনি লক্ষ্মণের বচনে
লক্ষ্মণের ভিতে মুনি চাহেন কোপমনে।
মোর শাপেতে লক্ষ্মণ কার বাপে তরি
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যানগরী।

যত রাজ্যখণ্ড আজি করিব সংহার
অযোধ্যা পোড়াইব আজি করিব ছারখার
চারি ভাইয়ের সন্ততি আজি না থুইব বংশ।
দশরথ রাজা আজি করিব নির্ব্বংশ
মুনির কোপ দেখিয়া লক্ষ্মনের তরাস
আমানাগিয়া কেন বাপের সর্ব্বনাশ।
রামের ঠাঁই আছে আমার বর্জ্জন
এড়াইতে নারি আমি ললাটে লিখন।
বর্জ্জন মরণ দুই একই সোষর
আমানাগিয়া লোক কে মরিবে সকল।
আমি মরিতে সবে মরিবে এক জন
বাপের সর্ব্বনাশ করি কিসের কারণ।
পূর্ব্বকথা লক্ষ্মনের পড়িয়া গেল মনে
মোর বর্জ্জন সুমন্ত্র কহিয়াছে তপোবনে।
কাল পুরুষ লইয়া রাম যেথানে কহেন কথা
মুনি লৈয়া লক্ষ্মন রামেরে নোয়ায় মাথা।
হেনকালে কাল পুরুষ মাগিল মেলানি
মুনি মনস্কারিয়া রাম দিল আসন পানি।

যোড়হাতে বলে রাম কোন প্রয়োজন
দুর্ব্বাসা বলে আমি চাহি যোগ্য ভোজন।
এক বৎসর আমি করিয়াছি অনাহারে
অন্ন ব্যঞ্জন দেহ অমৃত সুসার।
দুর্ব্বাসার কথা শুনিয়া রামের হৈল হাস
এক বৎসর কেমনে করিয়াছ উপবাস।
রাম বলেন মুনি বুঝিলাম কারণ
অনুমানে জানিলাম মজিল পুরীজন।
অন্ন ব্যঞ্জন দিল রাম অমৃত সুসার
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজ দ্বার।
রাম বলেন দুর্ব্বাসা পাড়িল প্রমাদ
কেমনে বর্জ্জিব ভাই করেন বিষাদ
কাল পুরুষের কথা রাম চিন্তেন মনেমন
কথা কহিতে মোরে দেখেছে লক্ষ্মণ।
সত্য যদি লঙ্ঘি তবে ব্যর্থ জীবন
সত্য পালিলে হয় লক্ষ্মণের বর্জ্জন।
লক্ষ্মণ বর্জ্জিতে রাম হইল কাতর
বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকিল সকল।

কেমনে করিবেন রাম সত্য পালন
এভাবিদ্যমানে রাম কহিল কারণ।
রাম বলেন সীতা আর রাজ্য ধন
ইহারে অধিক মোর ভাইরে লক্ষ্মণ।
সকল ত্যজিতে পারি সীতাত সুন্দরী
লক্ষ্মণ বিহনে আমি রহিতে না পারি।
মুনি সব বলেন কারে না চাও মনে
সত্য যদি পাল তবে বর্জ্জহ লক্ষ্মণে।
সত্য লঙ্ঘিলে হয় ব্যর্থ জীবন
লক্ষ্মণ বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন।
সত্যলাগি তোমার বাপ তোমা পুত্র বর্জ্জে
সত্য পালিয়া মরিল গেল স্বর্গ রাজ্যে।
তুমি বনে যাইতে রাম কেহ নাহি সনে
তাই বর্জ্জিতে যুক্ত করেন সভার সনে।
ছত্র দণ্ড ধরিয়াত তোমার হইল অধিবাস
বাপের সত্য পালিতে তুমি গেলা বনবাস।

অগ্নি শুদ্ধা এত তুমি পরমসুন্দরী
সীতা এড়িয়া রাজ্য এড় হইয়া ব্রহ্মচারী।
এ সব বর্জ্জিতে রাম মন্ত্রনা নাহি জানি
ভাই বর্জ্জিতে রাম করে কানাকানি।
হেনকালে রামের তরে বলেন লক্ষ্মন
আমারে বর্জ্জিয়া কর সত্য পালন।
সত্য লঙ্ঘিলে হয় বড় অনাচার
সত্য লঙ্ঘিলে গোসাঞি মজিবে সংসার।
যত কিছু আজি গোসাঞি আমার কারন
তোমার মায়া গোসাঞি বুঝিবে কোন জন।
সংসার ছাড়িলে গোসাঞি ছুটে মায়া মোহ
দুই ভাই কোলাকুলি চক্ষে পড়ে লোহ।
সভামধ্যে বলে রাম বর্জ্জিলাম লক্ষ্মন
তোমার পিছে ভাই আমি করিলাম গমন।
শুনিয়া সর্ব্ব লোকের চক্ষে পড়ে পানি
চলিল লক্ষ্মন বীর করিয়া মেলানি।
হাতের বেত্র এড়েন বীর গায়ের অভরন
রাম প্রদক্ষিন করি চলিল লক্ষ্মন।

বশিষ্ঠ নারদের করিল চরণ বন্দন
আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ।
ভরতের চরণ গিয়া বন্দিল লক্ষ্মণ
কাতর হইয়া ভরত করেন ক্রন্দন।
প্রজা সভর তরে বলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ
সযপ্রীতে কর বিদায় শুন প্রজাগণ।
প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ
তোমার বিহনে কেমনে ধরিব জীবন।
রামের চরনে লক্ষ্মণ করেন প্রণতি
জন্মে২ হয় যেন প্রভু তোমাতে ভকতি।
লক্ষ্মণের বচনে রাম হইল কাতর
অচেতন হৈল রাম নাহিক ওত্তর।
পাত্র মিত্রের ঠাঁই বীর করিয়া মেলানি
দেখিয়া সর্ব্ব লোকের চক্ষে পড়ে পানি।
রাজ্যমধ্যে পাত্র মিত্র পাছু না গেল দেশ
শরযুতে লক্ষ্মণ বীর করিল প্রবেশ।
শরযুর তরে বীর করিল প্রণাম
তোমার প্রসাদে পাই যেন ঠাকুর শ্রীরাম।

শরযূর স্রোত বহে অতি খরসান
স্রোতে নামিয়া লক্ষ্মণ ত্যজিল পরাণ।
মনুষ্যশরীর ছাড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠনগরী
বিষ্ণুর শরীর হৈল দেবে নমস্করি।
লক্ষ্মণের দিনুক দিল রাম বিদায়মানে
মোহ গেল রঘুনাথ লক্ষ্মণের বর্জ্জনে।
আমারে এড়িয়া কোথা গেলা ভাইরে লক্ষ্মণ
তোমা বিহনে মোর আছে যে জীবন।
সীতারে বর্জ্জিলাম আমি লোক অপবাদে
তোমা ভাই বর্জ্জিলাম আমি কোন অপরাধে।
লক্ষ্মণের বর্জ্জনে মোর নাহিক সংসার
লক্ষ্মণসমান বীর না পাইব আর।
লক্ষ্মণ বিহনে আমি আজিত মূশলে
যে জলে নামিল ভাই নামিব সেই জলে।
যেই দিগে গেল লক্ষ্মণ সেই উত্তর বলি
লক্ষ্মণ বর্জ্জিয়া কান্দেন হৈয়া উতরোলি।
বিস্তর সেবা করিলা ভাই হইয়া সদয়
তোমা ভাই বর্জ্জিলাম আমি হইয়া নির্দ্দয়

লক্ষ্মনের মরনে রাম হইল কাতর॰
চক্র দণ্ড ধরিতে চাহেন রামের ওপর।
ভরত রাজা করি তে রাম করিল মন্ত্রিধান
হেনকালে ভরত কহেন রামবিদ্যমান।
নানা ওপহার গোসাঞি ভুঞ্জিলাম বিস্তর
তো ার সঙ্গে যাব গোসাঞি জীবন সফল।
ভরতের কথা শুনিয়া রামের তরাস
হেটমাতা করিয়া রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
রাম ব েন শুন ভাই আমার ওত্তর
শত্রুঘ্ন আনিতে দুত পাঠাও সত্বর।
রামের আজ্ঞায় দুত পাঠাইল ত্বরা
তিন দিবসে গেল নগর মথুরা।
শত্রুঘ্নের ঠাঁই দুত কহে কানেং
সকল পৃথিবির লোক চলিল রামের সঙ্গে।
ভরত আদি করিয়া যতেক পুরীজন
রামের সনে স্বর্গবাসে করিল গমন।
রামের বর্জ্জনে লক্ষ্মন ছাড়িল শরীর
লক্ষ্মনের বর্জ্জনে রাম হৈল অস্থির।

ভরত আদি করিয়া যতেক পুরীজন
রামের সঙ্গে স্বর্গবাসে করিবে গমনে।
দূত বলে শত্রুঘ্ন না ভাবিহ মনে
সত্বরে চলহ তুমি রামসম্ভাষনে।
এত শুনিয়া শত্রুঘ্ন হেট করে মাথা
পাত্র মিত্র আনিয়া কহিল সর্ব্ব কথা।
সুবাহু নামে পুত্রেরে করিল মথুরার রাজা
সাবধানে পালিহ তোমরা মথুরার প্রজা।
দুই পুত্রের তরে রাজ্য কৈল সমর্পন
অযোধ্যায় যাত্রা করিয়া চলিল শত্রুঘ্ন।
তিন দিবসে আইল অযোধ্যানগরী
রাজব্যবহারে গিয়া রামেরে নমস্করি।
শত্রুঘ্ন দেখি রাম হরিষ বদন
পুনর্ব্বার রামের চরন বন্দিল শত্রুঘ্ন।
তোমার চরন বিনা আর নাহি গতি
স্বর্গবাসে যাব গোসাঞি তোমার সংহতি।
যোড়হস্তে রামের আগে কহে সর্ব্ব লোকে
তব প্রসাদে গোসাঞি স্বর্গে যাব সুখে।

তোমার গমনে গোসাঞি সভার গমন
তোমার জীবনে গোসাঞি সভার জীবন।
এ কথা শুনিয়া রামের অঙ্গীকার
আমার সঙ্গে স্বর্গে চল বাঞ্ছা থাকে যার।
অযোধ্যার রাম ছাড়ে জীবনের আশ
রামের পাছু লাগিল লোক যাইতে স্বর্গবাস।
তিন কোটি রাক্ষস লইয়া আইল বিভীষণ
সুগ্রীব অঙ্গদ আইল লইয়া বানরগণ।
নল নীল আইল যে মন্ত্রী জাম্বুবান
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল বীর হনুমান।
আর যত বীর ছিল অযোধ্যানগরে
যতঽ লোক ছিল পৃথিবীভিতরে।
স্ত্রী পুরুষে আইল সভে অযোধ্যানগরে
বাল বৃদ্ধ আদি কেহ নাহি রহে ঘরে।
রামের নিকটে আইল সবে শীঘ্রগতি
যোড়হাত করিয়া সবে রামেরে করে স্তুতি।
কতবার দেখিলাম যত দেবগণ
কত শত দেখিলাম সিদ্ধ ঋষিগণ।

গান্ধর্ব্বের গীত শুনিলাম অতি মনোহর
বিদ্যাধরী নৃত্য করে দেখিলাম বিস্তর।
তোমার বিহনে গোসাঞি থাকিব কোন সুখে
তোমার পাছেতে গোসাঞি যাব স্বর্গলোকে।
পৃথিবির যত লোক যোড় করে হাত
একে২ সভারে বলেন রঘুনাথ।
রাম বলেন শুন রাক্ষস বিভীষন
আমার সঙ্গে নাহি তোমার স্বর্গেরে গমন।
লঙ্কার রাজা হইয়া তুমি থাকহ চারি যুগে
আর কিছু বিভীষন না বল আমার আগে।
রাম বলেন শুন বলি পবননন্দন
আমার সঙ্গে নাহি তোমার স্বর্গেতে গমন।
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে
চন্দ্র সূর্য্য যত কাল পৃথিবীতে প্রচারে।
হনুমান বলেন আমি না চাহি স্বর্গবাস
তোমার গুন শুনি এই অভিলাষ।
তোমার নাম গুন হইবে যেইখানে
সেইখানে গোসাঞি থাকিব রাত্রি দিনে।

হনুমানের তরে বলেন কমললোচন
তোমায় আমায় একই শরীর পবননন্দন।
আমাভক্ত বানর তুমি পরমসুস্থির
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর।
ব্রহ্মার বরে চারি যুগে হইয়াছ চিরঞ্জীবী
আমার বদলে তুমি থাকহ পৃথিবী।
তবে বলেন শুন মন্ত্রী জাম্বুবান
চারি যুগে অমর তুমি ব্রহ্মার কল্যাণ।
আরবার হওক তোমার প্রথম যৌবন
তোমারে জিনিতে কেহ নারিবে ত্রিভুবন।
আরবার আমার যদি হয় অবতার
তোমার সংগে দেখা তবে হইবে আমার।
আর যত লোক আসিবে আমার সনে
স্বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে।
লব কুশ আনিয়া রাম দিল ছত্র দণ্ড
হাতে২ সমর্পিল সকল রাজ্যখণ্ড।

হনুমান জাম্বুবান মহেন্দ্র বানর
লব কুশের সনে দিল করিয়া দোসর।
বিভীষণ আনিয়া রাম করিল সমর্পণ
লব কুশ রাজা করিয়া করিল গমন।
যাত্রা করিয়া রাম ছাড়িল সংসার
রাম গেলেন পৃথিবী হইল অন্ধকার।
অযোধ্যা থাকিয়া রাম করিল গমন
বশিষ্ঠ নারদ আদি চলিল সর্ব্বজন।
অবধূত সন্যাশী চলিল বিস্তর
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চলিল সকল।
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ কোটি অযুত
আশি কোটি রাজা সব চলিল মজুত।
হাতে নড়ি করিয়া চলিল কানা খোঁড়
রঘুনাথের সনে যায় হইয়া ওতরোল।
স্থাবর জঙ্গম চলিল রামের সনে
গাছে পক্ষী না রহে পশু না রহে বনে।
ভূত পিশাচ গন্ধর্ব্ব চলিল অন্তরীক্ষে
হরিষ হইয়া সব চলিল উত্তর মুখে।

রাজ্যখণ্ড লইয়া গেল হিমালয় পর্ব্বতে
এক চাপে যায় লোক ছয় মাসের পথে।
তিরাশি কোটি রাজা চলিল লক্ষে২
নপুংসক চলিল যে অন্তপুর রাক্ষে।
সুগ্রীব রাজা চলিল যে শ্রীরামের হিত
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল ত্বরিত।
রথ লইয়া ব্রহ্মা আইল রামকে লইতে
বৈকুণ্ঠে আইল প্রভু জগৎসহিতে।
তিন কোটি রথ আইল সর্ব্ব লোক দেখে
আকাশ যুড়িয়া রথ রহে অন্তরীক্ষে।
গঙ্গা শরযু নদী এক ঠাঁই বহে
গঙ্গা এড়িয়া রঘুনাথ শরযুতে রহে।
পূর্ব্বপুরুষ মুক্ত হইল শরযুর জলে
গঙ্গা এড়িয়া রঘুনাথ শরযুতে গুলে।
শরযুর স্রোত বহে অতি খরসান
স্রোতে নামিয়া তিন ভাই তাজিল পরান।
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ
শরযুতে তিন ভাই তাজিল জীবন।

মনুষ্যশরীর ছাড়িয়া গেল তিন জন
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু গিয়া দিল দরশন।
রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন বীর
এক ঠাঁই রহিল গিয়া বিষ্ণুর শরীর।
অন্তরীক্ষে সীতা আইল রামের পাশে
লক্ষ্মী সরস্বতী রহিল দোঁহার পাশে।
বৈকুণ্ঠের নাথ যদি আইল ভগবান
ব্রহ্মার ঠাঁই বিষ্ণু করেন সম্বিধান।
আমার সনে সংসার করিল গমনে
সকল পৃথিবী রহিবে কোন স্থানে।
ব্রহ্মা বলেন শুন রাজীবলোচন
সন্তানস্বর্গ আমি করিয়াছি গঠন।
সেইখানে আসিয়া রহিবেক সর্ব্বজনে
দেবগণ বাঞ্ছা করে রহিবার মনে।
যে জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ
পরলোকে এইস্বর্গে করিবে গমন।
সন্তানস্বর্গ গোসাঞি বৈকুণ্ঠসোদর
সকল পৃথিবীর লোক রহিবে সত্বর।

রথ লইয়া ব্রহ্মা আইল রামের বচনে
সকল পৃথিবির লোক আইল রামের সনে।
স্থাবর জঙ্গম যত জলের ওপর ভাসে
শরীর ছাড়িয়া সভে গেল স্বর্গবাসে।
দেব রথে চড়িয়া জীব দেবের বেশ ধরি
রামের প্রসাদে সভে গেল স্বর্গপুরী।
মরণ কালে রামনাম বলে যেই জন
নিজ শরীরে করিবে সে বৈকুণ্ঠে গমন।
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায়েত নিস্তার।
সকল পৃথিবির লোক আইল স্বর্গবাস
ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা পাইল তরাস।
চারি মুখে ব্রহ্মা বিষ্ণুরে করে স্তুতি
তোমাদরশনে গোসাঞি পাইলাম মুকতি।
আগম পুরাণ যত শাস্ত্রের অন্ত
আমাহেন কোটি ব্রহ্মা যার না পাই অন্ত।
সকল পাপির পাপ হরে শ্রীরামস্মরণে
পাপী মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়ণে।

চারি বেদ সহস্র নামে যত হয় ফল
এমন কোটি গুন নহে রামনামের সোসর
রামনাম লইবে যেই সহস্র মুখে
মায়া মোহে আছে লোক চক্ষে নাহি দেখে ।
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ
সকল পাপ দূরে যায় বৈকুণ্ঠে হয় বাস ।
অপুত্রকে শুনিলে পায় পুত্রবর
সাত কাণ্ড শুনিলে হয় অশ্বমেধের ফল ।
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড
এত দূরে সমাপ্ত হইল উত্তর কাণ্ড ।